NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ আজ রাখী পূর্ণিমা উপলক্ষে আমাদের বিশেষ নিবেদন

মালদার কাটাগড়ে গাড়ি-লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত ৬ ৬

কলকাতা ১৯ অগস্ট ২০২৪ ২ ভাদ্র ১৪৩১ সোমবার অষ্টাদশ বর্ষ ৭০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 19.8.2024, Vol.18, Issue No. 70 8 Pages, Price 3.00

জাস্টিস ফর আরজি কর: তিন প্রধানের সমর্থকদের ওপর পুলিশের লাঠি ● অবরুদ্ধ রাজপথে জাতীয় সঙ্গীত

নিম্নচাপেও নেভেনি প্রতিবাদের আগুন

মঙ্গলে শুনানি সুপ্রিম কোর্টেও

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার আরজি কর কাণ্ডে জল গড়াল সুপ্রিম কোর্টে। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের হত্যাকাণ্ডে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ মামলা শুনবে। আগামী মঙ্গলবার তিন বিচারপতির বেঞ্চের মামলা শোনার সম্ভাবনা বলে খবর। শীর্ষ আদালত সূত্রে খবর, সোমবার আদালত বন্ধ থাকছে। পরের দিন মঙ্গলবার কোর্ট খুললে প্রথমেই এই মামলা শুনবে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ।

সূত্রের খবর, আরজি করের পুরো বিষয়টির ওপর নজরদারি করতেই সরাসরি মামলা হাতে নিয়েছে দেশের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। ওই ঘটনায় তদন্তের গতিপ্রকৃতি, হাসপাতাল ও রাজ্যের ভূমিকা খতিয়ে দেখা ছাড়াও কর্মস্থলে মহিলাদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়েও শুনানি হতে পারে সর্বোচ্চ আদালত। হাইকোর্টে ওই ঘটনায় করা জনস্বার্থ মামলার সঙ্গে যুক্ত এক আইনজীবী জানান, সুপ্রিম কোর্ট নিজে ওই ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করেছে। ফলে আপাতত সেখানে সিবিআই তদন্ত-সহ পুরো বিষয়টি নিয়ে শুনানি হবে।

গত ৯ অগস্ট আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও মৃত্যুর ঘটনায় দেশজুড়ে বিক্ষোভ, আন্দোলন শুরু হয়। অনেক হাসপাতালে কর্মবিরতিও শুরু হয়। ১২ অগস্ট এই ঘটনার জল গড়ায় কলকাতা হাইকোর্টে। মোট চারটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। মামলাকারীরা সকলেই পুলিশের ওপর আস্থা না রেখে তদন্তভার সিবিআইকে দেওয়ার আর্জি জানান। পরদিন মামলার শুনানিতে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। ওই ঘটনায় তদন্তভার হাতে নিয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা গত দু'দিন ধরে অনেককে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। যদিও এখনও পর্যন্ত সিবিআইয়ের জালে ধরা পড়েনি কেউ। ঘটনার পরের দিন পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সঞ্জয় রায় নামে এক সিভিক ভলান্টিয়ার।

আরজি করের মামলায় প্রথম থেকেই হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়ে রাজ্য ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ওই হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে 'পুরস্কৃত পদে' নিয়োগ করা নিয়েও রাজ্যের সমালোচনা করে হাইকোর্ট। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম মন্তব্য করেছিলেন, 'আরজি করের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ হয়েছে।' এই অবস্থায় এবার আরজি কর মামলা শুনবে সুপ্রিম কোর্ট।

এই ঘটনা আরও স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছে যত দ্রুত সম্ভব কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ এবং একটি পদ্ধতিগত পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা এমনিতেই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করেন। এর মধ্যে যদি তাঁদের নিরাপত্তা অনিশ্চিত হয়, তবে আমরা কী আশা করতে পারি যে তাঁরা কাজের সময় নিজেদের পুরোটা দেবেন?

চিকিৎসক হেনস্থা

■ এক চিকিৎসককে হেনস্থার অভিযোগ উঠল মদ্যপ রোগী ও পরিবারের বিরুদ্ধে। রবিবার সকালেই এই ঘটনা ঘটে। এরপরই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। জানা গিয়েছে, রবিবার ভোরে মুম্বইয়ের সিওন হাসপাতালে এক চিকিৎসককে হেনস্থা করেন মত্ত রোগী। তাঁর সঙ্গে আসা পরিবারের সদস্যরাও মত্ত অবস্থাতেই ছিলেন বলে দাবি। চিকিৎসা চলাকালীন ওই মহিলা চিকিৎসককে গালিগালাজ ও হেনস্থা করা হয়।

অভিযুক্ত শিক্ষক

■ এবার স্কুলের শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের জোর করে পর্ন ফিল্ম দেখানোর অভিযোগ উঠল অসমের করিমগঞ্জ জেলায়। বিষয়টি জানাজানি হতেই ক্ষুব্ধ অভিভাবক ও এলাকাবাসীরা মিলে স্কুলে আগুন লাগিয়ে দেন। জানা গিয়েছে, সেখানে একটি সরকারি স্কুলের বছর সাইত্রিশের শিক্ষক ছাত্রীদের ক্লাসরুমে অশ্লীল ছবি ও ভিডিও দেখান। গত ১২ অগস্ট ঘটনাটি ঘটে। এক ছাত্রী বাড়ি গিয়ে শিক্ষকের নামে অভিযোগ জানায় তার মায়ের কাছে।

পথে-প্রতিবাদে। (ওপরে) যুবভারতীর সামনে জমায়েত তিন প্রধানের সমর্থকদের। (নীচে) শ্যামবাজারে একজোট জুনিয়র চিকিৎসকরা।

দ্রুত পদক্ষেপের আর্জি, খোলা চিঠি হরভজনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডে এবার মুখ খুললেন প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা আম আদমি পার্টির সাংসদ হরভজন সিং। আন্দোলনরত চিকিৎসকদের পাশে দাঁড়িয়ে বাংলার সরকার, সিবিআই এবং সমগ্র দেশবাসীর উদ্দেশে রবিবার খোলা চিঠি লিখেছেন তিনি। বিশ্বকাপজয়ী স্পিনারের প্রশ্ন, ঘটনার পরে সাতদিনের বেশি সময় কেটে গিয়েছে। তার পরেও কেন দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি কেন? তিনি লিখেছেন, 'এই ঘটনা আরও স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছে যত দ্রুত সম্ভব কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ এবং একটি পদ্ধতিগত পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে।' আম আদমি পার্টির রাজ্যসভার সাংসদের মতে, 'চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা এমনিতেই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করেন। এর মধ্যে যদি তাঁদের নিরাপত্তা অনিশ্চিত হয়, তবে আমরা কী আশা করতে পারি যে তাঁরা কাজের সময় নিজেদের পুরোটা দেবেন?' জশপ্রীত বুমরা, ঋদ্ধিমান সাহা, মহম্মদ সিরাজের মতো ক্রিকেট-ব্যক্তিত্ব মুখ খুলেছেন। এবার ইনস্টাগ্রামে সরব হলেন জোড়া বিশ্বকাপজয়ী হরভজন। চিকিৎসকরা যে প্রতিবাদ ও আন্দোলন চালাচ্ছেন, তাতেও পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন হরভজন। তিনি লিখেছেন, 'এক সপ্তাহের বেশি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোনও পদক্ষেপ হয়নি। তাই চিকিৎসকরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন।' এমন অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং সিবিআইয়ের কাছে তাঁর আর্জি, দ্রুত পদক্ষেপ করা হোক।

দু'পাতার খোলা চিঠি এক্স হ্যান্ডলে শেয়ার করে হরভজন লিখেছেন, 'কলকাতায় ধর্ষণ ও খুনের মামলায় বিচারে দেরি হওয়া খুবই দুঃখজনক।' পোস্টটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকেও ট্যাগ করেছেন তিনি। আপ সাংসদের কথায়, 'মহিলাদের নিরাপত্তা ও সম্মানের সঙ্গে আপস নয়। যাঁরা এই নৃশংস অপরাধের সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। আগামী দিনে এহেন ঘটনা যাতে আর না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে হবে। এমন একটি সমাজ গড়তে হবে, যেখানে মহিলারা নিরাপদ অনুভব করবেন। একমাত্র তা হলেই সমাজের আস্থা ফেরানো সম্ভব।' যদিও ওই খোলা চিঠিতে হরভজন এটাও স্পষ্ট করেছেন, তাঁর বার্তা শুধু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্দেশে নয়। মহিলাদের ওপর ধর্ষণ ও অত্যাচারের ঘটনা সংবাদপত্র ও টেলিভিশনে নিত্যদিনই দেখা ও শোনা যায়, সে কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তিনি। এই ধরনের ঘটনাগুলি বন্ধ করতে প্রতিটি সরকারকেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার কথা বলেছেন। হরভজনের মতে, হাসপাতালগুলিতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা থাকা দরকার। যাঁরা এই ধরনের নির্যাতনের শিকার হওয়ায় প্রয়োজনীয় সব সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে। এর পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের নিরাপদ কর্মস্থলের ব্যবস্থাও করতে হবে। চিকিৎসাকেন্দ্রে কী ভাবে নিরাপত্তায় এমন গলদ থাকতে পারে, সেটিও তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন বলে মত হরভজনের।

পৃষ্ঠা তিনে পড়ুন

■ নগরপাল এবং সন্দীপ ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদ করুক সিবিআই, বিস্ফোরক সুখেন্দুশেখর

■ সঞ্জয়-ঘনিষ্ঠ এএসআইয়ের বয়ান রেকর্ড সিবিআইয়ের

বিচার চাইছে ক্ষোভের ঢেউ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডে বিচার চেয়ে এবার পথে নামে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকরা। এই বিক্ষোভে যোগ দিয়েছে মহমেডান স্পোর্টিংও। তারাও দুই প্রধানের এই বিক্ষোভকে সমর্থন করছে। নিজেদের ক্লাবের পতাকা হাতে যুবভারতীর বাইরে দুই দলের সমর্থকদের প্রশ্ন, যদি নিরাপত্তার দাবি তুলে ডার্বি বাতিল করা হয়, তা হলে প্রতিবাদ আটকাতে এত পুলিশ মোতায়েন করা হল কেন? এর চেয়ে কম পুলিশ দিয়ে ডার্বি হয়ে যেত বলে দাবি করেন তাঁরা। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগানে সরব হন। তাঁদের দাবি, তাঁরা শান্তিপূর্ণ অবস্থান করছেন। কোনও রকম অস্ত্র নিয়ে আসেননি। উত্তেজনা তৈরি করার কোনও ইচ্ছা তাঁদের নেই। শান্তিপূর্ণ অবস্থান করতে চাইছেন তাঁরা। যদিও যুবভারতীর বাইরে মিছিল আটকাতে তৈরি ছিল বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ। তাদের তরফে আগেই জানানো হয়েছিল, যুবভারতীর বাইরে বিএনএসএস ১৬৩ ধারা জারি করার কথা। মিছিল আসতেই পুলিশ আটকায় প্রতিবাদীদের। পুলিশের সঙ্গে তর্কে জড়ান দু'দলের সমর্থকরা। কলকাতার রাজপথে বিক্ষোভকারীরা জাতীয় সঙ্গীত গেয়েছেন। একসঙ্গে এই আন্দোলনে থাকার বার্তা দিয়েছেন তাঁরা। সস্ত্রীক বিক্ষোভকারীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন মোহনবাগানের অধিনায়ক শুভাশিস বসু। প্রতিবাদীদের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। ইস্টবেঙ্গল সমর্থক ঊষসী চক্রবর্তী ও মোহনবাগান সমর্থক সৌরভ পালোধি একসঙ্গে প্রতিবাদ করেছেন। সৌরভ বলেন, 'ভারতীয় ফুটবলকে আঘাত করলে প্রতিবাদ তো হবেই।' ঘটনাস্থলে যান সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার সভাপতি কল্যাণ চৌবে। তিনি গিয়ে প্রতিবাদী ও পুলিশের সঙ্গে কথা বলেন। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকদের অভিযোগ, পুলিশের লাঠির ঘায়ে অনেকে আহত হয়েছেন। এমনকি, মহিলা সমর্থকদের ওপরেও পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। দু'দলের অনেক সমর্থককে গাড়িতে তুলেছে পুলিশ।

বিক্ষোভের মাঝেই গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে পুলিশ। সায়েন্স সিটির দিক থেকে আসা গাড়ি চিংড়িহাটা থেকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। উল্টোডাঙার দিক থেকে আসা গাড়ি হাডকো ও বেঙ্গল কেমিক্যাল থেকে ঘুরিয়ে দেয় পুলিশ। বেলেঘাটা মোড়ে আবার প্রতিবাদীদের আটকে দেয় পুলিশ। সেখানেই বিক্ষোভ শুরু হয়। পুলিশের বিরুদ্ধে স্লোগান ওঠে। দীর্ঘক্ষণ বাইপাস অবরুদ্ধ হয়। যুবভারতীর ভিআইপি গেটের ঠিক বাইরে বিক্ষোভে জড়ো হন দু'দলের সমর্থকরা। ছিল বিশাল পুলিশবাহিনীও। পুলিশের সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছিল র‍্যাফও। 'পুলিশ হায় হায়' স্লোগান তোলেন তাঁরা। অনেক চেষ্টা করেও মিছিল সরাতে ব্যর্থ হয় পুলিশ।

এরপর দুয়ের পাতায়

এখনই থামছে না বাংলার বৃষ্টি, জারি সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বঙ্গজুড়ে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি। রবি ও সোমবারের জন্য দক্ষিণবঙ্গে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করল হাওয়া অফিস। সোমবার থেকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টিতে ভিজতে পারে উত্তরবঙ্গও। আগামী চার দিন পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টির এমনই ভবিষদ্বাণী হাওয়া অফিসের।

মৌসুমি অক্ষরেখা বর্তমানে বিকানির, সিকার, ওরাই, সিন্ধি, রাঁচির ওপর দিয়ে দক্ষিণ বাংলাদেশ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। দক্ষিণ বাংলাদেশের আশপাশে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ বলয় রবিবারও একই জায়গায় অবস্থান করছে। ঘূর্ণাবর্ত এখন সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫.৮ কিলোমিটার ওপরে অবস্থান করছে। তবে ধীরে ধীরে উত্তর-পূর্ব গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং সংলগ্ন বাংলাদেশের দিকে এগোচ্ছে। মনে করা হচ্ছে, সোমবারের মধ্যেই ওই ঘূর্ণাবর্ত একটি নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। তার পর আরও ধীর গতিতে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ পেরিয়ে পশ্চিমে ঝাড়খণ্ড, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের দিকে এগোনোর সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, এই পরিস্থিতিতে আগামী তিন-চার দিন মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হবে পশ্চিমবঙ্গের সব জেলায়। বিক্ষিপ্ত ভাবে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত চলবে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে। কোথাও কোথাও বুধবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি হয়েছে। দু'-এক জায়গায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতাও রয়েছে। রবি ও সোমবার ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে দুই ২৪ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং পূর্ব বর্ধমানের কোনও কোনও জায়গায়। মঙ্গলবার ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে। বাকি জেলার কোনও কোনও অঞ্চল ভিজতে পারে ভারী বৃষ্টিতে।

চলতি সপ্তাহে উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী তিন দিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং মালদা জেলায়। এ ছাড়াও সোমবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে মালদা, দুই দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়ি জেলায়। নিম্নচাপের জেরে বুধবার পর্যন্ত সমুদ্র উত্তাল থাকতে পারে।

হাওয়া অফিস জানিয়েছে, সমুদ্রের ওপর দিয়ে ঘণ্টায় ৩৫ থেকে ৪৫ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। তাই উত্তর বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশা উপকূলের মৎস্যজীবীদের সমুদ্রের যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা নিয়োগী স্বামী শুভাশীষ নিয়োগী পিতা পাঁচু গোপাল সুর সাকিম সি ২৫, জগিপাড়া, পোঃ রহরা, থানা খরদহ, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন 700118, বিগত ইংরাজি 17/08/2023 তারিখে ডি.এস.আর.-I চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-7800/2023 নং আমমোক্তার দলিলমূলে আমাকে (**শ্রী তুষার মাটি** পিতা শ্রী তাপস কুমার মাটি, সাকিম- দিঘনেশ্বর, পোঃ নাগবল, থানা দাদপুর, জেলা হুগলী, পিন 712305) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন বর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা বলে আমি ইংরাজি 13/03/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে I-3026/2024 নং দলিল মূলে **শ্রী সুভাষ পন্ডিত** পিতা বাবলু পন্ডিত সাকিম – কালীপুকুর পাড়, পোঃ বাকসা, থানা চন্ডীতলা, জেলা হুগলী, পিন 712304 মহাশয়কে বিক্রয় করি।

তপশীল- জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা দিঘনেশ্বর, জে.এল নং ২৫, হাল এল. আর. ২৪১৭ নং খতিয়ানে, সাবেক ৬০৯ তথা হাল এল. আর. ৭১০ নং দাগে ডাঙ্গা সম্পত্তি ষোল আনায় ০৯ শতকের ০.০৪৫৪ অংশে ০.৪১ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রী সুভাষ পন্ডিত** পিতা বাবলু পন্ডিত উক্ত খরিদা জমি তাহার নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা, অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইতে ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

শ্রী তুষার মাটি (আমমোক্তার)

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

সেখ মোজাম্মেল হক পিতা সেখ ইসলাম আলি সাকিম ভায়রা, বেলুন্, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ বিগত ইং- 04/07/2018 তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে IV-335/2018 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**মহম্মদ আজাদ** পিতা মহম্মদ সকুর সাকিম- 14/1 এস. এম. বাই লেন, চাঁপদানী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২২) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি 30/09/2019 তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-10840/2019 নং দলিল মূলে **জাহাঙ্গীর খান** পিতা সামিম খান সাকিম এন. জি. পাড়া বাই লেন চাঁপদানী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২১ মহাশয়কে বিক্রয় করি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা ক্ষীরকুণ্ডী, জে.এল. 101, হাল 188, 901, 902 খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল 183 দাগে শালি জমি ষোল আনায় 9 শতক ও সাবেক তথা হাল 182 দাগে শুনা জমি ষোল আনায় 8 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির মধ্যে 7 কাঠা 4 ছটাক বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, জাহাঙ্গীর খান পিতা সামিম খান উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মহম্মদ আজাদ**
আমমোক্তার

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, সাং-৩৪৪, হাসনপুর (মাদুরদহ), থানা-ভূতপূর্ব তিলজলা অধুনা আনন্দপুর, কলিকাতা-৭০০১০৭ নিবাসী শ্রী ভোলা পাইক, পিতা-স্বর্গীয় বিমল পাইক, বিগত ইংরাজী ২৪/১০/২০১৯ তারিখে আলিপুর ডিস্ট্রিক্ট সাবরেজিস্ট্রী-৪ অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ২০১৯ সালের ৭০৫ নম্বর আমমোক্তার নামা মূলে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার মৌজা-হোগল কুড়িয়া, জে.এল. নং-৬৭, অন্তর্গত এল. আর.-১০৩৯ নং খতিয়ান ভুক্ত আর. এস. ও এল. আর.-১৪২ নং দাগের ০৪ শতক জমি উক্ত আলিপুর ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রী-৪ অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ২০২১ সালের ০১০০৮৪ নম্বর কোবালা মূল **"Galaxtric Abasan Private Limited"** কে বিক্রয় করেন, যাহা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর, সোনারপুর অফিসে **MN/2024/1615/ 14641** মূলে শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তির বিজ্ঞপ্তি জারি হইল।

Sd/-
Asgar Ali Mallick
Advocate
Alipore Judges'& Police Court
Enrollment No. -WB-490/2010

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, সাং-৩৪৪, হাসনপুর (মাদুরদহ), থানা-ভূতপূর্ব তিলজলা অধুনা আনন্দপুর, কলিকাতা-৭০০১০৭ নিবাসী শ্রী ভোলা পাইক, পিতা-স্বর্গীয় বিমল পাইক, বিগত ইংরাজী ০১/০৭/২০১৬ তারিখে সোনারপুর সাবরেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ২০১৬ সালের ১৬০৮০০৫৮৯ নম্বর আমমোক্তার নামা মূলে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার হিসাবে মৌজা-হোগল কুড়িয়া, জে.এল. নং-৬৭, অন্তর্গত এল. আর.-৮৭৬ নং খতিয়ান ভুক্ত আর. এস. ও এল. আর.-১৪৩ ও ১৪৪ নং দাগের ০.৬২ শতক জমি আলিপুর ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রী-৪ অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ২০২১ সালের ১০০১২ নম্বর কোবালা মূল **"Galaxtric Abasan Private Limited"** কে বিক্রয় করেন, যাহা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর, সোনারপুর অফিসে **MN/2024/1615/ 23659** মূলে শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তির বিজ্ঞপ্তি জারি হইল।

Sd/-
Asgar Ali Mallick
Advocate
Alipore Judges'& Police Court
Enrollment No. -WB-490/2010

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৯ শে আগষ্ট। ৩ রা ভাদ্র। সোমবার। পূর্নিমা তিথি। জন্মে মকর রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। বিংশোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বড় পদক্ষেপ নেওয়ার আগে একবার চিন্তা ভাবনা শুরু করতে হবে। বড় ভাবে লগ্নি করার আগে প্রিয়জনের সাথে আলোচনা করা শুভ। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন এমন কোন প্রিয় বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সাথে আলোচনা করে দৃঢ় পদক্ষেপ নিন। হর হরি বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : আজকের দিনটি শুভ। পুরাতন বান্ধবের দ্বারা সমাজে প্রতিবেশীর দ্বারা সুনাম প্রাপ্তি সম্ভব। কর্মের অন্বেষণে যে সমস্ত অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা রয়েছে। তারা ভগবান শ্রী গণেশের গণেশ সুত্রম্ পাঠ কর নিশ্চিত শুভ ফল পাবে। বৃষ রাশির প্রবীণ নাগরিকেরা ব্যাধি এবং হাড়ের সমস্যায় পড়বেন। পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি সম্ভব নিজ গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালিয়ে হরি ওম বলো। নিশ্চিত শুভ ফল পাবেন।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির জন্য পরিবারে অশান্তির বিষয়। পরিচিত গুপ্ত শত্রু দ্বারা নানাবিধ চক্রান্ত। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। কর্মপ্রার্থীদের জন্য শুভ। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন তাদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য সুখবর। নারকেল সহ ভগবান শিবের পূজা করুন শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজকের দিনটি সচেতন থাকতে হবে। ছোট ভ্রমণে না যাওয়াই ভালো। জলভ্রমণে না যাওয়াই ভালো। প্রতিবেশী যিনি একসময় আপনার উপকার নিয়েছিলেন আজ তার দ্বারা কোন গুপ্ত চক্রান্ত হতে পারে। বেতনভোগ কর্মচারীদের জন্য শুভ হলেও, অফিসে কোন ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদের সম্ভাবনা। আঞ্চলিক কোন রাজনৈতিক নেতার কাছ থেকে অসম্মানিত হওয়ার যোগ। সতর্কতা শুভ। নারকেলসহ দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা করুন শুভ হবে নিশ্চিত।

সিংহ রাশি : আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। পারিবারিক আনন্দ ছোট ভ্রমণ, পরিবারের ঘনিষ্ঠ স্বজন আত্মীয় দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি এবং বন্ধুবান্ধব সমাজে আপনার নিজস্ব পরিচিতির জন্য আপনি আজ এক সম্মানীয় মানুষ। ফোন কল ফ্যাক্স মোবাইল ফোন দ্বারা নতুন কোন সংবাদ আপনার আনন্দবৃদ্ধি করবে। ব্যবসায়ীদের জন্য সুখবর। বিশেষত যারা ভেরি জমি বাড়ি বাস্তু র কাজ করেন। শ্রী গনেশের পূজো আপনার জন্য আজ শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজকের দিনটা তাড়াহুড়ো করা যাবে না। আজকের দিন ধৈর্য প্রদর্শন করতে হবে। আজকের দিনটি সচেতন থাকতে হবে এবং বস্ত্র ব্যবসায়ীরা বড় লগ্নি আজকে করবেন না। সংবাদপত্র মিডিয়া ইউটিউ বারস যারা, তাদের জন্য আজ শুভ শুভ মিশ্রিত দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর পুজো করুন।

তুলা রাশি : সচেতন থাকতে হবে গুপ্ত শত্রু থেকে। প্রতিবেশী স্বজন আত্মীয় সকলেই চাইবে আপনাকে সম্মান প্রদর্শন করতে কিন্তু তার মধ্যেও কোন ছল থাকতে পারে। সচেতন হতে হবে কোন শব্দ বলার আগে একবার সঠিকভাবে ভেবে নিতে হবে। শব্দ চয়ন না করলে আজ কথার দ্বারা শত্রুতা বৃদ্ধি হবে। বস্ত্র ব্যবসায়ী যারা তাদের আজ শুভ দিন। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের জন্য আজ শুভ দিন। সন্তানের যে বিষয়ে সমস্যা ছিল আজ সেটা মিটে যাবে । বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালান এবং হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে প্রবীন সদস্যকে নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। পরিবারের প্রবীণ সদস্যের শরীর ব্যাধি দ্বারা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার দিন। পুরাতন কোন বন্ধু বা বান্ধবীর সহযোগিতা পাবেন। তবে যারা পুলিশ প্রশাসনের কাজ করছেন তাদের সচেতন থাকতে হবে। উর্ধ্বতন কর্মচারী থেকে খুব একটা সম্মান প্রাপ্তি যোগ নেই ।বিদ্যা যোগ শুভ। বিবাহ কল্পে কথা এগোতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে গনেশের পুজো করুন নিশ্চিত শুভ ফল পাবেন।

ধনু রাশি : সমাজে আজ আপনার সম্মান প্রাপ্তির দিন ।প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পুরাতন বান্ধব দারা নিশ্চিতভাবে নতুন কোন সুযোগ বৃদ্ধি হবে। ব্যবসায় যারা বড় লগ্নি করবেন আজ শুভ চিন্তা করুন। পরিবারের প্রবীণ সদস্যরা আপনার সহযোগী আছে। তবে গুপ্ত শত্রু থাকবে সচেতন থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মা লক্ষ্মীর পুজো করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : জল তরল পদার্থ লৌহ কেমিক্যাল এর ব্যবসা যারা করবেন, তাদের আজ শুভ দিন। বাড়ির কোন ভাড়াটিয়া বিষয় দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে। বাড়ি ভাড়া দেওয়ার পূর্বে ভাড়াটিয়া যে মানুষ থাকবেন তার সচিত্র প্রমাণ সংগ্রহ করে তবেই ওই কাজে এগোবেন। জমি বাড়ি বাস্তু বিষয় শুভ হলেও একটু দুশ্চিন্তা থাকবে। বেতনভোগ কর্মচারী যারা তাদের একটু সচেতন থাকতে হবে আজকের দিনটির জন্য বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ একটু সচেতন থাকতে হবে। পুরাতন বান্ধবের বেশে শত্রুর ছলনাময় রূপকে চিনতে পারবেন। বেতনভোগ কর্মী যারা তারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে হারিয়ে যাওয়া কোনো নথিপত্র র বিষয় জবাবদিহি করতে হতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে গণেশের পূজা করুন ভালো হবে।

মীন রাশি : আজ শুভ দিন জল তরল পদার্থ দুধের ব্যবসা যারা করেন তাদের জন্য অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। দু তিন দিনের ছোট ভ্রমণের সম্ভাবনা। তবে জল ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ বিশেষত যারা বাস্তু জমি বাড়ি বিষয় কাজ করেন, তাদের জন্য অতীব। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পঞ্চ প্রদীপ জেলে দেবী দুর্গা মায়ের আরাধনা।

(পন্ডিত প্রবর শ্রী বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস। শ্রী শ্রী নিগমানন্দ সরস্বতি র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION
WEST BENGAL
KRETA SURAKSHA BHAWAN (Ground Floor), 11A, MIRZA GHALIB STREET, KOLKATA-700087
NOTICE

To,
1. M/S. Soumita Construction Pvt. Ltd. (U70109WB2012PTC181992), a company incorporated within the meaning and under the Companies Act, 1956 having its registered office at 186, Rajarhat Road, P.S - Airport, Kolkata - 700157.
2. Mr. Anirban Ghosh, authorised signatory of M/S. Soumita Construction Pvt. Ltd., working for gain at DN 51, Salt Lake Sector V, Merlin Infinite, 6th Floor, Room no. 610, P.S - Salt Lake North/ Bidhan Nagar, Kolkata-700064.
3. Mr. Amitabh Roy, (DIN 0988930) Director of M/S. Soumita Construction Pvt. Ltd., s/o. Mr. Sunil Kumar Roy working for gain at D 302, DC Block, Salt Lake City, P.S- Bidhan Nagar, Kolkata- 700064.
4. Mr. Arnab Dey, Director of M/S. Soumita Construction Pvt. Ltd., (DIN 02675015) working for gain at D 302, DC Block, Salt Lake City, P.S- Bidhan Nagar, Kolkata- 700064.
5. M/S. Fairland Development India Ltd. (Formerly known as Fairland Development Pvt. Ltd.), (CIN U70101BB2006PLC109912) a company incorporated under The Companies Act, 1956, having its registered office at 47, Park Street, Suite No. 9A, First Floor, P.S - Park Street, West Bengal - 700016.
6. Mrs. Ranu Parvin, (DIN 00745762) Director of M/s. Fairland Development India Ltd. working for gain at 47, Park Street, Suite No. 9A, First Floor, P.S - Park Street, West Bengal - 700016.
7. Zeba Parvin, (DINO3006691) Director of M/s. Fairland Development India Ltd. working for gain at 47, Park Street, Suite No. 9A, First Floor, P.S-Park Street, West Bengal - 700016;
8. Chandrayee Bhattacharya, (DIN 03166853) Director of M/s. Fairland Development India Ltd. working for gain at 47, Park Street, Suite No. 9A, First Floor, P.S - Park Street, West Bengal - 700016.

Whereas, **Mr. Jitendra Sharma & Another** have instituted Review Application being No: RA/49 of 2023 in connection with CC/473/2019 against you.

Therefore, you are hereby summoned to appear before the Hon'ble Bench II of this Commission in person or by a pleader or by authorized representative on the **23rd Day of September 2024 at 10:30 O'clock in the forenoon** failing which the case will be heard and considered in your absence.

Given under my hand and seal on behalf of the Commission, this 01st Day of August,2024.

By Order
Sd/- Registrar
State Consumer Disputes Redressal Commission

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION
WEST BENGAL
KRETA SURAKSHA BHAWAN (Ground Floor), 11A, MIRZA GHALIB STREET, KOLKATA-700087
NOTICE

To,
1. M/S. Soumita Construction Pvt. Ltd. (U70109WB2012PTC181992), a company incorporated within the meaning and under the Companies Act, 1956 having its registered office at 186, Rajarhat Road, P.S - Airport, Kolkata - 700157.
2. Mr. Anirban Ghosh, authorised signatory of M/S. Soumita Construction Pvt. Ltd., working for gain at DN 51, Salt Lake Sector V, Merlin Infinite, 6th Floor, Room no. 610, P.S - Salt Lake North/ Bidhan Nagar, Kolkata-700064.
3. Mr. Amitabh Roy, (DIN 0988930) Director of M/S. Soumita Construction Pvt. Ltd., s/o. Mr. Sunil Kumar Roy working for gain at D 302, DC Block, Salt Lake City, P.S- Bidhan Nagar, Kolkata- 700064.
4. Mr. Arnab Dey, Director of M/S. Soumita Construction Pvt. Ltd., (DIN 02675015) working for gain at D 302, DC Block, Salt Lake City, P.S- Bidhan Nagar, Kolkata- 700064.
5. M/S. Fairland Development India Ltd. (Formerly known as Fairland Development Pvt. Ltd.), (CIN U70101BB2006PLC109912) a company incorporated under The Companies Act, 1956, having its registered office at 47, Park Street, Suite No. 9A, First Floor, P.S - Park Street, West Bengal - 700016.
6. Mrs. Ranu Parvin, (DIN 00745762) Director of M/s. Fairland Development India Ltd. working for gain at 47, Park Street, Suite No. 9A, First Floor, P.S - Park Street, West Bengal - 700016.
7. Zeba Parvin, (DINO3006691) Director of M/s. Fairland Development India Ltd. working for gain at 47, Park Street, Suite No. 9A, First Floor, P.S-Park Street, West Bengal - 700016.
8. Chandrayee Bhattacharya, (DIN 03166853) Director of M/s. Fairland Development India Ltd. working for gain at 47, Park Street, Suite No. 9A, First Floor, P.S - Park Street, West Bengal - 700016.

Whereas, **Mr. Neeraj Kumar Sharma & Another** have instituted Review Application being No: RA/48 of 2023 in connection with CC/472/2019 against you.

Therefore, you are hereby summoned to appear before the Hon'ble Bench II of this Commission in person or by a pleader or by authorized representative on the **23rd Day of September 2024 at 10:30 O'clock in the forenoon** failing which the case will be heard and considered in your absence.

Given under my hand and seal on behalf of the Commission, this 01st Day of August,2024.

By Order
Sd/- Registrar
State Consumer Disputes Redressal Commission

রাজ্যজুড়ে তিলোত্তমা প্রতিবাদের মধ্যেই প্রকাশিত বেলুড় মঠে দেবী পূজার নির্ঘণ্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যজুড়ে আরজি কর হাসপাতালে হওয়া নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে আন্দোলন ও প্রতিবাদের ঢেউ উঠেছে, সেই পরিস্থিতির মধ্যেই রবিবার হাওড়ার বেলুড় মঠ থেকে ২০২৪ সালের দুর্গাপূজা নির্ঘণ্ট প্রকাশ করা হল। প্রতি বছরের মতো নিষ্ঠা ও ভক্তি সহকারে বৈদিক প্রথা মেনে দুর্গাপুজো ও কুমারী পুজো অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে বেলুড় মঠে। পাশাপাশি প্রথা অনুসারে জন্মাষ্টমীর পূর্ণ তিথিতে বেলুড় মঠে কাঠামো পুজো মধ্যে দিয়ে সূচনা হয়েছে শারদ উৎসবের। বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠার পর থেকে নীরবচ্ছিন্নভাবে পালিত হয়ে এসেছে দেবী দুর্গার আরাধনা ও কুমারী পুজোর মতো বিশেষ অনুষ্ঠান। এই বছর ভক্তদের জন্য বেলুড় মঠ প্রকাশ করল দুর্গাপূজার নির্ঘণ্ট। পাশাপাশি এই বছরও দুর্গাপুজো উপলক্ষে প্রতি বছরের মতোই প্রতিমা মণ্ডপ নির্মাণ করা হচ্ছে বলেই জানা গিয়েছে বেলুড় মঠ সূত্রে। মঠের তরফ থেকে জানানো হয়েছে আগামী ২৪, ২৫ ও ২৬ আশ্বিন ১৪৩১ (১০, ১১ ও ১২ অক্টোবর ২০২৪; বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও শনিবার) বেলুড় মঠে দুর্গাপূজা বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে অনুষ্ঠিত হবে। ২৪ আশ্বিন অর্থাৎ ১০ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, মহাসপ্তমীর ভোর ৫ টা ৩০ মিনিটে পূজারম্ভ করা হবে। ২৫ আশ্বিন অর্থাৎ ১১ অক্টোবর, শুক্রবার, মহাষ্টমীর ভোর ৫ টা ৩০ মিনিটে পূজারম্ভ হবে। ও দিনই সকাল ৯ টায় কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হবে। এরপর বেলা ১১ টা ৪৩ মিনিট, ১২ টা ৩১ মিনিট অবধি সন্ধিপূজা অনুষ্ঠিত হবে। ২৬ আশ্বিন অর্থাৎ ১২ অক্টোবর, শনিবার মহানবমীর ভোর ৫ টা ৩০ মিনিটে পূজারম্ভ করা হবে। এরপর ওইদিনই সকাল ৯ টা ৪৫ মিনিটে হোম অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হবে। এই তিনদিন আগত ভক্ত ও দর্শকরা দেবী ভোগারতির পর পুষ্পাঞ্জলি দিতে পারবেন। এছাড়াও ওই তিনদিন ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের আরতির পর সন্ধ্যারতি সম্পন্ন করা হবে। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য সকলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বেলুড় মঠের পক্ষ থেকে। পাশাপাশি ভক্তদের থেকে ইমেল আইডিও চাওয়া হয়েছে। এছাড়াও প্রণামি পাঠানোর জন্য দাতার নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর সহ প্যান কার্ড, আধার কার্ড অথবা ভোটার কার্ডের যেকোনও একটি নম্বর পাঠাতে হবে বলেই জানানো হয়েছে। চেক অথবা ডিমান্ড ড্রাফ পাঠানো হলে তাতে অবশ্যই 'রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠ' কথাটি উল্লেখ রাখতে হবে। ডাক, রেজিস্টার পোস্ট বা কুরিয়ার কোম্পানির মাধ্যমে পাঠানো চিঠির সঙ্গে অর্থ না পাঠানোর অনুরোধ জানান হয়েছে মঠের পক্ষ থেকে। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য সম্পূর্ণ নাম, ঠিকানা, পিন কোড সহ ফোন বা মোবাইল নম্বর উল্লেখ করতে বলা হয়েছে। এছাড়া ডাক বিভাগের ই এম ও পদ্ধতিতে অর্থ পাঠালে তা কি ধরণের প্রনামির উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে তা পে ইন স্লিপ ফর্মে স্বাক্ষরকারী ব্যক্তির স্বাক্ষর করার উপরে স্থানে বিস্তারিত লিখে জানানোর অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়াও অনলাইনে প্রনামি পাঠানোর জন্য রয়েছে https-//donations.burmath.org সকলকে দুর্গাপূজা ও মাতৃ প্রতিমা দেখতে আসার সবান্ধব নিমন্ত্রণ জানিয়েছে বেলুড় মঠ।

অনুমতি ছাড়া রাস্তা নির্মাণের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াল আদিবাসী সম্প্রদায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, রাণীগঞ্জ: অবৈধভাবে গাছ কাটা এবং গাছ কেটে অনুমতি ছাড়া রাস্তা নির্মাণের বিরুদ্ধে এবার রুখে দাড়াল আদিবাসী সম্প্রদায়। রাণীগঞ্জের তিরাট গ্রামের ডামালিয়া দুর্বল সেতুর কাছে অনুমতি ছাড়া রাস্তা নির্মাণের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াল আদিবাসী মিলন গাঁওতা। এই বিষয়ে রাণীগঞ্জ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তরে আবেদন জানায় এলাকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকজন। তাদের অনুরোধ এই এলাকায় নির্বিচারে গাছ কাটা হচ্ছে যাতে অবৈধভাবে রাস্তা তৈরি করা যায়, এটি অবিলম্বে বন্ধ করা হোক। আদিবাসী মিলন গাঁওতার সভাপতি মন্টু সরেন বলেন, এখানকার মানুষের কল্যাণে এই সড়ক নির্মাণের প্রয়োজন নেই। এলাকায় ইতিমধ্যে দুটি রাস্তা রয়েছে, যা এখানকার মানুষ তাদের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করে। তিনি বলেন, যেভাবে অবৈধভাবে গাছ কাটা হচ্ছে তাতে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগছে। কারণ আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকেরা সবসময় প্রাকৃতিক সম্পদকে দেবতা মনে করে পূজা করে আসছে।

খরা কাটিয়ে ধানের চারা রোপনে উন্নতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলতি মাসে পর্যাপ্ত বৃষ্টি হওয়ায় রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ৩৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে ধানের চারা রোপন করা সম্ভব হয়েছে। আগামী মঙ্গলবার এর মধ্যে তা বেড়ে ৪১ লক্ষ হেক্টর জমিতে করা যাবে বলে কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে শেষ বার ২০২১-২২ অর্থবছরে এই পরিমাণ জমিতে ধানের চারা রোপন করা সম্ভব হয়েছিল। এদিকে আগামী খরিফ মরশুমে চাষের জন্য সারের জোগান নিয়মিত রাখতে কি পদক্ষেপ নেওয়া যায় তা নিয়ে কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় আগামী মঙ্গলবার নবান্নে দপ্তরের সচিব ওঙ্কার সিং মিনা, জেলা কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক এবং বিভিন্ন সার উৎপাদনকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন বলে জানা গিয়েছে।

৯১৭টি পেঁয়াজ গোলা তৈরির সিদ্ধান্ত রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভিন রাজ্যের উপরে পেঁয়াজের নির্ভরতা কমিয়ে রাজ্যে উৎপাদিত পেঁয়াজ মজুদ করার জন্য রাজ্য সরকার আরও ৯১৭টি পেঁয়াজ গোলা তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া, দুই ২৪ পরগনা, মালদার মত দশটি জেলায় এই গোলাগুলি তৈরীর জন্য ইতিমধ্যেই সাড়ে সাতশো টি আবেদন জমা পড়েছে বলে কৃষি বিপণন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। জেলা স্তরে সংশ্লিষ্ট কমিটি ইতিমধ্যে ৪০০ টি গোলা তৈরির ছাড়পত্র দিয়েছে। আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে গোলাগুলি তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এই জন্য উদ্যোগীদের বিশেষ অনুদান দিতে রাজ্য সরকার ৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। উল্লেখ্য রাজ্যে বর্তমানে প্রতিটি ছয় থেকে নয় ম্যাট্রিক টন মজুদ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রায় ৪ হাজার পেঁয়াজ গোলা রয়েছে।

নির্বাচনে কমলাকে কুপোকাত করতে ট্রাম্পের হাতিয়ার 'মোদির বন্ধু' তুলসী

ওয়াশিংটন, ১৮ অগস্ট: ডেস্ক আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে সরগরম আমেরিকা। জোর কদমে চলছে ভোট প্রচার। এবার লড়াই ডেমোক্রেটিক প্রার্থী কমলা হ্যারিসের সঙ্গে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের। ইতিমধ্যেই কয়েকটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে ট্রাম্পকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভুত কমলা। নির্বাচনে তাঁকে কুপোকাত করতে রিপাবলিকান নেতার হাতিয়ার এবার 'মোদির বন্ধু' তুলসী গাবার্ড।

আমেরিকায় নির্বাচনের দামামা বাজতেই ডেমোক্রেটদের প্রার্থী হিসাবে একপ্রকার নিশ্চিত ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ফলে তাঁর সঙ্গে 'প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেটে' অংশ নিয়েছিলেন ট্রাম্প। সেখানে রিপাবলিকান নেতার কাছে বেকায়দায় পড়েন বাইডেন। তার পর নানা বিতর্ক, জল্পনার পর ভোটের লড়াই থেকে সরে দাঁড়ান বাইডেন। এবার প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেটে ট্রাম্প মুখোমুখি দাঁড়াবেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলার সামনে। সংবাদ সংস্থা এএনআই সূত্রে খবর, আগামী ১০ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেটে অনুষ্ঠিত হবে এবিসি নিউজের স্টুডিওতে। সেখানে কমলাকে বিপাকে ফেলতে তুলসী গাবার্ডের সাহায্য নিচ্ছেন ট্রাম্প।

জানা গিয়েছে, ট্রাম্পের বাড়িতে রীতিমত মহড়া চলছে। প্র্যাকটিস সেশনে রিপাবলিকান নেতার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন তুলসী। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ট্রাম্পের এক মুখপাত্র ক্যারোলিন লিভিট। সংবাদমাধ্যমে তিনি জানিয়েছেন, ডিবেটের জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্পের কোনও প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই। তবে তিনি তুলসি গ্যাবার্ডের মতো নীতি উপদেষ্টাদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাবেন। ২০২০ সালের এক ডিবেটের মঞ্চে কমলা হ্যারিসকে জোর টক্কর দিয়েছিলেন তুলসী গাবার্ড।দ ফলে কীভাবে কথার প্যাঁচে কমলাকে তর্কে ধরাশায়ী করা যায়, সেনিয়ে ট্রাম্পকে উপদেশ দিচ্ছেন তুলসী।

কিন্তু এখন প্রশ্ন কে এই তুলসী গাবার্ড? এক সময়ে ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতেই ছিলেন তুলসী। ২০২০ সালে জো বাইডেনের সঙ্গে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদের দৌড়ে শামিল হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে যান তুলসী। তার পর বাইডেন সরকার ও দলীয় সহকর্মীদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তোলেন তিনি। তাঁর দাবি ছিল, বর্তমান সরকার প্রতিটি ইস্যুতে বর্ণ বিচার করে কাজ করে। শ্বেতাঙ্গ-বিরোধী প্রতিবাদ, বিক্ষোভকে ইন্ধন জোগায়। ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে 'যুদ্ধবাজ ও বর্ণবিদ্বেষী' বলেও তোপ দেগেছিলেন। এদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গেও তুলসীর পরিচয় বহুদিনের। মোদির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের ছবি হাতিয়ার করে দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তুলে আমেরিকার একটি মহল ও বেশ কিছু সংবাদপত্র তুলসীকে 'হিন্দু জাতীয়তাবাদী' বলে কটাক্ষ করে।

বিশ্লেষকদের মতে, প্রথমে ১০ সেপ্টেম্বরের ডিবেটে অংশ নিতে চাইছিলেন না ট্রাম্প। অনেকেই বলছিলেন কমলার সামনে দাঁড়াতে নাকি ভয় পাচ্ছেন তিনি।

আইএসআই-এ শুরু স্নাতক স্তরে ব্যাচেলর অফ স্ট্যাটিসটিক্যাল ডেটা সায়েন্স কোর্স

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইন্ডিয়ান স্ট্যাসিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটে শুরু হল স্নাতক স্তরে ব্যাচেলর অফ স্ট্যাটিসটিক্যাল ডেটা সায়েন্স কোর্স। নয়া শিক্ষানীতির পরিকাঠামোর ওপর ভিত্তি করেই তৈরি করা হয়েছে এই কোর্স, এমনটাই জানানো হয়েছে ইন্ডিয়ান স্ট্যাসিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের তরফে।

এই কর্মসূচির সূচনা হয় সোমবার ১২ অগাস্ট কলকাতা, দিল্লি ও বেঙ্গালুরুতে একযোগে হাইব্রিড মোডে। এই অনুষ্ঠানে আইএসআই স্যোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক শঙ্কর কুমার পাল প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এছাড়াও এই প্রদীপ প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠানে ছিলেন আইএসআই-এর চেয়ারম্যান ডঃ প্রণব সেন, আইএসআই-এর অধিকর্তা অধ্যাপক সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, উপঅধিকর্তা প্রফেসর দীপ্তি মুখোপাধ্যায়, ডিন অফ স্টুডেন্টস অধ্যাপক গোপাল কুমার বসাক, আইএসআই-এর অধ্যাপক এবং দিল্লি সেন্টারের প্রধান অন্তর বন্দ্যোপাধ্যায়, আইএসআই ব্যাঙ্গালোরের প্রধান অধ্যাপক বি এস দয়াসাগর। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য ফ্যাকাল্টি মেম্বার থেকে স্টাফেরাও।

কনজিউমার আওয়ারনেস কনক্লেভ ও লিডারশিপ অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এডিএসডি প্রাইভেট লিমিটেড, মিডিয়া ট্রেনিং, ইকো লিভিং-সহ নানান বৈচিত্র্যময় সেক্টরে একটি গতিশীল কর্পোরেট সংস্থা। এডিএসডি-র পক্ষে সংস্থার কর্ণধার দীপ মজুমদার ও শুভেচ্ছা ঘোষ কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে এই অনুষ্ঠান আয়োজনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিশদে জানান।

ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে সমন্বয় ও পণ্যের মান সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই এই কনক্লেভ আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও যে সমস্ত সংস্থা, সংগঠন ও ব্যবসায়ীরা সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে চলেছেন তাঁদেরকে সম্মান জানাতে প্রদান করা হবে লিডারশিপ অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড ২০২৪ । এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে অতিথি হিসেবে ছিলেন অর্থনীতিবিদ শ্রীকুমার ব্যানার্জী। আয়োজক সংস্থার পক্ষে ছিলেন অনিকা সেন সুস্মিতা ভট্টাচার্য, সব্যসাচী জানা এবং দেবজিৎ সরকার।

বিচার চাইছে ক্ষোভের ঢেউ

প্রথম পাতার পর

পুলিশের তাড়া খেয়ে রাস্তা থেকে অনেক বিক্ষোভকারী ফুটপাথে উঠে পড়েছিলেন। তাঁদের সেখান থেকেও সরিয়ে দেয় পুলিশ। বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বেঙ্গল কেমিক্যালের দিকে। তিন প্রধানের সমর্থকদের উপস্থিতিতে ফের বেঙ্গল কেমিক্যালের দিক থেকে যুবভারতীর দিকে মিছিল শুরু হয়। সমর্থকের সংখ্যা যেমন বাড়ছে, তেমনই বাড়ছে পুলিশের সংখ্যাও। দুই প্রধানের বেশ কিছু সমর্থককে আটক করে পুলিশ। একটি গাড়ি বেরিয়ে গেলেও, অপর গাড়িটি বার হতে পারেনি।

পুলিশের গাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান দু'দলের সমর্থকরা। শেষ পর্যন্ত আটক সমর্থকদের ছাড়িয়ে নেন বিক্ষোভকারীরা। উল্টোডাঙা, কৈখালি, রুবি মোড়ে অনেক বিক্ষোভকারীকে আটকে দেয় পুলিশ। সেখানেও শুরু হয় প্রতিবাদ।

অন্যদিকে, আরজি কর-কাণ্ডে বিচার চেয়ে পথে নামেন রাজ্যের জুনিয়র চিকিদের একাংশ। রবিবার দুপুরে কলেজ স্কোয়্যার থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত মিছিলের ডাক দিয়েছিল 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট'। বৃষ্টির জন্য নির্ধারিত সময়ের কিছুটা পরেই মিছিল শুরু হতেই ছাতা হাতে জুনিয়র চিকিৎসকদের সঙ্গে মিছিলে সামিল হন স্থানীয় মানুষরাও। মিছিলে যোগ দেন আরজি করের প্রতিবাদী চিকিৎসকরাও। বিকেলে মিছিল শ্যামবাজারে পৌঁছতেই অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এলাকা।

মিছিল থেকে বার বার স্লোগান ওঠে, 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস', 'আমরা বিচার চাই'। মিছিলের অগ্রভাগে থাকা ব্যানারে লেখা ছিল 'আমার দিদির ন্যায়বিচার, ছিনিয়ে নিতে শ্যামবাজার'।

তৃণমূলের তরফে ধর্না প্রদর্শন কর্মসূচি: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃনমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যে মহিলা ডাক্তারকে ধর্ষণ ও খুন করা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে তৃণমূলের তরফে ধর্না প্রদর্শন কর্মসূচির আয়োজন করা হয় জামুরিয়া বিধানসভার জামুরিয়া ব্লক ২ এর খাস কেন্দা এলাকায়।

এই ধর্না মঞ্চ থেকে জামুরিয়ার বিধায়ক হরে রাম সিং বলেন, আর জি কর হাসপাতালের ন্যক্কারজনক এবং ঘৃণ্যতম ঘটনার সঙ্গে জড়িত দোষীদের ফাঁসির দাবিতে এবং মা-বোনেদের সম্মান রক্ষার্থে জামুরিয়া ব্লক ২ তৃনমূল কংগ্রেসের তরফে ধরনা প্রদর্শন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পুলিশ প্রশাসন কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সংঘটিত বেদনাদায়ক হত্যার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে এবং ইতিমধ্যেই একজন অভিযুক্তকেও গ্রেপ্তার করাও হয়েছে । কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি ও বামপন্থীরা যেভাবে শকুনের রাজনীতি করছে, তাদের শুধু একটি মৃতদেহ দরকার ছিল যা দিয়ে তারা রাজনীতি করতে পারে ।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৯ অগস্ট ২০২৪ ২ ভাদ্র ১৪৩১ সোমবার

নগরপাল এবং সন্দীপ ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদ করুক সিবিআই, বিস্ফোরক সুখেন্দু শেখর

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'কলকাতার নগরপাল এবং সন্দীপ ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদ করুক সিবিআই। কে আত্মহত্যার কথা বলেছিল পরিবারকে।' এক্স হ্যান্ডেলে এমনই পোস্ট করতে দেখা গেল তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দু শেখর রায়কে। প্রসঙ্গত, আরজি কর কাণ্ডে যখন ফুঁসছে গোটা দেশ তখন শুরুতেই কঠোর আইন প্রণয়নের দাবিতে সরব হতে দেখা যায় সুখেন্দু শেখরকে। এমনকি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠিও দিয়েছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। শীতকালীন অধিবেশনে যাতে এ নিয়ে বিল পাশ হয় সে কথাও উল্লেখ করেছিলেন বলে খবর মিলেছিল। এর পাশাপাশি এবার সুর চড়ালেন আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে। একইসঙ্গে প্রশ্ন তুললেন, কলকাতার নগরপাল বিনীত গোয়েলের ভূমিকা নিয়েও। এর পাশাপাশি সুখেন্দুর দাবি, স্বচ্ছভাবে সবটা সামনে আনুক সিবিআই। কেন হাসপাতালের ভিতরে ভাঙাভাঙি হয়েছিল, কেন তিন দিন পর স্নিফার ডগ আনা হয়েছিল সেই প্রশ্নও করেন তিনি।

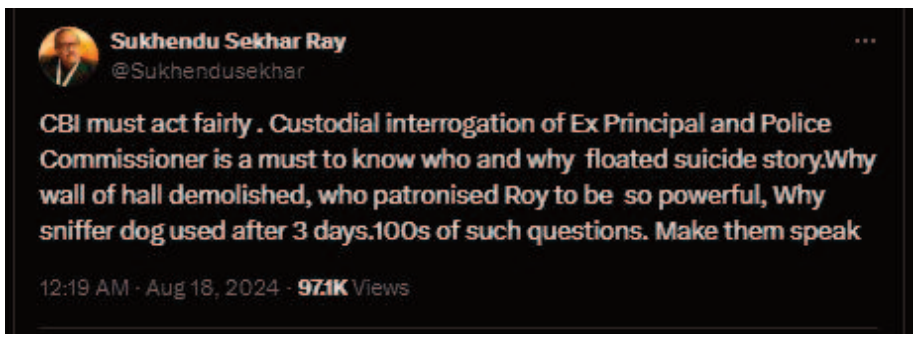

লেখেন, 'এরকম শতাধিক প্রশ্ন রয়েছে। যেগুলির উত্তর চাই। তাঁদের বলতে বলুন এবার।'

প্রসঙ্গত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবিবারের ডেডলাইন শেষ হওয়ার আগে কলকাতা পুলিশের কাছ থেকে তদন্তভার চলে গিয়েছে সিবিআইয়ের কাছে। ইতিমধ্যেই সন্দীপ ঘোষকে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদও করেন সিবিআই আধিকারিকেরা। তাঁর কাছ থেকে উঠে আসা নানা সূত্র ধরে চলছে তদন্ত। এদিকে ঘটনার পর পুলিশের ভূমিকা নিয়ে লাগাতার প্রশ্ন উঠলেও নিজের অবস্থান থেকে একবিন্দুও সরতে দেখা যায়নি বিনীত গোয়েলকে। বারবার স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, পুলিশ ঠিক পথেই তদন্ত করেছে। এমনকি খানিক রাগান্বিত হয়েই বলতে দেখা যায়, তাঁরা কাউকে লুকাচ্ছেন না। স্বচ্ছভাবেই তদন্ত করার চেষ্টা করেছেন। এখন তাঁরা সিবিআইকে সহযোগিতা করতে সদা প্রস্তুত। কলকাতা পুলিশ যে ঠিক ট্র্যাকে রয়েছে সেই দরাজ সার্টিফিকেট দিয়েছেন খোদ পুলিশমন্ত্রী নিজেও। এমতাবস্থায় সুখেন্দুর খোঁচা দলের অস্বস্তি বেশ খানিকটা বাড়াবে বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের একটা বড় অংশের। তবে সন্দীপকে সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ করলেও এখনও ডাক পড়েনি বিনীত গোয়েলের।

এদিকে, কলকাতার নগরপাল ইস্যুতে সুখেন্দু শেখরের বিপরীতে মুখ খুললেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। নগরপালের প্রশংসায় পঞ্চমুখ তৃণমূল কুণাল ঘোষ। একইসঙ্গে কুণাল এও জানান, সুখেন্দু শেখর রায়ের সিপি কেন্দ্রীক দাবি দুর্ভাগ্যজনক। কলকাতা পুলিশ কমিশনার তাঁর সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন। তদন্ত ইতিবাচক পথেই কলকাতা পুলিশ কমিশনার করছেন বলে দাবি কুণাল ঘোষের। তবে সুখেন্দু শেখর সন্দীপ ঘোষের ভূমিকা নিয়ে যে দাবি করেছেন তা নিয়ে কুণাল অবশ্য কিছু লেখেনি এই পোস্টে। তবে কি সন্দীপ ঘোষের বিষয়ে সুখেন্দু শেখর রায়কে সমর্থন করলেন কুণাল, একইসঙ্গে উঠছে সে প্রশ্নও।

এরইমধ্যে আবার সুখেন্দুর পোস্টকে হাতিয়ার করে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখছেন, 'তৃণমূল এমনকি আপনার নিজের সাংসদও স্বীকার করেছেন। সন্দীপ ঘোষ এবং সিপি বিনীত গোয়েল একজন মহিলা ডাক্তারের ভয়ঙ্কর ধর্ষণ এবং হত্যার চেয়েও বেশি কিছুতে জড়িত। পার্টির সদস্যরাও এখন এ নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন।'

সঞ্জয় ঘনিষ্ঠ এএসআইয়ের বয়ান রেকর্ড সিবিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করকাণ্ডে অভিযুক্ত সঞ্জয় রায় ঘনিষ্ঠ এক এএসআই-এর বয়ান রেকর্ড করল সিবিআই। সূত্রের খবর, ফোর্থ ব্যাটেলিয়নে ওই পুলিশ কর্মীর ঘরেই থাকতেন সঞ্জয়। ঘটনার আগে ও পরে সঞ্জয়ের গতিবিধি ও বডি ল্যাঙ্গোয়েজ জানতেই ওই পুলিশকর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই।

একইসঙ্গে এ প্রশ্নও উঠেছে, কীভাবে একজন সিভিক হয়ে ব্যাটেলিয়নের ব্যারাকে থাকার অনুমতি পেয়েছিলেন সঞ্জয় তা নিয়েও। এ ব্যাপারেও খোঁজ নিয়েছে সিবিআই। কেন ওই পুলিশ কর্মী অভিযুক্তকে ঘরে থাকতে দিয়েছিলেন তাও জানতে চাইছে সিবিআই। ঘটনার আগে ও পরে সঞ্জয়ের সঙ্গে ওই পুলিশ কর্মীর সাক্ষাৎ নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। সেক্ষেত্রে দুজনের ফোনে কথা হয়েছিল কিনা, কল ডিটেলস রেকর্ড থেকে তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এদিকে, আরজি কর কাণ্ডে জুনিয়র চিকিৎসককে খুন এবং ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত সঞ্জয়ের মনস্তত্ব পরীক্ষা করতে দিল্লি থেকে

কলকাতায় সিবিআইয়ের বিশেষ দল। চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের অভিযোগে সঞ্জয় ছাড়াও, আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে টানা জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে সিবিআইয়ের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে নির্যাতিতার সহকর্মী, সেই দিন দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তারক্ষীদেরও। ঘটনার তদন্ত করতে শনিবার সঞ্জয়কে নিয়ে তার নিজের বাড়ি এবং পুলিশের ব্যারাকেও গিয়েছিল সিবিআই।

প্রসঙ্গত, আরজি কর হাসপাতালে জুনিয়র চিকিৎসককে খুন এবং ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। ঘটনার এক দিনের মধ্যেই গ্রেফতার হয় আরজি কর কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত। আরজি করের নির্যাতিতার ময়নাতদন্তের রিপোর্টে স্পষ্ট ছিল যে, নৃশংস ভাবে খুন করা হয়েছে জুনিয়র চিকিৎসককে। তাই সঞ্জয়ের কোনও মানসিক বিকৃতি আছে কি না তাও মনস্তত্ত্ববিদরা খুঁজে বার করতে পারেন বলে মত বিশষজ্ঞদের।

পাওয়ার ডমিনেশন চলছে, মনে করছেন বুদ্ধিজীবীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার সকাল থেকেই পুলিশি তৎপরতা ছিল আরজি করের সামনে। অন্যদিনের তুলনায় পুলিশের সংখ্যা অনেকটাই বেশি ছিল এদিন। কারণ, শনিবার আরজি কর হাসপাতালের সামনে ১৬৩ ধারা জারি করেছে পুলিশ। প্রসঙ্গত, বিগত কয়েকদিনে আরজি করের সামনে হয়েছে একাধিক জমায়েত। চলেছে মোমাবাতি মিছিল, ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন পড়ুয়ারা। এরইমধ্যে স্বাধীনতা দিবসে রাত দখলের রাতে বেনজির আক্রমণের ছবি দেখা গিয়েছিল আরজি করে। তারপর থেকেই একেবারে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তার ঘেরাটোপে মুড়ে ফেলা হয়েছে আরজি করকে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারনা, পুলিশ চাইছে আর কোনওরকম আন্দোলন যেন আরজি করের সামনে গড়ে না ওঠে। সে কারণেই জারি ১৬৩ ধারা।

শুধুমাত্র যে আরজি কর হাসপাতাল চত্বর এমনটা নয়। আরজি কর হাসপাতালের পাশে শ্যামবাজার মোড়, বেলগাছিয়ার একাধিক রাস্তায় জারি ১৬৩ ধারা। এই সমস্ত জায়গায় মিটিং, মিছিল, জমায়েতে থাকছে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা। পুলিশি নির্দেশ অমান্য করলে নেওয়া হতে পারে আইনানুগ ব্যবস্থা। সে কারণেই বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরজি করের সামনে পুলিশের সংখ্যা আরও বেড়ে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। সাতদিন আরজি কর সংলগ্ন এলাকায় জমায়েত বেআইনি। উল্টোডাঙা, শ্যামপুকুর, টালা থানার কিছু রাস্তায় নিষেধাজ্ঞা। শ্যামবাজার ক্রসিং থেকে বেলগাছিয়া রোডে প্রতিবাদ নিষিদ্ধ। ৫ জনের বেশি জমায়েত করা যাবে না। হাতে নেওয়া যাবে না লাঠি। শান্তি রক্ষার্থেই এই পদক্ষেপ বলে জানানো হচ্ছে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে।

এদিকে পুলিশের এই নির্দেশে ক্ষোভে ফুঁসছেন বুদ্ধিজীবীরা। অভিনেতা ও নাট্যকর্মী নীল জানান, 'পাওয়ার ডমিনেশন চলছে। এরও প্রতিবাদ করা উচিত। দরকার পড়লে আবার মিছিল করব।' চাপানউতোর চলছে রাজনৈতিক মহলেও। বিকাশ ভট্টাচার্য বলছেন, 'কোনও আন্দোলনকে ওরা মেনে নিতে পারছেন না। ডার্বিও তো বন্ধ করে দিয়েছে। কলকাতা পুলিশ তার ব্যর্থতা স্বীকার করে নিচ্ছে। পুলিশমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত।'

অবরোধের জেরে শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় ৩৬টি লোকাল বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবরোধের জেরে শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় ৩৬টি লোকাল বাতিল করল পূর্ব রেল। রবিবার সকালেই শিয়ালদা-বারুইপুর শাখায় তৈরি হয়েছিল চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। প্রথমে ট্রেন বাতিল। এরপর ভিড়ে ঠাসা লোকাল থেকে পড়ে যান এক মহিলা। দুই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে ওঠে বারুইপুর সহ আশপাশের এলাকা। তুমুল বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায় সুভাষগ্রামে। সকাল সাড়ে সাতটা থেকে লাগাতার অবরোধের জেরে একেবার পর এক ট্রেন বাতিল হয়ে যায়। বারুইপুর, লক্ষীকান্তপুর, ডায়মন্ড হারবার, নামখানা, কাকদ্বীপ লাইনেও ট্রেন চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত সাড়ে এগারোটা নাগাদ জিআরপি আধিকারিকদের আশ্বাসে ট্রেন অবরোধ উঠে যায় সুভাষগ্রাম স্টেশন থেকে।

এদিকে এদিন ইতিমধ্যেই বিজ্ঞাপ্তি দিয়ে পূর্ব রেলের তরফ থেকে জানানো হয় ট্রেন চলাচলে সবথেকে বেশি সমস্যা হয়েছে সুভাষগ্রাম, সোনাপুর-বারুইপুর শাখা, শিয়ালদা শাখায়। তার ফলে শিয়ালদা-লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনে আপ ও ডাউন লাইনে দাঁড়িয়ে যায় ট্রেন। একইসঙ্গে শিয়ালদা-ডায়মন্ড হারবার সেকশন ও শিয়ালদা-বারুইপুর সেকশনে আপ-ডাউন শাখায় দাঁড়িয়ে যায় ট্রেন।

শিয়ালদা-বারুইপুর শাখায় বাতিল হয়েছে ডাউন ৩৪৬২২, ৩৪৬১২, ৩৪৬১৪ লোকাল। আপ শাখায় বাতিল হয় ৩৪৬১১, ৩৪৬১৩ লোকাল। শিয়ালদা-লক্ষ্মীকান্তপুর শাখায় বাতিল হয়েছে ডাউন ৩৪৭২২ লোকাল। শিয়ালদা-সোনাপুর শাখায় বাতিল ডাউন ৩৪৪১৪ লোকাল। শিয়ালদা-ক্যানিং শাখায় বাতিল ডাউন ৩৪৫১২ লোকাল। আপ ৩৪৫১৯ লোকাল। শিয়ালদা-বজবজ শাখায় বাতিল ডাউন ৩৪১১৬ লোকাল, আপ ৩৪১১৫ লোকাল।

বিচার চেয়ে পথে নামলেন শ্যামনগরের ক্রীড়াপ্রেমীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আরজি কর কাণ্ডের রেশ এবার আছড়ে পড়লো ক্রীড়ামহলেও। রবিবার বিকেলে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের সামনে ময়দানের দুই প্রধান দল ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান সমর্থকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এবার প্রতিবাদের ঢেউ আছড়ে পড়লো শহরতলির ক্রীড়ামহলে। এদিন শ্যামনগর ব্যায়াম সমিতি ক্লাবের কাছ থেকে ক্রীড়া প্রেমীরা প্রতিবাদী মিছিল শুরু করেন। সেই মিছিল সরকার সুইটস মোড় হয়ে বাসুদেবপুর রোড ধরে শরৎপল্লী স্ট্যাচু মোড় অতিক্রম করে ফিডার রোড ধরে তেরঙ্গী মোড়ে শেষ হয়। মিছিলে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সমর্থকরা নিজেদের প্রিয় দলের জার্সি পরে বিচারের দাবিতে পথে

নেমেছিলেন। মিছিল থেকে যেমন ডার্বি বাতিলের প্রতিবাদ জানানো হল। তেমনি আর জি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর সঠিক বিচারের দাবিও তুললেন ক্রীড়াপ্রেমীরা। মিছিলে যোগ দিয়ে মোহনবাগান সমর্থক বিশ্বরূপ গাঙ্গুলি ও ইস্টবেঙ্গল সমর্থক দেবজ্যোতি চৌধুরী বলেন, 'খেলার মাঠে রেষারেষি থাকে। মাঠের বাইরে ফুটবল বাঁচাতে আমরা ভাই ভাই।' তাঁদের বক্তব্য, ডার্বি বাতিল করে দেওয়া ঠিক হয়নি। সেইসঙ্গে আরজি করে নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদও করছেন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে।

আর একটা আরজি কর হলে গণধোলাই দিতে হবে: মদন

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'আর একটা আরজি কর হলে ধোলাই হবে। পেটাই হবে।' আরজি করের প্রতিবাদ মিছিলে বেরিয়ে এ ভাষাতেই স্লোগান দিতে দেখা গেল মদন মিত্রকে। আরজি করে চিকিৎসক তরুণীর ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডে বিচার চেয়ে সরব হলেন কামারহাটির বিধায়ক। তবে একইসঙ্গে বিস্ফোরক অভিযোগও তোলেন বিরোধী শিবিরের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি স্পষ্ট ভাষায় জানান, 'রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে বাম-বিজেপি।' সঙ্গে স্লোগানের ঢংয়ে হুঁশিয়ারি বার্তা, 'সিপিএম-বিজেপি জেনে রাখো আর একটা আরজি কর হলে ধোলাই হবে পেটাই হবে। সিপিএম-বিজেপির দুষ্কৃতীদের গণধোলাই দিতে হবে।'

পাল্টা আক্রমণের রাস্তায় হেঁটেছে বিজেপিও। খোঁচা দিয়ে

বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'বলার জন্য বাম-বিজেপির কথা বলছেন। আসলে উনি নিজের দলের বিরুদ্ধেই বলছেন। মদন মিত্র কোনও ছোট প্লেয়ার নয়। কলেজ জীবন থেকে রাজনীতি করছেন। দলের জন্ম লগ্ন থেকে মমতার সঙ্গে আছেন। উনি সমাজবিরোধীদের চেনেন। ওরা মদন মিত্রকে চেনে। সুতরাং কে অপারেট করতে পারে কে লোক আনতে পারে তা তিনি জানেন। তাই আরজি করে কে ভাঙচুর করেছিল সবটাই উনি জানেন। জানেন বলেই মিছিল বের করেছেন। তা করেই তৃণমূলকে বার্তা দিতে শুরু করেছেন।'

প্রসঙ্গত, দিন যত যাচ্ছে ততই আরজি করকাণ্ডে আরও ঘোলা হচ্ছে জল। একদিকে যখন মমতার পদত্যাগের দাবিতে সরব হচ্ছেন বিরোধীরা, তখন অন্যদিকে দোষীদের পদত্যাগের দাবিতে মাঠে নেমেছেন মমতা নিজে। তদন্তের জাল গোটাচ্ছে সিবিআই। যদিও এখনও পর্যন্ত ধৃতের সংখ্যা এক। এদিকে আবার উদয়ন গুহ বলছেন, 'মমতার দিকে আঙুল তুললেই সেই আঙুল ভেঙে দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে।' উদয়নের এই বক্তব্য নিয়েও চলছে বিতর্ক।

মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসরি আক্রমণ নির্যাতিতার বাবা-মার

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি আক্রমণ করে বসলেন আরজি করের নির্যাতিতা ডাক্তারি ছাত্রীর বাবা-মা। প্রতিবাদ আন্দোলন ঘিরে পুলিশি ভূমিকার সমালোচনা করে সরাসরি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে আঙুল তুললেন নির্যাতিতা চিকিৎসক ছাত্রীর বাবা-মা। নির্যাতিতা ছাত্রীর বাবা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এত কথা বলছেন। রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছেন। বলছেন বিচার চাই। আবার তিনি আন্দোলন বন্ধ করার চেষ্টা করছেন। উনি কি সাধারণ মানুষকে ভয় পাচ্ছেন? উনি কেন দ্বিচারিতা করছেন? যারা মুক্তকণ্ঠে এই ঘটনার প্রতিবাদ করছেন, মুখ্যমন্ত্রী তাদের কণ্ঠকে রোধ করার চেষ্টা করছেন।'

এদিকে, নির্যাতিতা ছাত্রীর মা বলেন, 'আমরা রাজ্য ও দেশবাসীকে একটাই বার্তা দিতে চাই। আমরা তাদের সঙ্গে সবসময় আছি। যারা এই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী নিচ্ছেন, তারা সেগুলো নেওয়ার আগে তাদের লক্ষ্মী সুরক্ষিত কিনা, একবার ভাববেন।'

সিভিকদের নিয়ে বড় পদক্ষেপ লালবাজারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় গ্রেফতার এক সিভিক ভলান্টিয়ার। এতে ভাবমূর্তিতে আঘাত লেগেছে কলকাতা পুলিশেরও। এরপরই নড়েচড়ে বসেছে কলকাতা পুলিশ। সিভিক ভলান্টিয়ারদের নিয়ে কড়া পদক্ষেপও করতে চলেছে লালবাজার। আর এই ঘটনায় সিভিক ভলান্টিয়ারদের সম্পর্কে তথ্য তলব করল কলকাতা পুলিশের সদর দফতর। লালবাজারের তরফে কলকাতা পুলিশের সব ইউনিটের অধীনে থাকা সিভিক ভলান্টিয়ারদের তথ্য চেয়ে পাঠানো হয়েছে। প্রধানত, দুটি নির্দিষ্ট নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে লালবাজারের তরফে।

সেখানে প্রথমত কর্মরত সিভিক ভলান্টিয়ারদের বিরুদ্ধে চারিত্রিক কোনও দোষের অভিযোগ রয়েছে কিনা, তা জানতে চাওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, অতীতে সংশ্লিষ্ট সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কোনও কাজের অভিযোগ রয়েছে কিনা, যাচাই করতে বলা হয়েছে।

সিভিক ভলান্টিয়ারদের 'ব্যাকগ্রাউন্ড' খোঁজ নিয়ে এনওসি দিতে হবে সংশ্লিষ্ট থানাকে। এক সপ্তাহের মধ্যে সেই রিপোর্ট পাঠাতে

হবে বলে নির্দেশ লালবাজারের। পাশাপাশি, প্রত্যেক সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম, ঠিকানা-সহ যাবতীয় পরিচয়পত্রের প্রতিলিপি যাচাই করে সেটাও পাঠানোর নির্দেশ। সিভিক ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজে যোগদান করার পর তাঁর পারফরম্যান্স কেমন, কাজ করতে গিয়ে কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ উঠেছে কিনা, তিনি কোনও নেশা করেন কিনা, এসবই জানাতে হবে রিপোর্টে। আরজি কর কাণ্ডের জেরেই এই নির্দেশিকা বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

আরজি কর কাণ্ডে এখনও পর্যন্ত ধৃত কলকাতা পুলিশের অধীনে কর্মরত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়। কলকাতা পুলিশের চতুর্থ ব্যাটেলিয়নের ব্যারাকে তার আনাগোনা ছিল বলেই খবর। সেখান থেকেই তাকে আটক করা হয়েছিল। এরপরেই পুলিশের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। নবান্ন থেকে নির্দিষ্ট নির্দেশিকা পাওয়ার পরেই নড়েচড়ে বসল কলকাতা পুলিশের সদর দফতর।

লালবাজারে তলব চিকিৎসক কুণাল সরকার ও সুবর্ণ গোস্বামীকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করকাণ্ডে অতি তৎপর কলকাতা পুলিশ। দুই বিশিষ্ট চিকিৎসককে লালবাজারের তরফে তলব করা হয়েছে। তিলোত্তমার ময়নাতদন্তের রিপোর্ট নিয়ে ভুয়ো তথ্য ছড়ানোর অভিযোগে তলব করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। রবিবারই দুই বিশিষ্ট চিকিৎসককে হাজিরা দেওয়ার কথা বলা হল। তবে এদিন হাজিরা দিতে পারবেন না বলে ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন চিকিৎসক কুণাল সরকার। অন্যদিকে, চিকিৎসক সুবর্ণ গোস্বামী জানিয়েছেন তিনি এখনও নোটিসই পাননি। নোটিস পেলে সেই বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, যা যা করা হয়েছে, তা সংগঠনের তরফ থেকে। সংগঠনের সঙ্গে কথা বলেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। প্রয়োজনে আইনজীবীর পরামর্শ নেব। তবে তদন্তে সহযোগিতা করার জন্য যদি কখনও প্রয়োজন হয়, তাতে তাঁরা রাজি আছেন। সঙ্গে তিনি এও জানিয়েছেন, সংগঠনের তরফে ঠিক করা হয়েছে হাতে যা যা ইনপুট রয়েছে, তা সিবিআই-কে দেওয়া হবে।

সেই মর্মে ইতিমধ্যেই তাঁরা সিবিআই-কে চিঠি করতে চলেছেন বলে জানিয়েছেন। পাশাপাশি হাইকোর্টে এই মামলার একটি পার্টি হতে চেয়ে চিকিৎসক সংগঠনের তরফে আবেদন করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। চিকিৎসক সুবর্ণ গোস্বামীর কথায়, 'তিলোত্তমার সুবিচারের জন্য আমাদের যেখানে যেখানে যাওয়ার, তদন্তের স্বার্থে

যাদের আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন, তাঁদের সাহায্য করব।' তবে ঠিক কী কারণে তাঁদের তলব করা হয়েছে, সেটা এখনও তাঁর কাছে স্পষ্ট নয়। নোটিস হাতে পাওয়ার পরই তাঁর কাছে বিষয়টা স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে চিকিৎসক কুণাল সরকার বলেন, 'আমি রবিবার সকালেই নোটিস পেয়েছি। আমি যে কলকাতায় নেই, সেটা পুলিশকে জানিয়েছি। আমি ভেবে দেখছি, এই নোটিসের রেসপন্স কী হওয়া উচিত। কারণ এই ধরনের ঘটনায় পূর্ব অভিজ্ঞতা খুব কম। আমার যাওয়াটা সংবিধানসিদ্ধ কিনা, সেটা ভেবে নিয়ে সিদ্ধান্ত নেব।' সঙ্গে এও জানিয়েছেন, নোটিসে বেশ কিছু লম্বা লম্বা ধারার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, আরজিকর মামলা সংক্রান্ত। তিনি বলেন, 'আমার ইংরাজিতে বলা একটা বক্তব্য, ন্যাশনালি, ইন্টারন্যাশনালি আলোচিত হয়েছে একাধিক মানুষের দ্বারা। যতক্ষণ আমরা বাংলায় ঘেউ ঘেউ করছিলাম, কেউ খুব একটা সেদিকে নজর দিচ্ছিল না। জাতীয় আন্তর্জাতিক স্তরে ঘেউ ঘেউ করলে, সেটা নজরে পড়ছে।'

রোগী মৃত্যু, এসএসকেএমের ট্রমা কেয়ারে ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করের পর এবার এসএসকেএমের ট্রমা কেয়ারে ভাঙচুরের অভিযোগ। রাজ্যের উৎকর্ষ কেন্দ্র এসএসকেএমে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে ১৫ বছরের বালকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। সূত্রে খবর, রবিবার ট্রমা কেয়ারের পাঁচতলায় রোগীর পরিজনের হাতে এক জুনিয়র চিকিৎসক রক্তাক্তও হন।

চিকিৎসকদের একাংশ জানান, প্রথমে মুখে ঘুসি মারা হয় ওই জুনিয়র ডাক্তারকে। তারপর গলা চেপে ধরে। করিডরের দেওয়ালে চেপে ধরে রেখে দেয়। আরেকজন এসে বাঁচান। খবর পেয়েই ওয়ার্ডে পৌঁছে তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে আহত চিকিৎসকের নাম সুব্রত শূর। হাসপাতালে কর্তব্যরত এক পুলিশ কর্মীর কথায়, 'আমরা নিচে ডিউটিতে আছি। অর্থাৎ হইচই শুনে উপরে যাই। গিয়ে দেখি বোতল ভেঙে ডাক্তারকে মারতে যাচ্ছে। পিছন থেকে গিয়ে আমি ধরি। ডাক্তার সুব্রত শূরকে মারধর করেছে।' পুলিশের উর্দিতেও রক্ত লেগে যায়। আহত হন পুলিশ কর্মীও। ওই পুলিশ কর্মী জানান, ওয়ার্ডে থাকা রোগীর আত্মীয়রা তিন-চারটে বেড উল্টে ফেলে দেন। ওষুধ ছিল, সেসবও ফেলে দিয়েছে।

আরজি করকাণ্ডে এই মুহূর্তে উত্তাল কলকাতা। গত ১৪ অগাস্ট আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ঢুকে গুন্ডাগিরি চালায় একদল দুষ্কৃতী। হাসপাতালে ঢুকে ভাঙচুর করে তারা। এবার আবার এসএসকেএম হাসপাতালেও ভাঙচুর। যদিও দুই হাসপাতালে অশান্তির প্রেক্ষাপট একেবারেই আলাদা। তবে দু'ক্ষেত্রেই ক্ষতির মুখে পড়েছে চিকিৎসাকেন্দ্র।

সম্পাদকীয়

দলের জন্য এরা যে কাজটি করে তা ভদ্র মানুষ পারে না

মনে পড়ে, অনেক বছর আগে কোনও এক ধর্ষিতা মূক ও বধির কন্যার বিচার চাইতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সটান ঢুকে পড়েছিলেন মহাকরণের অন্দরমহলে। অভিযোগ ছিল, চুলের মুঠি ধরে টেনে হিঁচড়ে মহাকরণ থেকে বার করে দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। তাঁর এ-হেন সম্ভ্রমহানির ঘটনায় তখন সমস্বরে প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম আমরা। কী নিষ্ঠুর নিয়তি, আজ তিনিই এ-রাজ্যের শাসক, আর তাঁরই শাসনে তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ দুর্বৃত্তদের হাতে নির্যাতিত হতে হচ্ছে তাঁরই মতো আরও কত নারীকে। একদা আগুন নিয়ে খেলতে যাওয়ার অপরাধে কোনও এক দুষ্কৃতী মাথা ফাটিয়েছিল মমতার। 'হার্মাদ'-দের সেই কাজের প্রতিবাদ করেন ডান থেকে বাম, সব দলের শুভবুদ্ধিসম্পন্নরা। আজ তাজমুল, জামাল, জয়ন্তদের কী নামে ডাকবে সাধারণ মানুষ? দলের প্রচ্ছন্ন মদতে স্বঘোষিত মাতব্বরদের বিধানই সালিশি সভায় শেষ কথা। প্রশ্ন হচ্ছে দল এবং প্রশাসন কেন এদের দেখেও না দেখার ভান করে? সম্ভবত তার কারণ হল, মিটিং-মিছিলে ভিড় বাড়াতে, প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য করে দলীয় কর্মসূচি সফল করে তুলতে, বিরোধীদের শায়েস্তা করতে, বুথে বুথে 'ভূতের দাপট' অব্যাহত রাখতে লোক দরকার। দলের জন্য এরা যে কাজটি করতে পারে, ভদ্রলোকদের দ্বারা সে কাজটি হয় না। বেগতিক বুঝলে দল এদের ছেঁটে দেয়। সত্যি বলতে, জেসিবি, জয়ন্তদের কোনও দল হয় না। তবে মাতব্বরি ফলানোর জন্য সর্বদা এরা শাসক দলের ছাতার তলায় আশ্রয় নেয়। তাই সরকার পাল্টালে গুটি গুটি পায়ে এরাও দল পরিবর্তন করে।

শব্দবাণ-২০

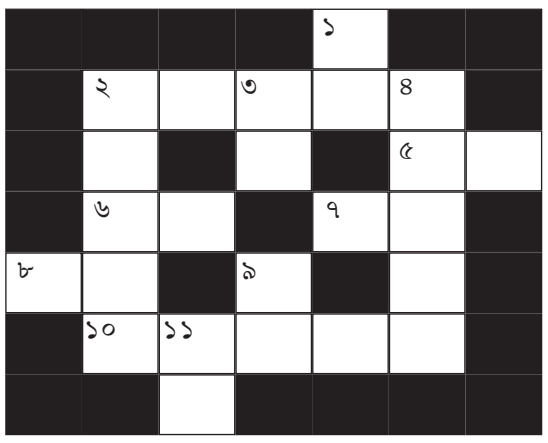

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. নেতা, দলপতি ৫.মৃত ব্যক্তির স্মৃতিমন্দির ৬. শোধন ৭. নগণ্য কেউ ৮.শায়েস্তা ১০. দরকারি জিনিসপত্র।

সূত্র—উপর-নীচ: ১.গরজ, প্রয়োজন ২.কিরণমালা ৩. নাচ-গান-বাজনা ৪. অন্ততপক্ষে, খুব কম করেও ৯.লজ্জা ১১.যা খেলে ধরবে গলা।

সমাধান: শব্দবাণ-১৯

পাশাপাশি: ১. অখিল ৩. পরোক্ষ ৫. দশন ৬. তাফতা ৭. আমেজ ৯. মওকা ১১. শমন ১২. ধরন।

উপর-নীচ: ১. অভেদ ২. লঙ্ঘন ৩. পলতা ৪. ক্ষমতা ৭. আকাশ ৮.জমিন ৯. মগধ ১০. কাঞ্চন।

জন্মদিন

আজকের দিন

নন্দনা সেন

১৯৫০ *বিশিষ্ট প্রকৌশল শিক্ষক ও লেখক সুধা মূর্তির জন্মদিন।*
১৯৬৭ *বিশিষ্ট লেখক ও অভিনেত্রী নন্দনা সেনের জন্মদিন।*
১৯৮৬ *বিশিষ্ট মডেল ও চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মধুরিমা তুলির জন্মদিন।*

আজ রাখী পূর্ণিমা উপলক্ষে আমাদের বিশেষ নিবেদন

শাড়ির পাড় ছিঁড়ে শ্রীকৃষ্ণের তর্জনীতে দ্রৌপদীর বেঁধে দেওয়াটাই ছিল রাখি বন্ধন উৎসবের সূচনা

সিদ্ধার্থ সিংহ

মহাভারতে কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ যখন সুদর্শনচক্র দিয়ে শিশুপালকে বধ করেছিলেন তখন তাঁর তর্জনীতে চোট লেগে রক্তপাত হয়েছিল। সেই সময় দ্রৌপদী নিজের শাড়ির পাড় ছিঁড়ে প্রিয় সখার আঙুলে বেঁধে দিয়েছিলেন।

এতে কৃষ্ণ অভিভূত হয়ে যান। দ্রৌপদী তাঁর অনাত্মীয়া হলেও, তিনি দ্রৌপদীকে নিজের বোন বলে ঘোষণা করেন এবং দ্রৌপদীকে এর প্রতিদান দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

বহু বছর পরে, পাশা খেলায় শেষ পর্যন্ত তাঁদের পাঁচ ভাইয়ের একমাত্র স্ত্রী দ্রৌপদীকে বাজি রেখে পাণ্ডবরা যখন হেরে যান, তখন কৌরবরা দ্রৌপদীকে লাঞ্ছিত করে তাঁর বস্ত্রহরণ করতে গেলে, এই শ্রীকৃষ্ণই দ্রৌপদীর সম্মান রক্ষা করে সেই প্রতিদান দেন।

দ্রৌপদী যে দিন নিজের শাড়ির পাড় ছিঁড়ে শ্রীকৃষ্ণের তর্জনীতে বেঁধে দিয়েছিলেন, সেই দিনটি ছিল শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমার দিন। তাই এই দিনটিকেই পুরাণে রাখি বন্ধন হিসেবে গণ্য করা হয়।

রাখি পূর্ণিমা ভারতের এমন একটি উৎসব যা হিন্দু, জৈন ও শিখরা পালন করে। এই দিন দিদি বা বোনেরা তাঁদের ভাই বা দাদার হাতে রাখি নামে একটি পবিত্র সুতো বেঁধে দেন।

এই রাখিই ভাই বা দাদার প্রতি দিদি বা বোনের ভালবাসা এবং অবশ্যই নিরাপত্তার ঢাল। এই রাখি পরাবার সময় বোনেরা তাঁদের ভাইদের দীর্ঘায়ু, সাফল্য ও সমৃদ্ধির কামনা করেন। মঙ্গল কামনা তো বটেই। এই একই সঙ্গে এটা দিদি বা বোনকে আজীবন রক্ষা করার ভাই বা দাদার শপথের প্রতীকও।

হিন্দু পঞ্জিকা অনুযায়ী শ্রাবণ মাসের শুক্ল পক্ষের পূর্ণিমা তিথিতে এই উৎসব পালিত হয়। রাখি বন্ধন শুরু হওয়ার পিছনে শ্রীকৃষ্ণ এবং দ্রৌপদীর কাহিনির পাশাপাশি আরও অনেক গল্প প্রচলিত আছে।

ভগবত পুরাণের একটি গল্পে রয়েছে, স্বর্গে তখন দাপটের সঙ্গে রাজত্ব চালাচ্ছে অসুররাজ বলি। অসুরদের দাপটে ভীত ইন্দ্র একদিন ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। তখন বিষ্ণু বামন অবতার সেজে রাজা বলির কাছে ভিক্ষে চান তিন পা জমি।

রাজা বলি সেই জমি দিতে রাজি হলে বামন অবতার বিশাল চেহারা ধারণ করে এক পায়ে স্বর্গ আর এক পায়ে মর্ত্য অধিকার করে নেন। তৃতীয় পা রাখার আর জায়গা নেই। অথচ বলি কথা দিয়েছেন, তিনি তিন পা জমি দেবেন। তাই তিনি তৃতীয় পা রাখার জন্য নিজের মাথা পেতে দেন।

বলির এই কাজে খুশি হয়ে বিষ্ণু তাঁকে বর দিতে চান। অসুররাজ বলি তখন ভগবান বিষ্ণুর কাছে বর চান, তাঁর সঙ্গে পাতালে গিয়ে বসবাস করার। যেহেতু বিষ্ণু বর দিতে চেয়েছেন এবং বালি ওই বর চেয়েছেন তাই ভগবান বিষ্ণু পাতালে গিয়ে থাকতে শুরু করেন।

বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষ্মী তাঁর স্বামীকে ফিরে পাওয়ার জন্য এক অতি সাধারণ মেয়ের ছদ্মবেশে বলিরাজের কাছে আসেন। তিনি বলিকে বলেন, তাঁর স্বামী নিরুদ্দেশ। যত দিন না তাঁর স্বামী ফিরে আসছেন, তত দিন যেন বলি তাঁকে আশ্রয় দেন।

বলিরাজা ছদ্মবেশী লক্ষ্মীকে আশ্রয় দিতে রাজি হন। ওখানে থাকার সময় এক শ্রাবণ পূর্ণিমার উৎসবে বলিরাজার হাতে একটি রাখি বেঁধে দেন লক্ষ্মী। বলিরাজা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে লক্ষ্মী নিজের পরিচয় দিয়ে সব কথা খুলে বলেন।

এতে বলিরাজা মুগ্ধ হয়ে বিষ্ণুকে বৈকুণ্ঠে ফিরে যেতে অনুরোধ করেন। বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর জন্য বলিরাজা সর্বস্ব ত্যাগ করেন। সেই থেকেই শ্রাবণ পূর্ণিমা তিথিতে ভাইদের হাতে রাখি বাঁধতে শুরু করেন বোনেরা।

সংস্কৃত শব্দ 'রক্ষ্মা বন্ধন' থেকেই প্রচলিত হয়েছিল রাখি কথাটি। শব্দের মধ্যেই লুকিয়ে এর তাৎপর্য। রক্ষার বাঁধন। হিন্দু এবং শিখদের মধ্যে এই উৎসব ভাই-বোনেরা পালন করলেও জৈন ধর্মাবলম্বীরা আবার একটু অন্য ভাবে এই উৎসবে শামিল হন। তাঁদের মধ্যে আবার জৈন পুরোহিত ভক্তদের হাতে ধাগা বেঁধে দেন এই দিনে।

রাখি প্রচলনের নেপথ্য কাহিনি নিয়ে অন্য আরেকটি গল্প প্রচলিত আছে। সেখানে রয়েছে — রাখি বন্ধনের দিন গণেশের বোন গণেশের হাতে একটি রাখি বেঁধে দেন। এতে গণেশের দুই ছেলে শুভ ও লাভের হিংসে হয়। তাদের কোনও বোন ছিল না। তারা বাবার কাছে একটা বোনের জন্য বায়না ধরে।

গণেশ তখন তাঁর দুই ছেলের নাছোড়বান্দা বায়নার জন্য দিব্য আগুন থেকে একটি কন্যার জন্ম দেন। এই কন্যাই হলেন গণেশের মেয়ে সন্তোষী মা। সন্তোষী মা শুভ ও লাভের হাতে রাখি বেঁধে দেন।

তবে রাখি বন্ধন উৎসবের আগে শুক্লযজুর্বেদ মন্ত্র অনুসারে, শ্রাবণ পূর্ণিমার দিন ব্রহ্মঋষিদের উদ্দেশে তর্পণ করার পরম্পরা চলে আসছে বহু দিন ধরে আর গুরু পরম্পরার এই প্রথা অনুযায়ী ওই দিন সনাতন ধর্মী মানুষজন এবং বৈদিক গুরুরা নিজের শিষ্যদের সঙ্গে সমুদ্র, নদী কিংবা সরোবরের পাশে বসে তাঁর আত্মশুদ্ধি করেন আর সেই সময় তাঁদের হাতে পরিয়ে দেন একটি পবিত্র সুতো সেই সুতোই পরবর্তিকালে সাধারণ লোকের কাছে রাখি হয়ে ওঠে।

শোনা যায়, গুজরাতের সুলতান বাহাদুর শাহ চিতোর আক্রমণ করলে চিতোরের বিধবা রানি কর্ণবতী অসহায় বোধ করেন এবং তিনি ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট হুমায়ুনকে নিজের ওড়নার একটু অংশ ছিঁড়ে রাখি হিসেবে পাঠিয়ে তাঁর কাছে সাহায্য চান।

কর্ণবতীর পাঠানো রাখি পেয়ে অবাক হয়ে যান হুমায়ুন এবং চিতোর রক্ষা করার জন্য তিনি বিপুল সৈন্য পাঠান।

রাখি পাঠানোর এই মাহাত্ম্য দেখে এর পর থেকেই এই উৎসবের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে।

কিংবদন্তী আছে, আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করলে আলেকজান্ডারের স্ত্রী রাজা পুরুকে একটি পবিত্র সুতো পাঠিয়ে অনুরোধ করেছিলেন, আলেকজান্ডারের যাতে কোনও ক্ষতি না করে। আলেকজান্ডারের স্ত্রীর সেই অনুরোধ পুরু রেখেছিলেন।

মহাভারতের কাহিনি অনুযায়ী, নিজের নাতি অভিমন্যুর রক্ষা কামনা করে রাখি বাঁধেন পঞ্চপাণ্ডবের মা কুন্তী।

কথিত আছে, ভাইফোঁটার মতোই এই রাখি উৎসবেও যম ও যমুনার একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। যমুনাও রাখি পরিয়েছিলেন যমের হাতে।

বাংলা ক্যালেন্ডার এবং পাঁজি অনুযায়ী প্রতি বছর শ্রাবণ পূর্ণিমার দিনেই এই উৎসব মহাধুমধাম করে পালিত হয়। শুধু ভারতেই নয়, রাখি বন্ধন উৎসব পালিত হয় নেপাল, পাকিস্তান এবং মরিশাসেও।

রাখি পূর্ণিমা কীভাবে শুরু হয়েছিল সেটা নিয়ে এ রকম অজস্র নেপথ্য কাহিনি প্রচলিত আছে। যেগুলো মুখে মুখে প্রচারিত এবং রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ বা ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে আমি শুধু সেগুলিই বললাম। যাঁর যেটা পছন্দ হবে কিংবা যেটাকে বেশি গ্রহনযোগ্য মনে হবে, তিনি না হয় সেটাই বেছে নেবেন।*

এ দিন ভাইয়ের কপালে কুমকুমের ফোঁটা দিয়ে হাতে রাখি বেঁধে দেন বোনেরা। রাখি পরানোর পর প্রদীপ জ্বালিয়ে ভাইয়ের আরতি করেন। তার পরে চলে মিষ্টিমুখের পালা। ভাইয়েরাও তার সাধ্য মতো বোনেদের হাতে তুলে দেন উপহার।

এ ভাবেই রক্তের সম্পর্ক ও ভালবাসা নিবিড় হয়। দীর্ঘকাল থেকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে এই প্রথা। তবে বাঙালিদের কাছে রাখি কেবলই ভাই-বোনের মধ্যেই আবদ্ধ নয়, এখন তো বন্ধুরাও বন্ধুদের রাখি পরায়। সে ছেলেই হোক কিংবা মেয়ে।

আর এই রাখি বন্ধনের কথায় খুব স্বাভাবিক ভাবেই উঠে আসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করতে রাখিকে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন তিনি। ওই বছরের ২০ জুলাই ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গের কথা ঘোষণা করে। জানানো হয়, এই আইন কার্যকরী হবে ১৯০৫-এর ১৬ অক্টোবর, বাংলায় ৩০ আশ্বিন।

সেই সময়ে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতায় মানুষ সামিল হয়। ঠিক হয়, ওই দিন বাংলার মানুষ পরস্পরের হাতে বেঁধে দেবেন হলুদ সুতো।

এই কর্মসূচিতে সবাইকে এগিয়ে আসার জন্য তাঁরা আমন্ত্রণপত্র পাঠান। সেই চিঠির বয়ানে লেখা ছিল —

বঙ্গচ্ছেদে রাখী বন্ধন।

আগামী ১৬ই অক্টোবর, ৩০ শেষ আশ্বিন, সোমবার আইন দ্বারা আমাদের বাঙ্গলা দেশ বিভক্ত হইবে। আসুন, ঐ দিনকেই আমাদের সমস্ত বাঙ্গালীর ঐক্যবন্ধনের দিন করি। ঐ দিনে আমরা পরস্পরের হাতে হরিদ্রাবর্ণের সুতার ঘরে ঘরে অথবা প্রকাশ্যস্থলে সম্মিলিত হইয়া, রাখী-বন্ধন করিয়া, আমাদের অখণ্ড ভাতৃভাব সকল বাঙ্গালী মিলিয়া প্রকাশ করি। এই শুভ বন্ধনের দায়িত্ব কামনায় ঐ দিন আমরা সংযম গ্রহণ করিব। ঐ দিন সমস্ত বাঙ্গলা দেশের কোথাও কোন গ্রহে রন্ধন হইবে না। আমরা বাঙ্গালীরা সেদিন উষ্ণ দ্রব্য ভোজন করিব না। বন-ভোজনের পারণের ন্যায় চিড়া মুড়কী, ফলাদি আহার করিয়া থাকিব। কেবল শিশুর জন্য দুগ্ধ জ্বাল দিতে অন্যত্র অগ্নি জ্বালিব চুল্লি জ্বালিব না। ঐ দিনকেই প্রতি বৎসর বাঙ্গালীর রাখী-বন্ধনের দিন করিয়া স্মরণীয় করিয়া রাখিব। আশা করি, বঙ্গের জমিদার-সম্প্রদায় প্রজাগণকে, গ্রামের প্রধানেরা গ্রামবাসীদিককে, বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ তাহাদের প্রতিবাসীদিককে এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিয়া, যাহাতে বঙ্গের প্রত্যেক গ্রামে জাতীয় ঐক্যবন্ধনোৎসব সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়, অবিলম্বে তাহার আয়োজন করবেন।

নিবেদক,

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু।
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

চিঠির মাঝখানে ছিল নিবেদক শব্দটি। বাঁ দিকে ছিল প্রথম তিনটি নাম। বাকি তিনটি নাম ছিল ডান দিকে।

এই আবেদনের মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথ পালটে দিতে চেয়েছিলেন রাখি বাঁধার সংজ্ঞা। তিনিই এই দিনটিকে রাখি পরিয়ে 'মিলন দিবস' হিসেবে পালন করার জন্য কলকাতা, ঢাকা ও সিলেট থেকে হাজার হাজার হিন্দু ও মুসলিম ভাইবোনেদের আহ্বান জানিয়েছিলেন। বাংলায় হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বকে ফুটিয়ে তুলতেই এই উদ্যোগ নেন তিনি।

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে রাখি বন্ধন উৎসবের সঙ্গে চিরাচরিত শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমার রাখি উৎসবের কিন্তু কোনও সম্পর্ক নেই। কারণ, ওই রাখি বন্ধন উৎসব শ্রাবণ মাসে বা পূর্ণিমায়, কোনওটাতেই হয়নি। ওই রাখির মূল উদ্দেশ্যই ছিল মানবিকতা, সম্প্রীতি এবং প্রত্যেক মানুষের মধ্য একতা।

এই রাখি বন্ধন উৎসব নিয়েই রবীন্দ্রনাথ গান লিখেছিলেন —

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান।

কাজী নজরুল ইসলামও থেমে থাকেননি। রাখি বন্ধন নিয়ে তিনিও লিখেছিলেন একটি অসামান্য কবিতা — রাখী বন্ধন।

সেই রাখি বন্ধন উৎসব পড়েছে আজ সোমবার, ১৯ আগস্ট। বাংলা মতে ২ ভাদ্র। কিন্তু জানেন কি কোন সময়টা রাখি বাঁধার জন্য শুভ সময়? তা হলে জেনে নিন — রাখি উৎসবের শুভ মুহূর্ত।

হিন্দু পঞ্জিকা অনুযায়ী, শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা তিথি ১৯ আগস্ট। এ দিন ভোর ৩ টে ০৪ মিনিট থেকে রাখি বাঁধার সময় শুরু হচ্ছে, যা শেষ হবে রাত ১১ টা ৫৫ মিনিটে অর্থাৎ আপনারা সারাদিনই কিন্তু রাখি বাঁধার জন্য সময় পাবেন।

তবে এ দিনই ভাদ্রের ছায়া শুরু হবে আগের দিন ১৮ আগস্ট রাত ২ টো ২১ মিনিট থেকে। যেহেতু শাস্ত্র মতে, রাখি উৎসব কখনওই ভদ্রকালে পালন করা উচিত নয়, এটা খুবই অশুভ বলে মনে করা হয়। কারণ পৌরাণিক মতে, শূর্পণখা ভদ্রাকালেই রাবণকে রাখি বেঁধেছিলেন, যার ফলে রাবণের গোটা বংশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সেই বিশ্বাসেই ভদ্রাকালে রাখি বাঁধা নিষিদ্ধ। তাই সোমবার দুপুর ১ টা ২১ মিনিটে ভদ্রার ছায়া কেটে যাওয়ার পরেই রাখি বাঁধার শুভ সময় শুরু হবে।

অন্য পঞ্জিকা মতে, রাখি বাঁধার জন্য অত্যন্ত আদর্শ সময় হল দুপুর ১ টা ৪৩ মিনিট থেকে বিকেল ৪ টে ২০ মিনিট পর্যন্ত।

এ ছাড়াও এই বিশেষ দিনে প্রদোষ কালেও আপনি রাখি বাঁধতে পারবেন। শুভ মুহূর্ত শুরু হচ্ছে সন্ধ্যা ৬টা ৫৬ মিনিটে এবং শেষ হবে ৯ টা ৮ মিনিটে।

হ্যাঁ, আর একটা কথা, যখন রাখি কিনবেন অবশ্যই লাল, হলুদ, সাদা সুতো রয়েছে এমন রাখিই কিনবেন। এই রাখি অত্যন্ত শুভ হয়। রাখি পরিয়ে ভাইয়ের কপালে অবশ্যই চন্দনের ফোঁটা দেবেন। এতে আপনার ভাই বা দাদা সারাজীবন সুস্থ থাকতে পারবেন।

আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদে তৃণমূলের অবস্থান বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: রবিবার সারা রাজ্যের সঙ্গে আউশগ্রাম-২ নম্বর ব্লকেও অবস্থান বিক্ষোভ করা হয় তৃণমূলের পক্ষ থেকে। এদিন আউশগ্রাম ২-ব্লক অফিস চত্বরে অবস্থান বিক্ষোভ সমাবেশ পালন করা হয় ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। আউশগ্রাম ২-ব্লক সভাপতি শেখ আব্দুল লালনের নেতৃত্বে আরজি কর হাসপাতাল কাণ্ডে নির্যাতিতার পক্ষ হয়ে তার প্রকৃত দোষীদের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কর্মীরা। এদিন বিক্ষোভ সভায় উপস্থিত ছিলেন আউশগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক অভেদানন্দ থান্দার, আউশগ্রাম ২-ব্লক সভাপতি আব্দুল লালন, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মমতা বাড়ুই, যুবনেতা শেখ সঞ্জু সহ সাতটি অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি ও অঞ্চল নেতৃত্ব। এদিন ব্লক সভাপতি আব্দুল লালন বলেন, আমাদের নেত্রী নির্যাতিতা পরিবারের পাশেই আছেন, আমরাও চাই প্রকৃত দোষীদের চিনিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক। কিন্তু বিরোধীরা একের পর এক নির্বাচনের ময়দানে হেরে গিয়ে নোংরা রাজনীতি করছে। বিরোধীদের কথায় কেউ কান দেবেন না। এখন তদন্তভার সিবিআই এর হাতে রয়েছে। আমরা এদিন অমরাগড়ে অবস্থান বিক্ষোভ পালন করলাম আউশগ্রাম ২-ব্লক তৃণমূলের পক্ষ থেকে। এদিনের এই বিক্ষোভ সমাবেশে কয়েক হাজার কর্মী সমর্থর হাজির হয়েছিলেন।

সিঙ্গুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের আহ্বানে আরজি কর ঘটনায় দোষীদের ফাঁসির দাবিতে ও রাম বাম শ্যামেদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে সিঙ্গুরে অবস্থান মঞ্চ। মঞ্চে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না সহ দলীয় কর্মীরা। ছিলেন তাপসী মালিকের ছবি নিয়ে বাবা মনোরঞ্জন মালিক ও মা মলিনা মালিক। অবস্থান মঞ্চ থেকে দাবি একটাই সিবিআই তদন্ত দ্রুত শেষ করে দোষীদের ফাঁসি দিতে হবে।

আরজি কর ঘটনায় জড়িত দোষীদের ফাঁসির দাবিতে অবস্থান-বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: বাংলাকে কলুষিত করার চেষ্টা দীর্ঘদিন ধরে বিজেপি করে যাচ্ছে। কোনওদিন এই নোংরা ষড়যন্ত্রে তারা সফল হয়নি, হবেও না। মণিপুর, বিলকিস বানো, হাথরস, উন্নাও ইত্যাদি জঘন্য ঘটনা মানুষ ভুলে যায়নি। এর পাশাপাশি, যে দল এককালে অগুণতি কঙ্কালের উপর বসে রাজ্য পরিচালনা করেছে, যাদের আমলে সাঁইবাড়ি থেকে নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর থেকে বানতলায় নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন সেই সিপিআইএম আজ সততার পরাকাষ্ঠা হয়ে আন্দোলনের নামে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চাইছে। এই বিজেপি এবং সিপিআইএম দু'দল একত্রিত হয়ে চক্রান্ত করে, বাংলাকে অশান্ত করতে উঠে পড়ে লেগেছে। আরজি করের ঘটনায় তদন্তভার নিয়েছে সিবিআই, চটজলদি তদন্ত শেষ করে দোষীদের ফাঁসি হোক এটাই চায় রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কোটা আন্দোলনের জেরে উত্তপ্ত গোটা বাংলাদেশ। ছাত্রদের আন্দোলনের জেরে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে অন্য দেশে আশ্রয় নিয়েছেন। এই অবস্থার মধ্যে সেই অত্যাচারের শিকার হচ্ছেন সেই দেশের হিন্দুরা। এমনই অভিযোগ তুলে রবিবার বিকালে কাঁকসায় মিছিল করল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। এদিন কয়েকশো বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যরা মিছিলে পা মেলান। কাঁকসার বিভিন্ন জায়গা ঘুরে এদিন পানাগড় বাজারে এসে মিছিল শেষে সেখানে পথ সভা করেন সংগঠনের সদস্যরা। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা মানস সিন্‌হা জানিয়েছেন, শুধু বাংলাদেশ নয়, ভারতবর্ষেও হিন্দুদের উপর ক্রমাগত আক্রমণ করা হচ্ছে। তাই তারা বিশ্বের সমস্ত হিন্দুরা যাতে এক হয় সেই আবেদন নিয়েই তাদের এই মিছিল। পাশাপাশি এদিন তারা বাংলাদেশে হওয়া হিন্দুদের উপর অত্যাচার যাতে দ্রুত বন্ধ হয় এবং সেই দেশে যেতে দ্রুত শান্তি ফিরে আসে সেই দাবি তোলেন।

ডার্বি সমর্থকদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ প্রতিবাদে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ডার্বি সমর্থকদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ প্রতিবাদে তিন প্রধান দলের সমর্থকদের মিছিল। বসিরহাটে আরজি কর কাণ্ডে ডার্বি বাতিল, সল্টলেকে জমায়েত

সমর্থকদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ বেআইনিভাবে আটকের প্রতিবাদে বসিরহাট শহরের প্রাণকেন্দ্র টাউন হল থেকে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহামেডান তিন ফুটবল প্রধানের সমর্থকদের দলের পতাকা নিয়ে পাশাপাশি জাতীয় পতাকা নিয়ে প্রায় তিন কিলোমিটার উই ওয়ান্ট জাস্টিস স্লোগান দিয়ে বসিরহাট শহরের প্রাণকেন্দ্রে মিছিল শুরু হয়। প্রত্যেকের হাতে প্রধানের দলীয় পতাকা, পাশাপাশি জাতীয় পতাকা নিয়ে মিছিল শুরু হয় এবং প্রায় তিন কিলোমিটার জুড়ে এই পদযাত্রার মধ্য দিয়ে উঠে আসল আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ ও ডার্বি সমর্থকদের উপর লাঠিচার্জের প্রতিবাদ।

ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকি প্রাক্তন স্বামীর

অভিযুক্তকে তুলে নিয়ে গেল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: বিয়ে টিকেছিল ২ বছর। তারপরেই ডিভোর্স। কিন্তু, তরুণীর অভিযোগ ডিভোর্স হয়ে গেলেও 'উৎপাত' থামেনি প্রাক্তন স্বামীর। অভিযোগ, নেশা করার জন্য প্রায়শই চায় টাকা। আর তা না দিলেই ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়। এবার ফের সেই হুমকি দিতেই অভিযুক্তকে তুলে নিয়ে গেল পুলিশ। যে তরুণী অভিযোগ করছেন তিনি পড়াশোনা করছেন হুগলির একটি কলেজে। ২০২১ সালে হয়েছিল বিয়ে। কিন্তু ২ বছরের মধ্যে ২০২৩ সালে হয়ে যায় ডিভোর্স। শনিবার কলেজে এসেছিলেন ওই ছাত্রী। অভিযোগ, তখন ফের তাঁর কাছে আসে ফোন। চাওয়া হয় টাকা। তারপরই সোজা ঘটনার কথা কলেজের ইউনিয়নে জানান ওই ছাত্রী। ইউনিয়নের ছাত্র নেতারা ফোন করে কলেজে আসতে বলেন তরুণীর প্রাক্তন স্বামীকে। কলেজের গেটে আসতেই অভিযুক্তকে পাকড়াও করে কলেজের ছেলেরা। তাঁর সঙ্গে যে বন্ধু ছিল তাঁকে পাকড়াও করা হয়। আটকে রাখা হয় কলেজে। খবর যায় পুলিশে। বেশ কিছুক্ষণের জন্য ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় কলেজে। খবর পাওয়া মাত্রই কলেজে আসে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ। অভিযুক্ত যুবক ও তাঁর সঙ্গীকে নিয়ে যায় থানায়। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখছে উত্তরপাড়া থানা এলাকার পুলিশ। ফোন পেয়েই যে কলেজে এসেছিলেন তা মানছেন অভিযুক্ত যুবক। তিনি বলছেন, 'ও ডেকেছিল। আমি পয়সা নিতে এসেছিলাম।' অন্যদিকে কলেজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক বলছেন, 'আমি কলেজেই ছিলাম। ছাত্রীটি কাঁদতে কাঁদতে এসে আমাকে ঘটনার কথা খুলে বলে। জানতে পারি ওদের কিছু ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। ও খুব মানসিক চাপেও ছিল। ওর অসহয়তার কথা বুঝতে পেরেই আমরা ওর পাশে দাঁড়াই। যে দু'জন এসেছিল ওদের পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি।'

বিনামূল্যে রাখি বিতরণ বিভিন্ন সংস্থায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া শহরের কুচকুচিয়া এলাকার পোদ্দার বাড়িতে সম্পূর্ণ অব্যবসায়িকভাবে তৈরি রাখি এবারও বিনামূল্যে তুলে দেওয়া হবে বিভিন্ন সংস্থার হাতে। এই মুহূর্তে রাখি তৈরির কাজে ব্যস্ত সকলে। সূত্রে খবর, এই পরিবারের সদস্য প্রয়াত দেওকী নন্দন পোদ্দার ১৮ বছর আগে আড়াইশো রাখি দিয়ে অনুশীরণ সমিতির সঙ্গে বাঁকুড়া শহরে রাখিবন্ধন অনুষ্ঠান শুরু করেন। পরে প্রতিবছর বাড়তে থাকে। চলতি বছরে তা প্রায় চার হাজার রাখি তৈরি করা হয়েছে। এখন দুর্গাপ্রসাদ পোদ্দার, তাঁর ছেলে দীপক কুমার পোদ্দার, মেয়ে দীপশিখা পোদ্দার বাড়িতে বসেই ফেলে দেওয়া ওষুধের স্ট্রিপ, স্ট্র, ক্লিপ ভাঙা, নারকেল ছোবড়া ইত্যাদি দিয়ে রাখি তৈরি করেন। এবং পরে তা বিনামূল্যে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হবে।

NIT No. 01/2024-25, DT. 16/08/2024
E-Tender is being invited by WBCADC, Tamluk- 1 Project, Dept. of P & RD, Govt. of W. B., Ranasinga, Kelomal, Purba Medinipur. Replacement of perforated G.C.I sheet in hatchery-I, hatchery-II & Dairy project at campus under WBCADC Tamluk-I Project Details of which will be available from this office during the office hours or at **https://wbtenders.gov.in** from **20/08/2024**. Tender **ID: 2024_PRD_735089_1.** Bid submission end date for the following works **03/09/2024 at 16:30 hrs.** Estimated Cost **Rs. 598969.00.**
Sd/- Officer in-Charge
WBCADC, Tamluk Project
Dept. of P & RD,
Govt. of WB
Mob No: 9732597683, 9434667766

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ১)
৯ম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং, ৪২-সি,
জে এল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১

দাবি নোটিশ
১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
RC/109/2024 **05.07.2024**
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
এভারব্রাইট ট্রেডকম প্রা. লি.
প্রতি
(সিডি ১) এভারব্রাইট ট্রেডকম প্রা. লি.
৬০বি, চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা - ৭০০০২০
(সিডি ২) শ্রী কৌশিক কুমার নাথ
৬৬২, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯
(সিডি ৩) আমিরুল ইসলাম শেখ
উত্তরপাড়া ২, কুন্ডপাড়া, মরিচা, পো - আমডাঙা, জেলা - ২৪ পরগনা (উ) ৭১২২৫৮
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ১) কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **OA/295/2013** অনুযায়ী পরিমাণ **৭০৩২৭৫৮৯.৪০ টাকা (সাত কোটি তিন লাখ সাতাশ হাজার পাঁচশ উননব্বই টাকা এবং চল্লিশ পয়সা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ ১৬ শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক ০৮.০৬.২০১৩ থেকে সমুদয় শুল্ক **১৫০০০৫ টাকা (এক লাখ পঞ্চাশ হাজার পাঁচ টাকা) টাকা** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/ সম্পূর্ণ/ সীমিত)।
২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।
৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **৩০.০৯.২০২৪** তারিখে সকাল ১০.৩০টায় পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।
৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : ০৫.০৭.২০২৪
স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল
কলকাতা (ডিআরটি ১)

KVB Karur Vysya Bank — Smart way to bank
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.
খড়গপুর শাখা
৪১৮/১, মালঞ্চ রোড, খড়গপুর
পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৩০৪

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর [রুল ৮(১)] অধীনে ইস্যুকৃত
যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেডের** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন এন্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট ২০০২-এর ৫৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৪.০৪.২০২৪** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক **শ্রী দোলা জোগেশ্বর রাও (ঋণগ্রহীতা)** শিব মন্দিরের নিকট দক্ষিণ দিকে, পো - খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৩০১, -কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক অর্থাৎ **১১,৩৫,৩২৫.৭৭ টাকা (এগার লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার তিনশ পঁচিশ টাকা এবং সাতাত্তর পয়সা) টাকা** তৎসহ আরও সুদ পরিশোধ করতে বলেন, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা উক্ত অর্থ পরিশোধে অপারগ হওয়ায় এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাকে এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০২০ -এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তার উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে **১৪ আগস্ট ২০২৪** তারিখ অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে-কোনও লেনদেনে **১১,৩৫,৩২৫.৭৭ টাকা (এগার লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার তিনশ পঁচিশ টাকা এবং সাতাত্তর পয়সা) টাকা** এবং তদুপরি সুদ, মূল্য এবং অন্যান্য খরচ দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে আইনের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট বসবাসের সকল অংশ পরিমাণ ০.৫ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা - কৌশল্যা, জেএল নং ৩১১, আরএস খতিয়ান নং ৭৮, এলআর খতিয়ান নং ২৩৪৬, আরএস প্লট নং ২২৫, এলআর প্লট নং ২৮০২, থানা - খড়গপুর (টাউন) এডিএসআর খড়গপুর, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৩০১, স্বত্বাধিকারী শ্রী দোলা জোগেশ্বর রাও, চৌহদ্দি নিম্নমতে :
উত্তরে : ১০ ফুট চওড়া প্রস্তাবিত সড়ক — দক্ষিণে : প্লট নং ২২৫ (অংশ) (সুপর্ণা সাঁতরা)
পূর্বে : অরুণ রাউথ — পশ্চিমে : ০৮ ফুট চওড়া প্রস্তাবিত সড়ক
স্থান: খড়গপুর — অনুমোদিত অফিসার
তারিখ: ১৪.০৮.২০২৪ — দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

KVB Karur Vysya Bank — Smart way to bank
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.
খড়গপুর শাখা
৪১৮/১, মালঞ্চ রোড, খড়গপুর
পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৩০৪

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর [রুল ৮(১)] অধীনে ইস্যুকৃত
যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেডের** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন এন্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট ২০০২-এর ৫৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৪.০৪.২০২৪** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক **শ্রী অনিল কর (ঋণগ্রহীতা)** ইন্দা বামুন পাড়া খড়গপুর পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৩০৫, -কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক অর্থাৎ **১৬,২৫,৫০১.২৮ টাকা (ষোলো লাখ পঁচিশ হাজার পাঁচশ এক টাকা এবং আঠাশ পয়সা) টাকা** তৎসহ আরও সুদ পরিশোধ করতে বলেন, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা উক্ত অর্থ পরিশোধে অপারগ হওয়ায় এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাকে এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০২০ -এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তার উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে **১৪ আগস্ট ২০২৪** তারিখ অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে-কোনও লেনদেনে **১৬,২৫,৫০১.২৮ টাকা (ষোলো লাখ পঁচিশ হাজার পাঁচশ এক টাকা এবং আঠাশ পয়সা) টাকা** এবং তদুপরি সুদ, মূল্য এবং অন্যান্য খরচ দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে আইনের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট বাস্তু জমি সকল অংশ এবং তিনতলা ভবন পরিমাপ ৫.০৪ ডেসিমেল-১০.৮৫ ডেসিমেলের থেকে, অবস্থিত মৌজা - ইন্দা, জেএল নং ২৩২, পুরসভা ওয়ার্ড নং ২৩ অধীন, হোল্ডিং নং ৮২৩/৭৪৬/৩, আমডাঙা রোড, আরএস খতিয়ান নং ৫৪১, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ১০১২৪, আরএস প্লট নং ২৩১৭ এবং এলআর প্লট নং ৬৪৮৭, থানা - খড়গপুর (টাউন), জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৩০৫, **স্বত্বাধিকারী শ্রী অনিল কর**, চৌহদ্দি নিম্নমতে :
উত্তরে : অশোক কুমার বসু — দক্ষিণে : ১০ ফুট চওড়া কাঁচা সড়ক
পূর্বে : অনিল কর-এর ফাঁকা জমি — পশ্চিমে : ১০ ফুট চওড়া কাঁচা সড়ক
স্থান: খড়গপুর — অনুমোদিত অফিসার
তারিখ: ১৪.০৮.২০২৪ — দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

SBI
শাখা-স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা: ১২তম তল তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
শাখার ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in
ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: মুকেশ কুমার সিনহা, ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) ও ৯(১) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]
সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে ব্যাঙ্কের কাছে চার্জ করা স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসাবে সারফেইসি আইনের ১৩(৪) এর অধীনে নিম্নলিখিত সম্পত্তি(গুলি) দখল করেছেন। সাধারণভাবে জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোল্লিখিত ক্ষেত্রে চার্জ করা সম্পত্তি/গুলির ই-অকশন (সারফেইসি আইন, ২০০২ এর অধীনে) ''যেখানে যেমন আছে'', ''সেখানে যা আছে'', ''সেখানে যা কিছু আছে'' ভিত্তিতে হবে।
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ০৩.০৯.২০২৪ সময়: ৩০০ মিনিট, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত (ক্র.নং. ১)
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ১০.০৯.২০২৪ সময়: ৩০০ মিনিট, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত (ক্র.নং. ২ ও ৩)
প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং. ১
সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) -কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তির **বাস্তবিক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত ক্রেডিটর স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা ''যেখানে যেমন আছে'', ''যা যেমন আছে'' এবং ''সেখানে যা কিছু আছে''-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে ০৩.০৯.২০২৪ তারিখে, **১৩,১৬,১৮,৭১৪.১১ টাকা (তেরো কোটি ষোল লক্ষ আঠারো হাজার সাতশো চৌদ্দ টাকা এবং এগারো পয়সা মাত্র) ১৩.১২.২০১৬ পর্যন্ত গণনাকৃত সুদ** এবং ভবিষ্যতের সুদ এবং তদুপরি খরচ সহ পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে - **ম্যাকপাওয়ার ট্রান্সফরমার প্রাইভেট লিমিটেড, ঠিকানা**- ৩৩/১, এন এস রোড, মার্শাল হাউস, রুম নং ২৩৫, কলকাতা- ৭০০০০১, **মিসেস বিন্দু আগরওয়াল (ঋণগ্রহীতা)** স্বামী- গোপী কৃষ্ণ আগরওয়াল, **মিসেস পরাগ আগরওয়াল** পিতা- আত্মা রাম আগরওয়াল, **উভয়েরই ঠিকানা**- এডি-২৬১, সল্টলেক সিটি, সেক্টর-পি, ওসিসি ব্লক, থানা- বিধাননগর, কলকাতা- ৭০০০৬৪-এর বকেয়া আছে।
(জ্ঞাত দায় সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি পরিমাণ আনুমানিক ৫ কাঠা ১২ ছটাক এবং তদস্থিত আর টি শেড নির্মাণ (তিনতলা ভবন) অবস্থিত হোল্ডিং নং পি-৫৬, বেনারস রোড, বেলগাছিয়া, থানা : লিলুয়া,পো : দাশনগর, জেলা : হাওড়া, সেটেলমেন্ট দাগ নং ৬৭৯,৬৮১ এবং ৬৮২, পরিমাণ আনুমানিক ৩ কাঠা ৫ ছটাক দাগ নং ৬৭৯, এবং ১ কাঠা ৮ ছটাক দাগ নং ৬৮১ এবং ১৫ ছটাক -দাগ নং ৬৮২, খতিয়ান নং ১৯৭, মৌজা : বেলগাছিয়া কিসমত, জেএল নং ৯, দলিল নং ৫৪৯/২০০৪ স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রীমতি বিন্দু আগরওয়াল, স্বামী গোপীকৃষ্ণ আগরওয়াল এবং শ্রীমতি পরাগ আগরওয়াল স্বামী শ্রী কিশোর আগরওয়াল। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : জে/এন ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস; দক্ষিণে : অন্যান্যর সম্পত্তি; পূর্বে : ১৫ ফুট চওড়া সড়ক এবং মঙ্গল চণ্ডী এন্টারপ্রাইজ; পশ্চিমে : কালী তারা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস।
রিজার্ভ মূল্য হবে ১,৫৫,০০,০০০.০০ টাকা এবং আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট হবে ১৫,৫০,০০০.০০ টাকা বিড ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালু হবে ১০,০০০.০০ টাকা।
পরিদর্শনের তারিখ: ২৭.০৮.২০২৪ — **যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৮৮৭০৪৩৮**

ক্র. নং. ২
সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তির **বাস্তবিক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত ক্রেডিটর স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা ''যেখানে যেমন আছে'', ''যা যেমন আছে'' এবং ''সেখানে যা কিছু আছে''-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১০.০৯.২০২৪** তারিখে, **১,৮৬,২৫,৫০৭.০০ টাকা (এক কোটি ছিয়াশি লাখ পঁচিশ হাজার পাঁচশো সাত টাকা মাত্র) ৩০.১১.২০১৮ পর্যন্ত গণনাকৃত সুদ** এবং ভবিষ্যতের সুদ এবং তদুপরি খরচ সহ পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে - **মেসার্স ইগনাইট ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড, ডিরেক্টর- শ্রী সঞ্জয় সরকার ঠিকানা**- ৮৭/বি, কাসিপুর রোড, ব্লক জি, ফ্ল্যাট- ২৬, কলকাতা, পিন- ৭০০০০২, পশ্চিমবঙ্গ এবং **শ্রী প্রফুল্ল কুমার দাস**- এর বকেয়া আছে।
(জ্ঞাত দায় সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সম্পত্তি ১: সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট নং এ , ৫মতলে, জি-৪ ভবনে, প্রেমিসেস নং ১৮/৪, অক্রুর দত্ত লেন, থানা : মুচিপাড়া, ওয়ার্ড নং ৫১, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, কলকাতা : ৭০০০১২ (এসবিইউএ ১০০৬ বর্গফুট আনুমানিক) এবং সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, পথ এবং প্রবেশ পথ ইত্যাদির ব্যবহারের অধিকার সহ সংশ্লিষ্ট ইজারা মেয়াদ অবধি, লিজ দলিল নং ১৩৮ তারিখ ০৫.০১.২০১২,সঞ্জয় সরকারের নামে।
সম্পত্তির ২: সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট নং বি, ৫মতলে, দক্ষিণ পূর্ব দিকে) জি-৪ তলা ভবনে, প্রেমিসেস নং ১৮/৪,অক্রুর দত্ত লেন,থানা : মুচিপাড়া, ওয়ার্ড নং ৫১, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, কলকাতা - ৭০০০১২ (এসবিইউএ ১০০৬ বর্গফুট আনুমানিক) সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত চলার পথ, প্রবেশ পথের স্বাভাবিক ব্যবহার ইত্যাদি সহ সংশ্লিষ্ট ইজারা সময়ের মেয়াদ অনুযায়ী লিজ দলিল নং ১৩৮ তারিখ ০৫.০১.২০১২, সঞ্জয় সরকারের নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে অক্রুর দত্ত লেন। দক্ষিণে : অংশত প্রেমিসেস নং ১৮/৪, অক্রুর দত্ত লেন, পূর্বে: রাজেন্দ্র দত্ত লেন, পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং ১৯, অক্রুর দত্ত লেন।
সম্পত্তি ১: রিজার্ভ মূল্য হবে **১৮,৯৮,০০০.০০ টাকা** এবং আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট হবে **১,৮৯,৮০০.০০ টাকা**, বিড ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালু হবে **১০,০০০.০০ টাকা**
সম্পত্তি ২: রিজার্ভ মূল্য হবে **২১,৩১,০০০.০০ টাকা** এবং আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট হবে **২,১৩,১০০.০০ টাকা**, বিড ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালু হবে **১০,০০০.০০ টাকা**
পরিদর্শনের তারিখ: ০৩.০৯.২০২৪ — **যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৮৮৭০৪৩৮**

ক্র. নং. ৩
সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তির **বাস্তবিক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত ক্রেডিটর স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা ''যেখানে যেমন আছে'', ''যা যেমন আছে'' এবং ''সেখানে যা কিছু আছে''-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১০.০৯.২০২৪** তারিখে, **১,০৫,২৪,০৮০.৭৩ টাকা (এক কোটি পাঁচ লাখ চব্বিশ হাজার আশি টাকা এবং তিয়াত্তর পয়সা মাত্র) ০১.১১.২০০৭ পর্যন্ত গণনাকৃত সুদ** এবং ভবিষ্যতের সুদ এবং তদুপরি খরচ সহ পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে - **মেসার্স গাঙ্গুলী ইলেক্ট্রনিক্স, ঠিকানা**- ১৪৯/১, ব্যানার্জি পাড়া রোড, মসজিদ মোড়, কলকাতা- ৭০০০৪১, **শ্রী সৌমিক গাঙ্গুলী**, ছন্দনীড় অ্যাপার্টমেন্ট, ২য় ফ্লোর, ১৪ বাবু রাম ঘোষ রোড, কলকাতা- ৭০০০৪০, **শ্রীমতী চন্দ্র গাঙ্গুলী,** ছন্দনীড় অ্যাপার্টমেন্ট, ২য় ফ্লোর, ১৪ বাবু রাম ঘোষ রোড, কলকাতা- ৭০০০৪০ -এর বকেয়া আছে।
(জ্ঞাত দায় সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমির পরিমাণ ৪ কাঠা ৫ ছটাক, সুকান্ত পল্লি, মৌজা : হরিদেবপুর, জেএল নং ২৫,থানা : হরিদেবপুর, খতিয়ান নং ৬২০, আরএস নং ৩৫, আরএস দাগ নং ৯৫৩ এবং ৯৫৯ (অংশ), কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২২, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য দলিল নং ৩৮২০-১৯৯৬ সালের, **শ্রী তিমির গাঙ্গুলি**র নামে।
রিজার্ভ মূল্য হবে - **২১,২১,০০০.০০ টাকা**, আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট হবে **২,১২,১০০.০০ টাকা** এবং ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালু হবে **১০,০০০.০০ টাকা**
পরিদর্শনের তারিখ: ০৩.০৯.২০২৪ — **যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৮৮৭০৪৩৮**

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্ক **https://abkray.in** দেখুন। একজন দরদাতা হিসেবে নিবন্ধনের জন্য অনুগ্রহ করে **https://ebkray.in> eauction-psb> bidder-registration** পাথ অনুসরণ করুন।
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে **https://ebkray.in** -এ তার ইএমডির পরিমাণ ইবিক্রয়/পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের (ই-মেল আইডি- **supportebkray@psballiance.com**) দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে।
তারিখ: ১৯.০৮.২০২৪ — কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: কলকাতা — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান-৭১৩ ১০৪, ই-মেল: **sbi.14817@sbi.co.in**
ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: অভিজিৎ চক্রবর্তী, ই-মেইল আইডি: **sbi.14817@sbi.co.in**, মোবাইল নং: ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
[রুল ৯(১) -এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর [রুল ৯(১) এর সঙ্গে পঠিত ৮(৬)] বন্দোবস্ত -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ০৪.০৯.২০২৪
সময়: ২৪০ মিনিট সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।
সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ : ২৮.০৮.২০২৪, সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা
সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে অবহিত করা হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **দখল সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক** দ্বারা নেওয়া হয়েছে, **''যেখানে যেমন আছে'', ''সেখানে যা আছে'', ''সেখানে যা কিছু আছে''** ভিত্তিতে - **০৪.০৯.২০২৪ তারিখ** সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত বিক্রয় করা হবে।

ক্র. নং ০১ — **[রুল ৯(১) -এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) -এর বন্দোবস্ত দেখুন]**
০৯.০৬.২০১৪ অনুযায়ী ২৯,৪৫,৭০৮.০০ টাকা + তার উপর আরও সুদ + অন্যান্য খরচ এবং ব্যয় পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে ঋণগ্রহীতা **মিসেস প্রিয়াঙ্কা দে** - এর বকেয়া হয়ে গেছে।
রিজার্ভ মূল্য হবে:
সম্পত্তি নং ১: ১৫.৩০ লক্ষ টাকা এবং বায়নার টাকা জমা হবে ১,৫৩,০০০.০০ টাকা
দর বৃদ্ধির পরিমাণ: **২০,০০০.০০ টাকা**
(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
ঋদ্ধি সিদ্ধি অ্যাপার্টমেন্ট নামে পরিচিত বিল্ডিংয়ের চতুর্থ ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং ৪০২ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার হোল্ডিং নং ৪১/সি, কুমিরজালা রোড, শ্রীরামপুর, শ্রীরামপুর পৌরসভা এবং থানা- শ্রীরামপুর এলাকার পরিমাপ কমবেশি ৭১৮ বর্গফুট দক্ষিণ প্যাসেজ ব্যবহার করার অধিকার সহ। সম্পত্তিটি মিসেস প্রিয়াঙ্কা দে-এর নামে আছে, ২০১৭ সালের দলিল নং ০৬০৫০২৪৬৩, বুক-আই, ভলিউম নং ০৬০৫- ২০১৭, পৃষ্ঠা ৫৬৫১১ থেকে ৫৬৫৪৫ পর্যন্ত তে নিবন্ধিত।
সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীনে

ক্র. নং ০২ — **[রুল ৯(১) -এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) -এর বন্দোবস্ত দেখুন]**
২৭.০৯.২০২১ অনুযায়ী ৬৫,৯৮,০০০.০০ টাকা + তার উপর আরও সুদ + অন্যান্য খরচ এবং ব্যয় পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স বালাজি এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী- শ্রীমতী প্রীতি সাহা** -এর বকেয়া হয়ে গেছে।
রিজার্ভ মূল্য হবে:
সম্পত্তি নং ১: ১৪.৯২ লক্ষ টাকা এবং বায়নার টাকা জমা হবে ১,৪৯,২০০.০০ টাকা
সম্পত্তি নং ২: ৯.৩০ লক্ষ টাকা এবং বায়না টাকা জমা হবে ৯৩,০০০.০০ টাকা
দর বৃদ্ধির পরিমাণ: ২০,০০০.০০ টাকা (সম্পত্তি নং ১) এবং **১০,০০০.০০ টাকা** (সম্পত্তি নং ২)
(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সম্পত্তি নং ১:
৮৭৮ বর্গফুট এসবিইউএ (৭০২ বর্গফুট) ২য় ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং ''এ'', ''প্রীতম অ্যাপার্টমেন্ট'', উত্তর পাশে, হোল্ডিং নং ২৭৭, ডিসিআর রোড, ওয়ার্ড নং ১৩, চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে, পোস্ট ও থানা-চন্দননগর, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১২১৩৬, মৌজা- চন্দননগর, জেএল নম্বর ০১, এল.আর. প্লট নং ২০২ এবং ২০৪, এলআর খতিয়ান নং ৪৮,৬১৯, ১১২৯ এবং ১৫০১। জমির প্রকৃতি 'বাস্তু'।
(বাস্তবিক দখলের অধীনে সম্পত্তি)
সম্পত্তি নং ২:
৫৪১ বর্গফুট এসবিইউএ (৪৩৩ বর্গফুট) গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং ''সি'', ''প্রীতম অ্যাপার্টমেন্ট'', উত্তর পাশে, হোল্ডিং নং ২৭৭, ডিসিআর রোড, ওয়ার্ড নং ১৩, চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে, পোস্ট ও থানা-চন্দননগর, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১২১৩৬, মৌজা- চন্দননগর, জেএল নম্বর ০১, এল.আর. প্লট নং ২০২ এবং ২০৪, এলআর খতিয়ান নং ৪৮,৬১৯, ১১২৯ এবং ১৫০১। জমির প্রকৃতি 'বাস্তু'।
(বাস্তবিক দখলের অধীনে সম্পত্তি)
সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীনে

ক্র. নং ০৩ — **[রুল ৯(১) -এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) -এর বন্দোবস্ত দেখুন]**
০২.০৪.২০২৪ অনুযায়ী ৩৬,২৭,৯১৪.১৬ টাকা + তার উপর আরও সুদ + অন্যান্য খরচ এবং ব্যয় পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে ঋণগ্রহীতা **গোপাল ক্লথ স্টোর, স্বত্বাধিকারী ও জামিনদার- শ্রী অরুন কুমার সুলতানিয়া এবং শ্রীমতী মধু দেবী সুলতানিয়া** -এর বকেয়া হয়ে গেছে।
রিজার্ভ মূল্য হবে:
সম্পত্তি নং ১: ১৮.৩১ লক্ষ টাকা এবং বায়নার টাকা জমা হবে ১,৮৩,১০০.০০ টাকা
দর বৃদ্ধির পরিমাণ: **২০,০০০.০০ টাকা**
(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
মধুমিতা এপার্টমেন্ট এর গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং জি-০১ এর সকল যার এলাকা ৭৪১ বর্গফুট (সুপার বিল্ট এলাকা সহ) ,মৌজা নদীহা, জেএল নং-২৯১/৩, পৌরসভার ওয়ার্ড নং-৬, হীরালাল বোস স্ট্রিট, হোল্ডিং নং-১৯ পশ্চিমবঙ্গ এডিএসআর পুরুলিয়ার অফিসে নিবন্ধিত বই নং- ১, ভলিউম- ৭, পৃষ্ঠা ১০৩১ থেকে ১০৬৭ তে নিবন্ধিত এবং সেইসঙ্গে অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার বা সাধারণ অংশ এবং আবাসিক সম্পত্তির অংশের সাথে আনুপাতিক অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং/অথবা জমির উপর ইন্টারেস্ট।
দলিল নং- আই-১৮০৬/২০১৩ -এর অধীনে শ্রী অরুণ কুমার সুলতানিয়া ও শ্রীমতি মধু সুলতানিয়ার নামে সম্পত্তিটি আছে।
সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীনে

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্ক **https://abkray.in** দেখুন। একজন দরদাতা হিসেবে নিবন্ধনের জন্য অনুগ্রহ করে **https://ebkray.in> eauction-psb> bidder-registration** পাথ অনুসরণ করুন।
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে **https://ebkray.in** -এ তার ইএমডির পরিমাণ ইবিক্রয়/পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের (ই-মেল আইডি- **supportebkray@psballiance.com**) দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে।
কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে।
তারিখ: ১৯.০৮.২০২৪ — অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: বর্ধমান — এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান

ভয়াবহ দুর্ঘটনা মালদার কাটাগড়ে, গাড়ি ও লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু ৬ জনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বেপরোয়া চার চাকার গাড়ির সঙ্গে লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ। আর এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল চার চাকার ছয়জন যাত্রীর। ওই গাড়ির একজন আশঙ্কা জনক অবস্থায় ভর্তি রয়েছে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। তাঁর অবস্থা সংকটজনক বলে জানিয়েছে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা। শনিবার রাত সাড়ে ১১ টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার থানার কাটাগড় এলাকার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে। রবিবার আহতকে দেখতে মালদা মেডিক্যাল কলেজে যান রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, তার সঙ্গে ছিলেন সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক আব্দুল গনি। পাশাপাশি এদিন মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে মৃত ছয়জনের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে কথা বলেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম সাকিউল শেখ, পারভেজ শেখ, নাঈম শেখ, মাসিদুল শেখ, পাবেল শেখ এবং নুর হাসান। মৃতদের প্রত্যেকের বয়স ১৮ থেকে ২০ বছরের মধ্যে। এদের বাড়ি কালিয়াচক থানার আলিপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মহেশপুর এলাকায়।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, ভয়াবহ এই পথ দুর্ঘটনায় গাড়ির এক যাত্রীর মুন্ডু কেটে জাতীয় সড়কের ধারে পড়ে ছিল। পথ দুর্ঘটনা এতটাই ভয়াবহ হয়েছে যে চার চাকা গাড়ির যাত্রীদের ছিন্নভিন্ন শরীর উদ্ধার হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ জানিয়েছে, কালিয়াচক থেকে মালদা শহরের দিকে যাচ্ছিল ওই চার চাকার গাড়িটি। ওই গাড়িতে চালক-সহ মোট সাতজন ছিলেন। কাটাগড় এলাকায় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনাসামনি একটি লরিকে সজোরে ধাক্কা মারে। সেই সময় দুটি গাড়িরই গতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল বলে অভিযোগ। এই সংঘর্ষে ওই চার চাকার গাড়িটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। আর তাতেই ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় ওই চার চাকার গাড়ির পাঁচ জন যাত্রী। পরে একজনের মৃত্যু হয় মালদা মেডিক্যাল কলেজে। এই দুর্ঘটনার খবর জানতে পেরে আশেপাশের লোকজন ছুটে গিয়ে মৃত এবং আহতদের উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। এরপরই এই ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। মৃতদের পরিবারের বক্তব্য, মালদা শহরে ওই চার চাকার গাড়ির ভাড়া করে কয়েকজন বন্ধুরা আসছিল। কাটাগড় এলাকায় দুর্ঘটনাতেই এমন বিপত্তি ঘটবে সেটা কে জানত। মালদা মেডিক্যাল কলেজে আহত ওই চার চাকার জখম যাত্রী জানিয়েছেন, চালক বেপরোয়াভাবে গাড়িটি চালাচ্ছিল। তাকে অনেকবার সাবধান করা হয়েছিল এবং সে মদপ্য ছিল। কাটাগড় এলাকার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের কাছে একটি গাড়িকে ওভারটেক করতে গিয়েই অপর দিক থেকে আসা লরির সঙ্গে সরাসরি ধাক্কা লাগে। এদিকে পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ জানিয়েছে, লরির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষের পর চার চাকার গাড়িটি পুরোপুরি দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। গাড়ির ভিতর থেকে অনেক কষ্ট করে মৃত যাত্রীদের দেহ উদ্ধার কর হয়।

আরজি করে মহিলা চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে রাজপথে সাংবাদিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: মহিলা চিকিৎসককে নৃশংসভাবে খুন ও ধর্ষণের প্রতিবাদে হুগলি জেলার চুঁচুড়া হাসপাতাল থেকে চুঁচুড়া থানা অবধি সাংবাদিকদের মৌন মোমবাতি মিছিল। এই মিছিলে ধর্ষকের শাস্তি চেয়ে অভিনব প্রতিবাদ করেন সাংবাদিকরা। মহিলা ও পুরুষ সহ প্রায় ৫০ জন সাংবাদিক এই মৌন মিছিলে যোগদান করেন। এই মিছিল সম্পর্কে সাংবাদিক শুভজ্যোতি চক্রবর্তী বলেন, আমরা ধর্ষকের বিরুদ্ধে, ধর্ষককে যারা লুকাতে চাইছেন আমরা তাদের বিরুদ্ধে, আমরা চাই দোষীকে যেন ফাঁসি দেওয়া হয়। তিনি জানান, আমরা ওয়েস্টবেঙ্গল নিউজ পোর্টাল রিপোর্টার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সাংবাদিকরা একত্রিত হয়েছি। সাংবাদিকরা বিপদে পরলে চিকিৎসকরাই তাদেরকে চিকিৎসা করে সুস্থ করে, তিনি বলেন, আমাদের কাছে ভগবানের পরে চিকিৎসকদের স্থান, তাই আজ আমরা সাংবাদিক হয়েও এই মৌন

মিছিল করলাম। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সোমনাথ বোটব্যাল, শ্রীধর কুন্ডু, কাজী জিয়াউল হক, অমল চ্যাটার্জী, সৌরভ আদক, সংগঠনের সভাপতি সৌমিলি গাঙ্গুলি চক্রবর্তী, সুস্মিতা দাসগুপ্ত, ভরত কুমার ঝা সহ একাধিক বিশিষ্ট সাংবাদিকরা। সংগঠনের সভাপতি সৌমিলি গাঙ্গুলি চক্রবর্তী জানান, এই মিছিল ধর্ষকদের বিরুদ্ধে, আমরা কোনো রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে নয়। মহিলা হিসাবে সবার আগে আমারদের উচিত একজন মহিলার পাশে থাকা। তিনি জানান, এই ঘটনার নিন্দার ভাষা নেই সাংঘাতিক। কাজী জিয়াউল হক জানান, এই মিছিলের কোনও রং নেই। আমরা সাংবাদিক আমরা নিরপেক্ষ, তেরঙ্গা পতাকার মতো। এই মিছিল ধর্ষকের শাস্তির ০০জন্য। তাই হাত জোর করে অনুরোধ করছি আর মৃত্যু আমরা চাই না। জুনিয়র চিকিৎসকরা কর্মবিরতি থেকে ফিরে আসুন। সোমনাথ বটব্যাল বলেন, এর আগে সংগঠন সাংবাদিকদের বিপদে তাদের স্বার্থে পথে নামতেন, এই প্রথম কোনও সাংবাদিক সংগঠন দেশের মধ্যে ঘটে যাওয়া এই নিকৃষ্ট ঘটনার প্রতিবাদে পথে নামল।

এবার আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদের ময়দানে আরামবাগের গোলাপ সুন্দরী

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● আরামবাগ

এবার আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদের ময়দানে নামলেন আরামবাগের গোলাপ সুন্দরী। আরজি করের 'অভয়া' হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের কঠোর শাস্তি ও ফাঁসির দাবিতে অভিনব উদ্যোগ নেন তিনি। পাশাপাশি ওই নৃশংস ঘটনার প্রতিবাদে এবং জঘন্যতম ঘটনার কথা মনে রেখে সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে আম গাছ লাগানোর বার্তা দিলেন আরামবাগ মহকুমার খানাকুলের মাঝপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তথা 'গোলাপ সুন্দরী' দেবাশিস মুখার্জি। রবিবার গোঘাটের মেদিনীপুর বাসস্ট্যান্ডে প্রায় ৩০০ আম গাছ তিনি এলাকার মানুষের হাতে তুলে দিলেন। জানা গেছে, বর্তমান সময়ে আরজি কর কাণ্ডে প্রতিবাদের ঝড় উঠছে সারা দেশ জুড়ে। চিকিৎসক থেকে আম জনতা প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে। সমাজের সকল স্তরের মানুষ প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে। তাই গোলাপ সুন্দরীও ঘরে বসে থাকতে পারলেন না। কেননা তিনি ইতিমধ্যেই বাল্য বিবাহ বন্ধ ও শিশু কন্যা এবং মহিলাদের উপর অত্যাচার বন্ধের দাবিতে দেশ জুড়ে প্রচার চালান। গোলাপ সুন্দরী বিভিন্ন জায়গায় সচেতনতামূলক প্রচার অভিযানে অংশ নেন। এবার তিনি আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন। এদিন তিনি সমাজ থেকে নারী নির্যাতন চিরতরে বন্ধ করতে এবং আগামী প্রজন্মকে এই নৃশংস ঘটনার কথা মনে করিয়ে নারী স্বাধীনতার বার্তা দিতে আম গাছ লাগানোর সংকল্প নেন। যুব সমাজ যাতে আম গাছটা দেখে উপলব্ধি করতে পারে

সমাজে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার। তারাও কর্মক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে নির্ভয়ে কাজ করতে পারবে। এই উপলব্ধিবোধ শিশু অবস্থায় গড়ে তোলার বার্তা দেওয়ার জন্য গোঘাটের প্রত্যন্ত গ্রাম মদিনাতে ছড়িয়ে দেন আম গাছ বসিয়ে। এই বিষয়ে গোলাপ সুন্দরী বলেন, আর জি কর কাণ্ডের 'অভয়ার' স্মৃতি উদ্দেশ্য গাছ বিতরণ করার পাশাপাশি গাছ বসালাম। কারণ এই গাছগুলি যত বড় হবে ওই নৃশংস ঘটনার কথা মনে পড়বে এবং সমাজকে সুস্থ ও স্বাভাবিক গড়ে তোলার প্রবণতা বাড়বে। সমাজ সচেতন মানুষের মধ্যে নারী স্বাধীনতার বার্তা ছড়িয়ে পড়বে। এলাকার মানুষ এই গাছগুলিকে দেখে সমাজ সচেতনতা গড়ে তুলবে। অপরদিকে একজন স্থানীয় মানুষ বলেন, এটা খুব ভালো উদ্যোগ। এলাকার মানুষের কাছে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যাবে। সবমিলিয়ে নারী স্বাধীনতা নিয়ে সমাজ সচেতনতা গড়ে তোলার বিষয়ে গোলাপ সুন্দরীর এই কর্মসূচিকে স্বাগত জানায় আরামবাগের মানুষ।

ভূতনির বানভাসিদের সাহায্যে মালদা জেলার যুব তৃণমূল নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মানিকচক ব্লকের ভূতনি বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার পর থেকেই বানভাসিদের পাশে থেকে কাজ করে চলেছে মালদা জেলা যুব তৃণমূল নেতৃত্ব। ইতিমধ্যে ভূতনি এলাকার বানভাসি মানুষদের শুকনো খাওয়ার বিলি করার পাশাপাশি সেখানে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে দশটি হ্যালোজেন লাইট বসানোর ব্যবস্থা করেছে জেলা যুব তৃণমূল নেতৃত্ব। রবিবার ভূতনিতে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ মণ্ডলের নেতৃত্বে একটি টিম গিয়ে পৌঁছয়। এদিন যুব তৃণমূল নেতৃত্বের কর্মকর্তারা সংগঠনের সভাপতি উদ্যোগে ভূতনির কালুটনটোলা এলাকায় গিয়ে দুই হাজার মানুষকে ত্রিপল বিলির ব্যবস্থা করেন। ওই এলাকাতেই দশটি সোলার সিস্টেম হ্যালোজেন লাইট বসানোর ব্যবস্থা করা হয়।

এদিকে যুব তৃণমূল সংগঠনের পক্ষ থেকে এমন সহযোগিতা পেয়ে খুশি প্রকাশ করেছেন ভূতনি এলাকার কালুটনটোলা গ্রামের বানভাসি মানুষরা। এদিন ভূতনিতে আলাদিয়াটোলা, অশোকনগর, কেশরপুর, কালুটনটোলার বন্যা কবলিত পরিস্থিতি নৌকো করে ঘুরে দেখেন জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ মণ্ডল সহ সংগঠনের অন্যান্য কর্মকর্তারা। কথা বলেন দুর্গত মানুষদের সঙ্গে।

সংশ্লিষ্ট এলাকার বানভাসী মানুষেরা জানিয়েছেন, গবাদি পশুর খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছে। তাদের রাখার সমস্যাও তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি বিদ্যুতের সমস্যায় দুর্ভোগ বাড়িয়েছে বানভাসি মানুষদের। মালদা জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ মণ্ডল বলেন, কালুটনটোলা এলাকায় মূলত বিদ্যুতের সমস্যা মেটাতে সোলার সিস্টেমের দশটি হ্যালোজেন বাতি বসানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি দু'হাজার মানুষের জন্য ত্রিপল এবং শুকনো খাবার ধাপে ধাপে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিদিনই নিয়ম করে বানভাসিদের আশ্রয় কেন্দ্রে গিয়ে দুপুরের মধ্যাহ্নভোজনেরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

আরজি কর কাণ্ডে রাম-বাম শ্যামের চক্রান্ত বন্ধের বিরুদ্ধে এবং দোষী ব্যক্তিদের ফাঁসির দাবিতে রাজ্যজুড়ে পথে নামল তৃণমূল। সিউড়ি ২ নম্বর ব্লকের পুরন্দরপুরে রাস্তায় প্রতিবাদ মিছিল তৃণমূল কংগ্রেসের।

নিখোঁজের ৫ ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার ৪ নাবালক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: পুলিশের বড় সাফল্য৷ নিখোঁজের ৫ ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার চার নাবালক। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার, হাড়োয়া থানার অন্তর্গত, হাড়োয়া গ্রাম

পঞ্চায়েতের অধীনস্থ আটঘরা গ্রামের ঘটনা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আটঘরা গ্রামের ১৩ বছরের দুই নাবালক এবং ১৫ বছরের দুই নাবালক শনিবার সন্ধ্যায় বাড়িতে কোনও কিছু না জানিয়ে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন। পরিবারের সদস্যরা আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে খোঁজখবর নেওয়ার পরেও তাদের কোনো রকমের সন্ধান না মেলায় শনিবার রাত নয়টা নাগাদ হাড়োয়া থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়া মাত্রই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখে হাড়োয়া থানার পুলিশ। তারপর রাত্রি দশটা নাগাদ একটি নিখোঁজের মামলার রুজু হয়। তারপরেই তদন্তে নেমে জানতে পারেন তারা দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন তৎক্ষণাৎ হাড়োয়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকার প্রতাপ মোদকের নির্দেশে বর্ধমান জংশন রেলওয়ে স্টেশন থেকে চার নাবালককে লোককে উদ্ধার করে। সন্তানদের ফিরে পেয়ে বেজায় খুশি পরিবারের সদস্যরা এবং ধন্যবাদ জানিয়েছেন হাড়োয়া থানার পুলিশকে।

আড্ডাঘাটের বর্ষপূর্তিতে নেটমুক্ত বন্ধুত্বের ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:

'চাই বন্ধুর আঙুলের ছোঁয়া
মোবাইল টাচ নয়
অবসর যেন বন্ধুপূর্ণ
নেট মুক্ত হয়'

আমরা বর্তমানে কোভিডের থেকেও ভয়াবহ এক সামাজিক ব্যাধির শিকার। মানবিক ও আত্মিক সম্পর্কের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনটুকু ছাড়া মোবাইলের ব্যবহার সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তুলতেই বকুলতলা আড্ডাঘাটের বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে এমন একটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই আয়োজন করা হয়েছিল কবিতা ও অনুগল্প প্রতিযোগিতার। পুরস্কার বিতরণীর বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে ছোট ছোট ছাত্রীদের তৈরি রাখি বন্ধুত্বের বন্ধন হিসাবে পরিয়ে দেওয়ার পরে নির্দিষ্ট সময়ে উদ্বোধন সংগীতে 'গঙ্গাস্তোত্রম' গাইলেন হাওড়ার সুতপা পাহাড়ী। এক মিনিট নিরবতা পালন করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয় শহিদ ক্ষুদিরাম, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সহ আরো অনেক হারানো ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে। কৃষ্ণচূড়া বৃক্ষ রোপণ করে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রান্তিক কৃষক কৃষ্ণ চন্দ্র হালদার।

সারা রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে মোট ১৪০ জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। আগত সকল প্রতিযোগীদের হাতে অভিনব পোড়ামাটির পদক, সাম্পান, পানসি, ডিঙি, কাঁসাই, শিলাই, কোপাই সম্মানের শংসাপত্র সহ চারাগাছ তুলে দেন প্রতিযোগিতার বিচারক বিশিষ্ট শিক্ষক ভাস্কর হালদার, প্রাবন্ধিক অতনু বসু, বিশিষ্ট কবি ও শিক্ষক তারাপ্রসাদ সাঁতরা সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

কোলাজ সম্রাট তথা 'চিহ্ন নিয়ে ছিন্ন ঘাট' এর তপন সাহা এবছরের 'প্রিয় সুজন বন্ধু সম্মান' প্রদান করেন আড্ডাঘাটের চারজন বিশিষ্ট শুভাকাঙ্খীকে।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিন্দমোটর: এইচ এম এডুকেশন সেন্টার স্কুলের আয়োজনে উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরির সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হল রক্তদান শিবির। 'রক্তদান মহৎ দান'এই কথাই ছিল এই অনুষ্ঠানের মূল উপজীব্য বিষয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন ডাক্তার শুভদীপ মুখার্জি। অতিথি হিসেবে ছিলেন, ডাক্তার রাজীব মুখার্জি, ডাক্তার কৌশিক দত্ত, প্রবীণ ডাক্তার অসিতাভ গোস্বামী, বিদ্যালয়ের অভিভাবক প্রতিনিধিরা এবং হিন্দমোটর অঞ্চলের কাউন্সিলর কামাখ্যা নারায়ণ সিং। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা সোনিতা রায়, শিক্ষা অধিকর্তা নিতু চট্টোপাধ্যায়, সহঅধ্যক্ষা মনীষা সিং। অধ্যক্ষা তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে রক্তদান ও ছাত্রছাত্রীদের সচেতনতার কথা তুলে ধরেন। ছাত্রছাত্রীদের সমাজের কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান ডাঃ রাজীব মুখার্জি। তিনি বলেন, স্কুল কর্তৃপক্ষ দ্বারা এই প্রথম স্কুল যারা এইরকম শিবির আয়োজন করেছে। অন্যান্য স্কুলকেও তাদের অংশীদার করার আহ্বান জানিয়েছেন। এই দিন মোট ৩৬ জন রক্তদাতা এই কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী, বিদ্যালয়ের অভিভাবকবৃন্দ, স্থানীয় মানুষ, বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা, অশিক্ষক কর্মচারীবৃন্দ রক্তদান করেন। এই কর্মসূচিতে শ্রীরামপুর শ্রমজীবী হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য।

ঝুলন মেলা উপলক্ষ্যে শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: শনিবার সন্ধ্যা বেলায় উখরা পিজি বালিকা মন্দির স্কুল চত্বরে 'নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাব' আয়োজিত 'শিল্প প্রদর্শনীর' উদ্বোধন করলেন রানিগঞ্জের বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উখড়া পুলিশ ফাঁড়ির আধিকারিক মইদুল হক, পিজি বালিকা বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষিকা ঈপ্সিতা দে, পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের সদস্যা কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, উখড়া পঞ্চায়েতের প্রধান মিনা কোলে, উপপ্রধান শরণ সাইগল সহ অন্যরা। ঝুলন মেলাতে প্রতি বছর নেতাজির স্পোর্টিং ক্লাব শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করে থাকে। এবার প্রদর্শনী গড়াল ২৭ বছরে। এদিন অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে

অবদান রাখার জন্য চারজনকে গুণীজন সংবর্ধনা দেওয়া হয়। শিল্প প্রদর্শনীর পাশাপাশি রয়েছে নাচ গানের আয়োজন। অনুষ্ঠান চলবে আগামী ১৯ তারিখ পর্যন্ত।

মশাল ও মোমবাতি মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: আরজি কর হাসপাতালে মহিলা ডাক্তারি পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনায় রবিবার বিকালে পানাগড়ে মিছিল করল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা। কাঁকসা ব্লক মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এদিন মশাল ও মোমবাতি হাতে নিয়ে পানাগড় বাজারের কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় থেকে শুরু হয় মিছিল। মিছিল পানাগড় বাজারের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দলীয় কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়। এদিন মিছিলে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা ব্লকের কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি পুরব ব্যানার্জি, কংগ্রেস নেতা মোজাম্মেল হক, প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ইন্দ্র কুমার মেহরা, কংগ্রেস নেতা সফিকুল রহমান, শেখ ফিরোজ, জেলার নেতা দেবাশিস বিশ্বাস, ব্লকের নেতা ধর্মেন্দ্র শর্মা, মহিলা নেত্রী সুলতানা বিবি শেখ, কবিতা ধীবর, রিনা শর্মা, সুমিত্রা ধীবর, নুরনেশা বিবি সহ অন্যান্যরা।

প্রতিবছর ১৮ অগস্ট মালদায় পালিত হয় স্বাধীনতা দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ভারতের স্বাধীনতা দিবসের দিনও মালদার কালেক্টরেট বিল্ডিং-এ উঠেছিল পাকিস্তানের পতাকা। ভারত থেকে অবিচ্ছেদ্য অংশ মালদা জেলা যে পাকিস্তানে চলে যাবে তাতে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন লাখো মানুষ। কিন্তু ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবিতে মালদার লাখো মানুষ সেইদিন প্রতিবাদ আন্দোলনে সোচ্চার হয়েছিলেন। অবশেষে ১৮ অগস্ট উত্তরবঙ্গের একমাত্র মালদা জেলা ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্বাধীনতা পায়। মালদা জেলার কালেক্টরেট ভবনে পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে ভারতের জাতীয় পতাকা ওড়ানো হয়। যার ফলে ১৫ অগস্ট নয়, প্রতি বছর ১৮ অগস্ট পালিত

হয়ে আসছে মালদার স্বাধীনতা দিবস।

রবিবার সকালে মালদার এই স্বাধীনতা দিবস পালিত হল জেলা গ্রন্থাগারের বই বাগান প্রাঙ্গণে। মালদা জেলা গ্রন্থাগার সচিব তথা উত্তরবঙ্গ ক্রীড়া উন্নয়ন পর্ষদের সদস্য প্রসেনজিৎ দাসের নেতৃত্বেই ১৮ অগস্ট মালদার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে ভারতভুক্তি দিবস উদযাপন হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে জেলার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবীরাও উপস্থিত হয়েছিলেন। বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই এদিনের মালদার ১৮ অগস্টের স্বাধীনতা দিবসের ভারতভুক্তি কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা জেলা গ্রন্থাগার সচিব প্রসেনজিৎ দাস বলেন, ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট যখন আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছিল, সেই সময় পরাধীন মালদা অন্ধকারে ডুবেছিল। পাকিস্তানের অধীনে বর্তমানে (বাংলাদেশ) চলে গিয়েছিল মালদা জেলা। গোটা মালদা জেলাবাসী শোক পালন করেছিল। শুরু হয়েছিল ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার নতুন স্বাধীনতার সংগ্রাম। সেই সময় বহু দেশ প্রেমী মানুষেরা মালদার স্বাধীনতা নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এই পরিস্থিতিতে মালদার কালেক্টরেট ভবনে পাকিস্তানের পতাকা উড়েছিল। অবশেষে একটানা ৭২ ঘণ্টার আন্দোলনে ১৮ অগস্ট নতুন করে মালদা জেলা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে স্বাধীনতা পায়। তারপর থেকেই মালদা জেলায় ১৮ অগস্টের দিন স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়ে আসছে।

১৫ অগস্ট নয়, ১৮ অগস্ট স্বাধীন ভারতবর্ষর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল বালুরঘাট

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: ১৮ অগস্ট স্বাধীন হয়েছিল বালুরঘাট। প্রত্যেক বছর বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের তরফে এই দিনটি সাড়ম্বরে উদযাপন

করা হয় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে। অন্যান্যবারের মতো বিজেপির তরফে বালুরঘাট হাইস্কুল মাঠে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে দিনটি যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন করা হয় বিজেপির তরফে। উল্লেখ্য, ১৫ অগস্ট নয়, ১৮ অগস্ট স্বাধীন ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল বালুরঘাট। ১৯৪৭ সালের ১৭ অগস্ট মধ্য রাত্রি পর্যন্ত এই এলাকাটি পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্ভূক্ত ছিল। সীমানা জটিলতায় পরতে হয়েছিল বালুরঘাটকে। পনেরো অগস্ট ভারত স্বাধীন হয়েছিল। কিন্তু তিনদিন নোশনাল এরিয়া (ধারণাগত এলাকা) হিসেবে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮ অগস্ট বালুরঘাট সহ বিস্তীর্ণ এলাকা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। বিপ্লবী সরোজ রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বালুরঘাট হাইস্কুল প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। সে কারণে প্রতি বছর ১৮ অগস্ট এই এলাকার মানুষের কাছে যথেষ্ঠ গুরুত্বের। এদিন বেশ কিছু জায়গাতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের করে পালিত হয় স্বাধীনতা দিবস। রবিবার এই দিনটিকে স্মরণ করে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে ইতিহাস বিজরিত এই দিনটিকে স্মরণ করা হয় বিজেপির তরফে।

এবিষয়ে গঙ্গারামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক সত্যেন রায় বলেন, '১৫ অগস্ট স্বাধীনতা পাওয়ার পরও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বহু লড়াই এরপর এই জায়গা ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই এই দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের জোর করে পর্ন ফিল্ম দেখানোর অভিযোগ

গুয়াহাটি, ১৮ অগস্ট: আরজি কর কাণ্ডের পর যখন নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রতিবাদে মুখর দেশ-বিদেশের মানুষ, তখনও একের এক নারী নির্যাতনের অভিযোগ সামনে আসছে। এবার স্কুলের শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের জোর করে পর্ন ফিল্ম দেখানোর অভিযোগ উঠল। বিষয়টি জানাজানি হতেই ক্ষুব্ধ অভিভাবক ও এলাকাবাসীরা মিলে স্কুলে আগুন লাগিয়ে দেন। ঘটনাটি ঘটেছে অসমের করিমগঞ্জ জেলায়।

জানা গিয়েছে, সেখানে একটি সরকারি স্কুলের বছর সাইত্রিশের শিক্ষক ছাত্রীদের ক্লাসরুমে অশ্লীল ছবি ও ভিডিও দেখান। গত ১২ অগস্ট ঘটনাটি ঘটে। এক ছাত্রী বাড়ি গিয়ে শিক্ষকের নামে অভিযোগ জানায় তাঁর মায়ের কাছে। ওই শিক্ষক ক্লাসে জোর করে অশ্লীল ভিডিও দেখতে বাধ্য করেছে বলে সে জানায়। এমনকী, অভব্য আচরণ ও শরীরে স্পর্শও করেছে বলে অভিযোগ। এরপরই ছাত্রীর মা-বাবা গিয়ে পুলিশে অভিযোগ জানান।

পুলিশ ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা দায়ের করেছে। এদিকে, বিষয়টি জানাজানি হতেই বিক্ষুব্ধ জনতা স্কুলে চড়াও হয়। পুলিশ অভিযুক্তকে ধরার আগেই তিনি পালিয়ে যান। এরপরই ক্ষুব্ধ জনতা স্কুলে ভাঙচুর চালায় এবং আগুন ধরিয়ে দেয়। পুলিশ সূত্রে খবর, বারণ করা সত্ত্বেও অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দারা সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করায় তাদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক স্থানীয় বাসিন্দা ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'আমরা আমাদের সন্তানদের ভালো শিক্ষা ও ভালো মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠার জন্য স্কুলে পাঠাই। শিক্ষকদের গুরু বলা হয়। কিন্তু এই ধরনের শিক্ষক থাকলে ছাত্রছাত্রীরা কী শিখবে।'

ফের উত্তরাখণ্ডে গণধর্ষণের অভিযোগ

হিমাচলপ্রদেশ, ১৮ অগস্ট: ফের উত্তরাখণ্ডে গণধর্ষণের অভিযোগ। এ বার দেরাদুন। দিন কয়েক আগেই নৈনিতালে এক নার্সকে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ উঠেছিল। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই আবারও উত্তরাখণ্ডে জনবহুল বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকা বাসের মধ্যে মহিলাকে গণধর্ষণ এবং মারধরের অভিযোগ উঠল। পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটলেও, শনিবার বিষয়টি জানাজানি হতেই তদন্ত শুরু হয়েছে। গণধর্ষণের ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে, পঞ্জাবের বাসিন্দা ওই নির্যাতিতা মঙ্গলবার মোরাদাবাদ থেকে দেরাদুনে এসেছিলেন। দেরাদুনের আইএসবিটির একটি বাসের মধ্যে মঙ্গলবার রাতে ওই মহিলার ওপর হামলা চালান কয়েকজন দুষ্কৃতী। মহিলাকে গণধর্ষণ এবং মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। শনিবার রাতে থানায় এই মর্মে অভিযোগ দায়ের হতেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই ছ'জন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবে এই ঘটনার নেপথ্যে আর কেউ জড়িত রয়েছেন কি না, তা জানতে তদন্ত করছে পুলিশ। নির্যাতিতার সঙ্গেও কথা বলার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।

উল্লেখ্য, দিন কয়েক আগে নৈনিতালের এক বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত ৩৩ বছর বয়সি এক নার্সকে কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ৩০ জুলাই থেকে নিখোঁজ নার্সের পরিবার ৩১ জুলাই রুদ্রপুর থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করে। এক সপ্তাহেরও বেশি সময় পর একটি ফাঁকা জায়গা থেকে উদ্ধার হয় নার্সের দেহ। ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ।

বিধানসভার আগে 'লড়কি বহেন' প্রকল্প চালু মহারাষ্ট্র সরকারের

মুম্বই, ১৮ অগস্ট: বিধানসভা ভোটের আগে মহিলাদের জন্য 'লড়কি বহেন' নামে বিশেষ প্রকল্প চালু করল মহারাষ্ট্র সরকার। এই প্রকল্পে রাজ্যের প্রায় এক কোটি মহিলা প্রতি মাসে দেড় হাজার টাকা করে সরকারি সাহায্য পাবেন। মহারাষ্ট্র সরকারের এই প্রকল্প চালু হয়েছে শনিবার অর্থাৎ ১৭ অগস্ট। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনমুখী প্রকল্পের পথ অনুসরণ করেই কি গদি দখল করতে মাঠে নামতে চাইছে মহারাষ্ট্রের এনডিএ জোট সরকার?

বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পের অনুকরণে একনাথ শিণ্ডে সরকার 'মুখ্যমন্ত্রী মাঝি লড়কি বহেন যোজনা'র কথা ঘোষণা করল বলেই মত রাজনৈতিক মহলের। উল্লেখ্য, বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সাফল্য দেখে মধ্যপ্রদেশ-সহ একাধিক রাজ্যে মহিলাদের আর্থিক সহায়তা দিতে এমন বেশ কিছু প্রকল্প চালু করা হয়েছে। মহিলা ভোটারদের মন জিততে এদিন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী তথা শিব সেনা প্রধান একনাথ জানান, এই প্রকল্প শুধু ভোটের আগে কয়েকদিন চলবে না, এটা দীর্ঘস্থায়ী প্রকল্প। নারী শক্তি ধুত নামে একটি অ্যাপের মাধ্যমে খুব সহজেই রাজ্যের মহিলারা 'লড়কি বহেন যোজনা'র জন্য আবেদন করতে পারবেন।

শাসক শিবিরের দাবি, ভোটের মুখে এই 'লড়কি বহেন' যোজনাই গদি দখলে গেমচেঞ্জারের কাজ করবে। বিরোধীরা অবশ্য বলছে, শেষবেলায় ঘুষ দিয়ে ভোট কেনার চেষ্টা করছে শাসক শিবির। তাতে লাভ হবে না। মহারাষ্ট্রের মানুষ ওদের চিনে নিয়েছে। বিরোধী শিবিরের যুক্তি, চার মাস আগে লোকসভা ভোটে মহারাষ্ট্রে বিরোধী জোট 'মহা বিকাশ আগাড়ি'র কাছে বিজেপি, শিন্ডে সেনা, অজিত পওয়ারপন্থী এনসিপির জোট পর্যুদস্ত হয়েছে। বিধানসভা ভোটে রেশ থেকে যাওয়ার আশঙ্কায় প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া কাটাতে জলের মতো টাকা খরচ করছে সরকার।

মার্সিডিজ পিষল সাইকেল আরোহীকে

নয়াদিল্লি, ১৮ অগস্ট: পুণের পোর্শেকাণ্ডের রেশ কাটতে না কাটতেই ফের দ্রুতগতিতে আসা একটি মার্সিডিজ পিষে দিল এক সাইকেল আরোহীকে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। এই ঘটনার পরই গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যান চালক। দিল্লির বুকে এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম রাজেশ। তিনি মদনপুর খাদার এলাকার বাসিন্দা। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লির আশ্রম এলাকায়। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে গাড়িটিকে চিহ্নিত করে চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। চালক মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন কি না, তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, গাড়িটি আশ্রম উড়ালপুল ধরে নিজামউদ্দিনের দিকে যাওয়ার সময় রাজেশকে পিছন থেকে সজোরে ধাক্কা মারে। সেই ধাক্কায় কয়েক ফুট দূরে ছিটকে পড়েন রাজেশ, আর তাঁর সাইকেলটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। রাজেশকে ধাক্কা মেরে গাড়িটি পালিয়ে যায়। এক পথচারী রাজেশকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দিলে, তারা এসে রাজেশকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি। চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

প্রসঙ্গত, গত ১৯ মে পুণেতে দুই ইঞ্জিনিয়ারকে পোর্শে নিয়ে পিষে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল এক কিশোরের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনায় গোটা দেশে তোলপাড় হওয়ার পরও একের পর এক ঘটনা ঘটে চলেছে। মুম্বই, ঠাণে, নাসিকের পর এবার সেই তালিকায় জুড়ে গেল দিল্লির নাম।

দিল্লিতে চম্পাই সোরেন

নয়াদিল্লি, ১৮ অগস্ট: রবিবারই বিজেপিতে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হলেও, তা এখনই করলেন না চম্পাই সোরেন। ইতিমধ্যেই তিনি দিল্লিতে গেলেও, বিজেপিতে যোগ দেননি। কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা শিবরাজ সিং চৌহান তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। অন্যদিকে, সকাল থেকেই বেপাত্তা জেএমএমের ৪-৫ জন বিধায়ক।

কয়েকদিন ধরেই জল্পনা শুরু হয় ঝাড়খণ্ড জনমুক্তি মোর্চা ছাড়তে পারেন চম্পাই সোরেন। বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন বিক্ষুব্ধ নেতা। শনিবারই যাবতীয় জল্পনা তিনি নিজেই উড়িয়ে দিলেও, ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই ফের নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে তাঁর বিজেপিতে যোগ দেওয়া নিয়ে। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর পদ খোয়াতেই গোঁসা হয় তাঁর। আর তাতেই বিজেপিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন চম্পাই সোরেন। যদিও এখনও তিনি বিজেপিতে যোগ দেননি।

জানা গিয়েছে, শনিবার রাতেই কলকাতায় আসেন চম্পাই। রবিবার সকালেই দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেন চম্পাই সোরেন। তাঁর সঙ্গে কয়েকজন জেএমএম বিধায়কও রয়েছেন। তাঁরা দিল্লিতে বিজেপির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে দেখা করার কথা। চম্পাই সোরেন ছাড়াও শাসকদলের কয়েকজন বিধায়কের যোগ দেওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। এঁরা হলেন দশরথ গাগরাই, রামদাস সোরেন, চামরা লিন্ডা, লবিন হেমব্রম, সমীর মোহান্তি। সূত্রের খবর, চম্পাই সোরেনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন ঝাড়খণ্ডের নির্বাচনী ইনচার্জ শিবরাজ সিং চৌহান।

জমি দুর্নীতি মামলায় বেআইনি আর্থিক লেনদেনের অভিযোগে চলতি বছরের ৩১ জানুয়ারি মাসে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী তথা ঝাড়খণ্ড জনমুক্তি মোর্চার নেতা হেমন্ত সোরেনকে গ্রেপ্তার করে ইডি। গ্রেপ্তারির আগে তিনি মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দায়িত্ব তুলে দেন চম্পাই সোরেনের হাতে। তবে ৫ মাস পর জামিন পেতেই ফের চম্পাই সোরেনের কাছ থেকে গদি কেড়ে নেন হেমন্ত সোরেন। সূত্রের খবর, এরপর থেকেই দলের ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন চম্পাই। মুখ্যমন্ত্রী পদে বসিয়ে ফের গদি কেড়ে নেওয়ায় তিনি অপমানিত হওয়াতেই বিজেপিতে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিলেও এখনও তা করেননি বলে সূত্রের খবর।

তিন পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ, সাসপেন্ড

নয়াদিল্লি, ১৮ অগস্ট: তিন পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ উঠল। এমনকী, সেই ঘুষের টাকা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেওয়ার একটি ভিডিয়োও প্রকাশ্যে এসেছে। দিল্লিতে ট্র্যাফিক পুলিশের ঘুষ নেওয়ার ভিডিও ভাইরাল হতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে। যদিও ভিডিয়োটির সত্যতা যাচাই করেনি 'একদিন' পত্রিকা। জানা গিয়েছে, ঘটনাটি গাজিপুরের থ্রিল লরি সার্কলের। সেখানে একটি পুলিশ চৌকিতেই এই ভিডিয়ো বলে বিভিন্ন সূত্রের দাবি। ভিডিয়োটি প্রকাশ্যে আসতেই তৎপরতার সঙ্গে ভিডিয়োতে দেখতে পাওয়া তিন ট্র্যাফিক পুলিশকে চিহ্নিত করে সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে দাবি।

ভাইরাল ভিডিও

স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই পুলিশ চৌকিতে এক ব্যক্তির কাছ থেকে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ উঠেচে। পুলিশ আধিকারিকের পাশে থাকা টেবিলের ওপর টাকার বান্ডিল রেখে ওই ব্যক্তি চলে যেতেই তিনি টাকা গোনা শুরু করেন। তাঁর পাশে বসা আরও দুই পুলিশকর্মীর মধ্যে সেই টাকা ভাগ করে দেন তিনি। এই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতে দিল্লির লেফ্‌ টেন্যান্ট গভর্নর ভিকে সাক্সেনা এক্স হ্যান্ডলে জানিয়েছেন, প্রাথমিক তদন্তের পর তিন পুলিশকর্মীকে চিহ্নিত করে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত করা হচ্ছে।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সমুদ্রে আছড়ে পড়ল ফুগা ম্যাজিস্টার জেট

প্যারিস, ১৮ অগস্ট: মাঝ আকাশে চলছিল বিমানের কসরত দেখানোর প্রদর্শনী। সেই অনুষ্ঠানেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোজা সমুদ্রে আছড়ে পড়ল বিমান। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ৬৫ বছর বয়সি এক বিমান চালকের। ফ্রান্সের লা লাভানদউয়ের গোটা ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায় যা দেখে শিউরে উঠছেন নেটিজেনরা।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার বিমান এই ফুগা ম্যাজিস্টার জেট। যুদ্ধের পরও দীর্ঘ সময় ধরে ফ্রান্স বায়ুসেনার অন্তর্ভুক্ত ছিল বিমানটি। দেশের ঐতিহ্যবাহী পুরনো বিমানগুলিকে নিয়ে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল সেনাবাহিনী সেখানেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। বর্তমান আধুনিক বিমানগুলিতে দুর্ঘটনার পূর্বে বিমান ছেড়ে বেরিয়ে আসার সুবিধা থাকে। যাকে 'সিট ইজেকশন' পদ্ধতি বলে। তবে ঐতিহাসিক ওই বিমানে সেই সুবিধা ছিল না। ফলে আপতকালীন পরিস্থিতিতে বাঁচার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম থাকে পাইলটের জন্য। এখানে ঠিক সেটাই ঘটেছে। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, মাঝ আকাশে অস্বাভাবিকভাবে উড়ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার বিমান ফুগা ম্যাজিস্টার জেট। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আকাশে চক্কর কেটে সোজা সমুদ্রে আছড়ে পড়ে সেটি। চোখের সামনে এই দৃশ্য দেখে স্তব্ধ হয়ে যান প্রদর্শনীতে উপস্থিত দর্শকরা। ঘটনার পর বন্ধ করে দেওয়া হয় প্রদর্শনী। ভূমধ্যসাগরে আছড়ে পড়া ওই বিমান থেকে পাইলটকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ফ্রান্স প্রশাসন।

হোটেলের ঘরে ঢুকে বিমানকর্মীকে হেনস্তা গ্রেপ্তার অভিযুক্ত নাইজেরিয়ান ব্যক্তি

লন্ডন, ১৮ অগস্ট: লন্ডনে হোটেলের ঘরে হেনস্তার শিকার এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানকর্মী। অভিযোগ, জোর করে ঘরে ঢুকে মহিলাকে শারীরিকভাবে হেনস্তা করে। ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছে বিমান সংস্থা। তবে কীভাবে, কে, কী উদ্দেশে ঘরে ঢুকেছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। সূত্রের দাবি, ওই তরুণীকে ধর্ষণ করে হয়েছে। তবে তা নিয়ে বিমান সংস্থার তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

শনিবার রাতে বিজ্ঞপ্তি জারি করে এয়ার ইন্ডিয়া জানায়, লন্ডনে আন্তর্জাতিক হোটেলের যে ঘরে তাদের সংস্থার কর্মী ছিলেন, সেখানে অবৈধভাবে প্রবেশ করা হয়। এই ঘটনায় সংস্থার কর্মীর উপর খুব খারাপ প্রভাব পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পাশে দাঁড়ায় সংস্থা। শুধুমাত্র সহায়তা নয়, কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থাও করা হয়। সহকর্মীরা তাঁর পাশে রয়েছেন। কর্মীর হোটেলের ঘরে ঢুকে পড়ার ঘটনায় ক্ষুব্ধ বিমান সংস্থাটি।

জানা গিয়েছে, লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরের কাছে একটি আন্তর্জাতিক হোটেলে ছিলেন ওই মহিলা বিমানকর্মী। এক নাইজিরিয়ান নাগরিক জোর করে তাঁর ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন। ওই ব্যক্তিকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে বলে দাবি সংবাদসংস্থার আইএএনএসের। তবে বিমানকর্মীকে ধর্ষণ করা হয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

কর্তব্যরত চিকিৎসককে হেনস্থার অভিযোগ মদ্যপ রোগীর বিরুদ্ধে

মুম্বই ১৮ অগস্ট: আরজি কর কাণ্ডের আবহেই কর্তব্যরত এক চিকিৎসককে হেনস্থার অভিযোগ উঠল মদ্যপ রোগী ও পরিবারের বিরুদ্ধে। রবিবার সকালেই এই ঘটনা ঘটে। এরপরই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গিয়েছে, আজ, রবিবার ভোরে মুম্বইয়ের সিওন হাসপাতালে এক চিকিৎসককে হেনস্থা করেন মত্ত রোগী। তাঁর সঙ্গে আসা পরিবারের সদস্যরাও মত্ত অবস্থাতেই ছিলেন বলে দাবি। চিকিৎসা চলাকালীন ওই মহিলা চিকিৎসককে গালিগালাজ ও হেনস্থা করা হয়। ওই রেসিডেন্ট চিকিৎসকের দাবি, তিনি নাইট ডিউটিতে ছিলেন। রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ ৫-৬ জন মদ্যপ যুবক আসেন, যাঁদের মধ্যে একজনের মুখ ফেটে রক্ত বের হচ্ছিল। ওই চিকিৎসক চিকিৎসা শুরু করতেই যুবক গালিগালাজ করতে শুরু করেন। অভব্য আচরণ করেন মহিলা চিকিৎসকের সঙ্গে। জামা ধরেও টানাটানি করেন। মত্ত যুবকদের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে আহত হন চিকিৎসক।

SBI এসবিআই আরএসিপিসি রাজারহাট শাখা কোড-১৬৮২২
সন্তোষ চেম্বার, ২য় ফ্লোর, সিটি সেন্টার-২ নিউ টাউন এর কাছে,
কলকাতা ৭০০১৬১। ই-মেইল: sbi.16822@sbi.co.in

ভেহিকেল অকশন বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: শ্রী পঙ্কজ কুমার, মোবাইল নং- ৯৬৭৪৭৯৮২৩৪, ৯৬৭৪৭১৩৫৮৫, ই-মেইল: sbi.16822@sbi.co.in

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৬(২) বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৬ (২) এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে অস্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৭.০৮.২০২৪ সময়: ৩০০ মিনিট, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ

ইচ্ছুক দরদাতাকে https://ebkray.in -এ তার ইএমডির পরিমাণ ইবিক্রয়/পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের (ই-মেল আইডি: supportebkray@psballiance.com) দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে।

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) -কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড আছে। সুরক্ষিত ক্রেডিটর স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার ... গাড়িগুলি **"যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"**-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে ২৭.০৮.২০২৪ তারিখে।

(জ্ঞাত দায় সহ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

ক্র.নং.-১ **শ্রী সৌরভ সরকার, এ/সি নং. ৪২৫৫৫৭৭৫৭৭৯** বকেয়া পরিমাণ- **১৭০০৩৫৪.০০ টাকা** ২৭.০৮.২০২৪ অনুযায়ী + ভবিষ্যত সুদ। **জিএসটি সহ** রিজার্ভ মূল্য **১৫৭৫০০০/- টাকা**। আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) হবে **১,৫৭,৫০০.০০/- টাকা** এবং ইনক্রিমেন্টাল মূল্য হবে **১০,০০০.০০ টাকা**

পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ২৩.০৮.২০২৪ এবং সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত

গাড়ির বিবরণ: হুন্ডাই মোটর ইন্ডিয়া লিমিটেড Creta 1.5 MPIMT SX, রেজিঃ নং- **WB 24 BL2588,** রেজিঃ তারিখ: **২৯.১২.২০২৩,** প্রস্তুতের বছর- **২০২৩,** ইঞ্জিন নং- **G4FLPV645627,** চেসিস নং: **MALPC812LPM594545।**

বিক্রির বিশদ, নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিওরড ক্রেডিটর এর ওয়েবসাইট- www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট তৈরি করা লিঙ্ক https://ebkray.in

তারিখ: ১৯.০৮.২০২৪, স্থান: রাজারহাট — অনুমোদিত অফিসার, এসবিআই আরএসিপিসি রাজারহাট

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

সিউড়ি শাখার জন্য শাখা/অফিস প্রেমিসেস লিজ নেওয়ার জন্য নোটিশ আহ্বায়ক টেন্ডার

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, একটি পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্ক, **সিউড়ি শাখা, ডি.সি. দাস রোড, হেড পোস্ট অফিসের কাছে, সিউড়ি, বীরভূম, পঃবঃ, পিন - ৭৩১ ১০১** -তে শাখা স্থাপনের জন্য লিজ ভিত্তিতে অফার করতে ইচ্ছুক **১৬০০ বর্গফুট কার্পেট এলাকা** পরিমাপের প্রধান সড়কের উপর প্রথমতলায় ব্যবসা যোগ্য এলাকায় যেখানে ভাল দৃশ্যমানতা এবং পার্কিং স্পেস রয়েছে ১৫ বছরের লিজ মেয়াদের জন্য অফিস প্রেমিসেসের মালিকদের কাছ থেকে ২ বিড সিস্টেমের (প্রযুক্তিগত ও আর্থিক) অধীনে অফারগুলিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। **১৯.০৮.২০২৪ থেকে ০৯.০৯.২০২৪ পর্যন্ত ২৫০/- টাকা** (অফেরতযোগ্য) ডিডি মাধ্যমে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুকূলে পেমেন্ট করে নিম্নলিখিত ঠিকানা থেকে ফর্মগুলি পাওয়া যাবে। বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ০৯.০৯.২০২৪।

ব্যাঙ্ক কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই যে কোনও বা সমস্ত অফার প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

**দ্য জোনাল ম্যানেজার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস আসানসোল, প্রেমিসেস ডিপার্টমেন্ট,
উদরেজ ভবন, ৩য় তল, ৮, জি.টি. রোড (পশ্চিম), আসানসোল - ৭১৩৩০৪, পঃবঃ**

বিস্তারিত আমাদের ওয়েবসাইট www.indianbank.in থেকে পাওয়া যাবে

বৈঙ্ক ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra भारत सरकार का उद्यम — एक परिवार एक बैंक

**ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র
অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ**
ম্যাকলিয়ড হাউস, ৩, নেতাজি সুভাষ রোড,
কলকাতা - ৭০০০০১, ফোন - ০৩৩ ৪০৩৭ ৪৯১৫
ইমেল : brmgr1458@mahabank.co.in,
bom1458@mahabank.co.in

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

উল্লেখ্য নির্দেশ মেমো নং ১৭৫৩/সারফেসি তারিখ ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কর্তৃক ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৪ অধীন, ইস্যুকৃত আদেশের অনুসরণে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা নিম্নলিখিত সম্পত্তির স্বত্ব দখল নিয়েছেন ১৪.০৮.২০২৪ তারিখে এবং অনুমোদিত অফিসার, অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ, ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, কলকাতা, নিকট দখল হস্তান্তর করেছেন। বর্তমানে এই সম্পত্তি ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্রের দখলে রয়েছে।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন না করার জন্য এবং সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেনের জন্য ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্রের চার্জ সাপেক্ষে ৪৫,৭১,২৯২.৭৬ টাকা (পয়তাল্লিশ লাখ একাত্তর হাজার দুশো বিরানব্বই টাকা এবং ছিয়াত্তর পয়সা) এবং ৯.৫০ শতাংশ হারে সুদ সহ ২২.০৭.২০১৯ তারিখ থেকে কার্যকর মতে।

আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে, সুরক্ষিত সম্পদগুলি খালাস করার জন্য।

স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৪ কাঠা অর্থাৎ ২৮৮০ বর্গফুট এবং তদস্থিত দোতলা ভবন ৩১৬০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া অবস্থিত মৌজা : চক ঠাকুরানি, পিজি খাসপুর, তৌজি নং ৬, আরএস নং ২৭, জেএল নং ২৪, সাবেক খতিয়ান নং ১০৭, হাল খতিয়ান নং ৪২০ এবং ৯০৪, সাবেক দাগ নং ১৬০, হাল দাগ নং ২৭৮, জোকা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : বেহালা পরবর্তীতে পরিবর্তিত হয়ে থানা : ঠাকুরপুকুর (বর্তমানে থানা : হরিদেবপুর), চৌহদ্দি : **উত্তরে :** ১৭ ফুট চওড়া পুর সড়ক, **দক্ষিণে :** শ্রী শম্ভু চক্রবর্তীর জমি এবং ভবন; **পূর্বে :** ৩ ফুট চওড়া সড়ক এবং দাগ নং ১৬০, **পশ্চিমে :** শ্রী সমীর মজুমদারের জমি ভবন।

সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী: শ্রীমতি সুমিত্রা হালদার এবং শ্রী অমিত হালদার (প্রয়াত দেবাশিস হালদারের আইনি উত্তরাধিকারী)

তারিখ : ১৯.০৮.২০২৪
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার,
ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা

**SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১**
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম -সংঘমিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়, ই-মেল আইডি -sanghamitra.gutpa@sbi.co.in মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭৪১৯১৮

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন (পরিশিষ্ট ২-এ অধীন) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২) অধীনে।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে।

**ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২০.০৯.২০২৪
নিলামের সময় - বেলা ১টা থেকে বেলা ৩টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ**

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ডিরেক্টর এবং জামিনদাতার নাম	বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সম্পদের বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**ঋণগ্রহীতা : মেসার্স হাইটেম্প ফিল্টার্স প্রা.লি.** **ঠিকানা :** ভগবতী ভবন, ১/এস, ছটু বাবু লেন, থানা : এন্টালি, কলকাতা : ৭০০০১৪ **এবং** মৌজা : কলাবেড়িয়া, পো : রাজারহাট, বিষ্ণুপুর, থানা : রাজারহাট, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১৩৫। **১) শ্রী অঞ্জন শীল, ঠিকানা :** পি-৩৫, সিআইটি রোড, থানা : এন্টালি, কলকাতা : ৭০০০১৪ এবং ভগবতী ভবন, ১/এস, ছটু বাবু লেন, থানা : এন্টালি, কলকাতা : ৭০০০১৪ **২) শ্রী নিতাই চাঁদ শীল, ঠিকানা :** ভগবতী ভবন, ১/এস, ছটু বাবু লেন, থানা : এন্টালি, কলকাতা : ৭০০০১৪ **৩) শ্রীমতি রত্নাপালি শীল, ঠিকানা :** ভগবতী ভবন, ১/এস, ছটু বাবু লেন, থানা : এন্টালি, কলকাতা : ৭০০০১৪ **৪) শ্রীমতি সুধা শীল, ঠিকানা :** ভগবতী ভবন, ১/এস, ছটু বাবু লেন, থানা : এন্টালি, কলকাতা : ৭০০০১৪	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দায়বদ্ধ সম্পত্তি উল্লেখ্য চলতি সম্পদ, মজুত এবং সমুদয় চলতি সম্পদ সহ এবং দায়বদ্ধ অস্থাবর প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি ইত্যাদি ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৪(২) অধীনে দ্রব্য তালিকা অনুযায়ী, এ/সি হাইটেম্প ফিল্টার্স প্রা. লি. অবস্থিত সিএস দাগ নং ৮৯, আরএস দাগ নং ৯৮, সিএস খতিয়ান নং ২১, আরএস খতিয়ান নং ৫৬, মৌজা : কলাবেড়িয়া, থানা : রাজারহাট, সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস বিধান নগর (সল্ট লেক সিটি), জেএল নং ৩০, আরএস নং ৫২, তৌজি নং ১৭৩। **(সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত)**	৫,৫৪,০৬,০০০.০০ টাকা (পাঁচ কোটি চুয়ান্ন লাখ ছয় হাজার টাকা) যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭৪১৯১৮ ৯৬৭৪৭১১৫২১	৫৪,৫৯,০০০.০০ টাকা প্ল্যান্ট এবং মেশিনারির উপর জিএসটি প্রযোজ্য / ৫,৪৬,০০০.০০ টাকা / ৫০,০০০.০০ টাকা / **পর্যবেক্ষণের তারিখ ১৩.০৯.২০২৪**

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in দরদাতা হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য দেখুন https://ebkray.in>eauction-psb>bidder-registration
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। (ই-মেইল আইডি support.ebkray@psballiance.com) https://ebkray.in-এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে

আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে

তারিখ : ১৯.০৮.২০২৪
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

টেস্টের ১৫০ বছর পূর্তিতে বিশেষ ম্যাচ খেলবে অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: টেস্ট ক্রিকেটে ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ একটি টেস্ট ম্যাচ খেলবে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড। ২০২৭ সালের মার্চে এমসিজিতে (মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ড) অনুষ্ঠিত হবে সে ম্যাচ। ১৮৭৭ সালের ১৫-১৯ মার্চ ইতিহাসের প্রথম টেস্টে এ মাঠেই মুখোমুখি হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড। যদিও সে সময় আনুষ্ঠানিকভাবে এটিকে টেস্ট ম্যাচ হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি, পরে সেটিকে প্রথম টেস্টের মর্যাদা দেওয়া হয়।

আজ এমসিজি, এসসিজি (সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ড) ও অ্যাডিলেড ওভালের সঙ্গে সাত বছরের জন্য টেস্ট আয়োজনের সমঝোতার কথা প্রকাশ করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। সেখানেই টেস্ট ক্রিকেটে ১৫০ বছর উদ্‌যাপনে বিশেষ ওই ম্যাচ আয়োজনের কথা বলা হয়।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাহী নিক হকলি বলেন, 'বিশ্বের অন্যতম সেরা ক্রীড়া ভেন্যুতে ক্রিকেটের শীর্ষ সংস্করণের দারুণ একটা উদ্‌যাপন হবে ২০২৭ সালের মার্চে ১৫০ বছর পূর্তির টেস্ট ম্যাচে। ওই উপলক্ষে ইংল্যান্ডকে আতিথেয়তা দিতে তর সইছে না আমাদের।'

এর আগে ১৯৭৭ সালে শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে ১২ থেকে ১৭ মার্চ এমসিজিতে বিশেষ টেস্ট ম্যাচ খেলেছিল অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড। তখন পর্যন্ত অ্যাশেজের কোনো টেস্টে প্রতিনিধিত্ব করা দুদলের জীবিত সব ক্রিকেটারকে সে ম্যাচে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

পঞ্চম দিনের চা-বিরতিতে মাঠে নেমে দুই দলের সঙ্গে দেখা করেছিলেন রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ। টনি গ্রেগের ইংল্যান্ডকে ৪৫ রানে হারিয়ে ম্যাচটি জিতেছিল গ্রেগ চ্যাপেলের অস্ট্রেলিয়া। উপস্থিত ছিলেন স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যানও। টেস্টের প্রথম তিন দিনের প্রতিটিতে ৫০ হাজারের বেশি দর্শক খেলা দেখতে এসেছিলেন। ইংল্যান্ডের ডেরেক র‍্যান্ডল (১৭৪ রান), অস্ট্রেলিয়ার ডেনিস লিলি (১১ উইকেট), রড মার্শ (১১০ রান) ও ডেভিড হুকসের (গ্রেগের বলের টানা পাঁচটি বাউন্ডারি) ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স স্মরণীয় ছিল ওই টেস্টে। পাশাপাশি রিক ম্যাককোস্কারের ভাঙা চোয়াল নিয়ে ব্যাটিং করাও ছিল স্মরণীয়। অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের মধ্যকার টেস্ট অ্যাশেজের মর্যাদা পেলেও সেটিতে তা ছিল না। ২০২৭ সালের ক্ষেত্রে কী হবে, সেটি এখনো নিশ্চিত নয়।

অবশ্য ২০২৫-২৬ সালের অ্যাশেজ এমনিতেই একটু ভিন্ন হতে যাচ্ছে। পরের সিরিজের প্রথম ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার পার্থ স্টেডিয়ামে। সর্বশেষে ১৯৮২-৮৩ মৌসুমে অ্যাশেজের প্রথম টেস্ট অনুষ্ঠিত হয়েছিল ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ায়; সেবার ভেন্যু ছিল ওয়াকা। দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া ১৯৩৬-৩৭ সাল থেকে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পুরুষদের অ্যাশেজের প্রথম টেস্টটি গ্যাবাতেই অনুষ্ঠিত হয়ে আসছিল।

টেস্ট ক্রিকেটে ১৫০ বছর পূর্তির এ ম্যাচটি শতবর্ষপূর্তির মতো মার্চের মাঝামাঝিতে অনুষ্ঠিত হলে আরেকটি মাইলফলকও গড়বে। ১৯৭৮-৭৯ মৌসুমে পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের পর থেকে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বছরের এত আগে কোনো ম্যাচ দিয়ে মৌসুম শুরু হয়নি। সেবার পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটি শেষ হয়েছিল ২৯ মার্চ।

১০ বছরের হিসাব নেওয়া বাকি! 'শত্রু'র সাহায্য নিয়ে রোহিতদের হারাতে তৈরি অস্ট্রেলিয়ার লায়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০১৪-১৫ মরসুমের পর থেকে আর ভারতকে বর্ডার-গাওস্কর ট্রফিতে জিততে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। মাঝে দু'বার ঘরের মাঠে ভারতের কাছে হারতে হয়েছে তাদের। সেই ছবি এ বার বদলাতে মরিয়া নেথান লায়ন। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের হারাতে 'শত্রু'র সাহায্য নিচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ার স্পিনার।

কাউন্টি ক্লাব ল্যাঙ্কাশায়ারে ইংল্যান্ডের স্পিনার টম হার্টলির সঙ্গে খেলেন লায়ন। ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের 'অ্যাশেজ' সিরিজ নিয়ে উত্তাপ ছড়ায়। কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে সেই হার্টলিরই সাহায্য নিচ্ছেন লায়ন। ভারত সফরে এসে ভাল বল করেছিলেন হার্টলি। সেই কারণেই তাঁর পরামর্শ নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার স্পিনার।

সংবাদমাধ্যমে লায়ন বলেন, ১০ বছরের হিসাব নেওয়া বাকি। অনেক বছর অপেক্ষা করছি। এ বার ঘরের মাঠে ছবিটা বদলানোর সময় এসেছে। ভারত খুবই শক্তিশালী দল। কিন্তু এ বার আমরা তৈরি আছি। হার্টলির সঙ্গে অনেক কথা হয়েছে। ওর পরামর্শ কাজে লাগানোর চেষ্টা করব।

গত দু'বারের তুলনায় এ বার অস্ট্রেলিয়ার দলে বেশ কিছু বদল হতে পারে। তাই এ বার তাঁরা অন্য রকমের ক্রিকেট খেলবেন বলে জানিয়েছেন দলের অভিজ্ঞ স্পিনার। লায়ন বলেন, এ বার আমাদের দল আলাদা। যারা আছে তারা সকলেই খুব ভাল ক্রিকেটার। আমরা বিশ্বের সেরা দল হওয়ার পথে এগোতে চাই। এখনও হতে পারিনি। ভারতকে হারালে অনেক আত্মবিশ্বাস পাব।

২০১৪-১৫ সালের পর থেকে ঘরের মাঠে ভারতকে টেস্ট সিরিজ হারাতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। ২২ নভেম্বর থেকে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সিরিজ শুরু। এখনও তিন মাস বাকি। কিন্তু এখন থেকেই ভারতকে নিয়ে ভাবতে শুরু করেছেন লায়ন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার টানা দশম সিরিজ জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি: দুই ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৪০ রানে হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এই জয়ে ১-০ ব্যবধানে সিরিজ জয় নিশ্চিত করছে প্রোটিয়ারা। এটি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার টানা দশম সিরিজ জয়। তবে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের এবারের চক্রে ৬ ম্যাচ খেলে প্রোটিয়াদের এটি দ্বিতীয় জয়।

গায়ানায় ম্যাচ জিততে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ২৬৩ রানের লক্ষ্য দিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২২২ রানেই গুটিয়ে গেছে। প্রথম ইনিংসে ১৬০ রানে অলআউট হওয়া দক্ষিণ আফ্রিকা গতকাল তৃতীয় দিনের প্রথম সেশনে দ্বিতীয় ইনিংসে অলআউট হয় ২৪৬ রানে।

রান তাড়া করতে নেমে ১০৪ রানেই ৬ উইকেট হারায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এরপর সেখান থেকে গুড়াকেশ মোতি ও জশুয়া ডা সিলভা ৭৭ রানের জুটি গড়েন। এই জুটি কিছুটা সময়ের জন্য হলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সিরিজ জেতার স্বপ্ন দেখায়। তবে কেশব মহারাজ সেই স্বপ্ন সত্যি হতে দেননি। ১ রানের মধ্যে দুজনকেই ফেরান মহারাজ। দলের ১৮১ রানে ৪৫ রান করে আউট হন মোতি। এরপর ডা সিলভা ফেরেন ২৭ রান করে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের শেষ ব্যাটসম্যান জেইডেন সিলসকেও আউট করেন মহারাজ। সব মিলিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৭ রানে ৩ উইকেট নেন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার স্পিনারদের মধ্যে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি এখন মহারাজই। ৫২ টেস্টে তাঁর উইকেট ১৭১টি।

দক্ষিণ আফ্রিকা গতকাল তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করে ৫ উইকেটে ২২৩ রান নিয়ে। ১০.৪ ওভারে আর মাত্র ২৩ রান তুলতেই অলআউট হয় তারা। ৫০ রান নিয়ে দিন শুরু করা কাইল ভেরেইনা ৫৯ ও ৩৪ রানে দিন শুরু করা উইয়ান মুল্ডার ফেরেন আর কোনো রান না করেই। ভেরেইনার স্টাম্প উড়িয়ে ইনিংসে পঞ্চম উইকেট পান জেইডেন সিলস।

ক্যারিবীয় পেসার পরে দক্ষিণ আফ্রিকার ১১ নম্বর ব্যাটসম্যান নান্দ্রে বার্গারকেও ফেরান ফিরতি ক্যাচে। সব মিলিয়ে ৬১ রানে ৬ উইকেট নিয়েছেন সিলস, যেটা তাঁর ক্যারিয়ারসেরা বোলিং। প্রথম শ্রেণির ক্যারিয়ারেই এই প্রথম ৬ উইকেট পেলেন ২২ বছর বয়সী সিলস।

সিলসের ক্যারিয়ারসেরা বোলিংয়ের দিনে ম্যাচসেরা হয়েছেন প্রোটিয়া পেসার উইয়ান মুল্ডার। দুই ইনিংস মিলিয়ে ৬ উইকেট নিয়েছেন এই পেসার। ১৩ উইকেট নিয়ে সিরিজের সেরা মহারাজ।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

দক্ষিণ আফ্রিকা ১৬০ ও ২৪৬ (মার্করাম ৫১, ভেরেইনা ৫৯, জর্জি ৩৯, মুল্ডার ৩৪; সিলস ৬/৬১)। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৪৪ ও ২২২ (মোতি ৪৫, হজ ২৯, সিলভা ২৭; রাবাদা ৩/৫০, মহারাজ ৩/৩৭)। ফল দক্ষিণ আফ্রিকা ৪০ রানে জয়ী। সিরিজ ২ ম্যাচের সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকা ১,০তে জয়ী। ম্যাচসেরা উইয়ান মুল্ডার

মহিলাদের অনূর্ধ্ব ১৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের গ্রুপে আয়োজক মালয়েশিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগামী বছরের অনূর্ধ্ব ১৯ মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ বিন্যাস হয়ে গেল। আয়োজক মালয়েশিয়ার সঙ্গে একই গ্রুপে রয়েছে গত বারের চ্যাম্পিয়ন ভারত। ২০২৫ সালের ১৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে প্রতিযোগিতা।

২০২৩ সাল থেকে শুরু হয়েছে অনূর্ধ্ব ১৯ মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। প্রথম বারই চ্যাম্পিয়ন

হয়েছিল ভারত। আগামী প্রতিযোগিতা হবে মালয়েশিয়ায়। ১৬টি দলকে চারটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। মোট ৪১টি ম্যাচ হবে। ফাইনাল আগামী ২ ফেব্রুয়ারি।

গ্রুপ 'এ'তে রয়েছে ভারত। আয়োজক মালয়েশিয়া ছাড়াও এই গ্রুপে রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং শ্রীলঙ্কা। গ্রুপ 'বি'তে রয়েছে ইংল্যান্ড, পাকিস্তান, আয়ারল্যান্ড এবং আমেরিকা। গ্রুপ 'সি'তে রয়েছে নিউ জল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, সামোয়া। অফ্রিকার যোগ্যতাঅর্জন পর্বের জয়ী দলও থাকবে এই গ্রুপে। সামোয়া প্রথম বার এই প্রতিযোগিতায় খেলবে। গ্রুপ 'ডি'তে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, স্কটল্যান্ড। এশিয়ার যোগ্যতাঅর্জন পর্বে জয়ী দল থাকবে এই গ্রুপে।

ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের আশা, অনূর্ধ্ব ১৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ মহিলাদের ক্রিকেটের উন্নতিতে সহায়ক হবে। বিরাট কোহলি, রবীন্দ্র জাডেজা, কেন উইলিয়ামসন, স্টিভ স্মিথ, ট্রেন্ট বোল্টদের মতো তারকাদের অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ থেকে উঠে আসার উদাহরণ দিয়েছে আইসিসি।

বদলে গেল বাংলাদেশ, পাকিস্তান সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের ভেন্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি: করাচি ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে হওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। তবে পিসিবির পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, করাচি থেকে দ্বিতীয় টেস্টের ভেন্যু সরিয়ে রাওয়ালপিন্ডিতে নিয়ে আসা হয়েছে। ৩০ আগস্ট শুরু হবে এই টেস্ট। তার আগে ২১ আগস্ট শুরু প্রথম টেস্টও রাওয়ালপিন্ডিতেই।

করাচির ন্যাশনাল স্টেডিয়াম থেকে ম্যাচ সরিয়ে আনার কারণ সেখানে চলা সংস্কারকাজ। আগামী বছরের চ্যাম্পিয়নস ট্রফিকে সামনে রেখে স্টেডিয়ামের সংস্কারকাজ কাজ শুরু করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। গত ১৪ আগস্ট পিসিবি জানিয়েছিল, করাচি স্টেডিয়ামে উন্নয়নকাজ চলায় ৩০ আগস্ট শুরু ম্যাচে দর্শকের প্রবেশাধিকার থাকবে না।

পিসিবির এমন সিদ্ধান্তে সমালোচনা হয়েছিল বেশ। এখানে সংস্কারকাজ চললে দ্বিতীয় টেস্টের ভেন্যু হিসেবে অন্য কোনো স্টেডিয়ামকে কেন বাছাই করা হলো না, সেই প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছিলেন সাবেক ক্রিকেটার কামরান আকমল।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে আকমল বলেছেন, 'পাকিস্তান করাচিতে দর্শক ছাড়া খেলবে, এটা হাস্যকর। আর আমাদের স্টেডিয়াম কি মাত্র দু-তিনটি? ফয়সালাবাদ স্টেডিয়াম আছে। আমরা সেখানেও খেলতে পারতাম, এটাও শীর্ষ মানসম্পন্ন স্টেডিয়াম। অনেক ম্যাচ হয়েছে। এরপর মুলতান স্টেডিয়াম আছে। সবাই জানেন, মুলতান স্টেডিয়ামও অনেক ভালো। দর্শকও হয় সেখানে।' এমন সমালোচনার প্রেক্ষিতেই হয়তো ভেন্যু বদলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পিসিবি।

তবে মুলতান বা ফয়সালাবাদ নয়, পাকিস্তান দ্বিতীয় টেস্টের ভেন্যু হিসেবে বেছে নিয়েছে রাওয়ালপিন্ডিকেই। এর কারণ হিসেবে পিসিবি বিবৃতিতে লিখেছে, 'নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভেন্যু তৈরির বিষয়ে আমাদের নির্মাণ বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা হয়েছে। তারা জানিয়েছে, খেলা চলাকালীন যখন নির্মাণকাজ চলবে, সেই শব্দ ক্রিকেটারদের সমস্যায় ফেলবে। এ ছাড়া নির্মাণকাজের ধুলো খেলোয়াড়, অফিশিয়াল, ব্রডকাস্টার ও মিডিয়াকেও সমস্যায় ফেলবে।'

এমবাপ্পে, ভিনিসিয়ুস, বেলিংহামদের মৌসুম চলকালেই ছুটি দেবেন আনচেলত্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি: হঠাৎ করে দানি কারভাহালের যদি মনে হয়, এক সপ্তাহের ছুটি লাগবে, কোনো সমস্যা নেই। আরেকজন রাইটব্যাক, লুকাস ভাসকেজ তো আছেন। আন্তনিও রুডিগার ছুটি নিলে রিয়াল মাদ্রিদের সেন্টার ব্যাকে আছেন এদের মিলিতাও।

মাঝমাঠ বা ফরোয়ার্ডেও কি বিকল্প কম আছে নাকি রিয়ালের! মাঝমাঠে লুকা মদরিচ কোনো কারণে খেলতে না পারলে জুড বেলিংহাম, অরেলিয়াঁ চুয়ামেনি, এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গাসহ বেশ কয়েকজনই আছেন। আবার ফরোয়ার্ডে ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, রদ্রিগো, কিলিয়ান এমবাপ্পেদের বিকল্প হিসেবে দাঁড়িয়ে যাওয়ার জন্য আছেন ব্রাহিম দিয়াজ, এনদ্রিকরা।

এত বিকল্প পেয়েই হয়তো রিয়ালের কোচ কার্লো আনচেলত্তির মাথায় একটা পরিকল্পনা এসেছে। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খেলোয়াড়দের বেশি বেশি ছুটি দিতে চান তিনি। এর মধ্যেই এ মৌসুমে এমবাপ্পে-ভিনিসিয়ুস-বেলিংহামদের ব্যক্তিগত ছুটি বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন রিয়ালের ইতালিয়ান কোচ।

মায়োর্কার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে আজ লা লিগার নতুন মৌসুম শুরু হবে রিয়ালের। এ ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনে আনচেলত্তি

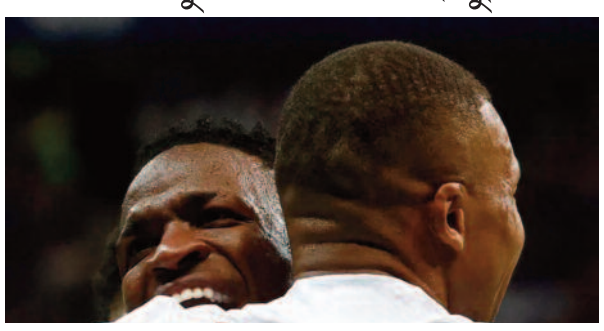

বলেছেন, 'খেলোয়াড়দের বিশ্রাম প্রয়োজন। তাদের ছুটি প্রয়োজন এবং এ মৌসুমে আমরা খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত ছুটি দেওয়ার কথা ভাবছি।'

এমনিতে ক্লাব ফুটবলে খেলোয়াড়েরা মৌসুম চলাকালে ছুটি পান না বললেই চলে। চোটে না পড়লে সারা বছর তাঁরা খেলার মধ্যেই থাকেন। খেলা না থাকলে চলে অনুশীলন। এর মধ্যে আবার আন্তর্জাতিক ফুটবলও খেলতে হয় তাঁদের। মৌসুম শেষ হলেই শুধু ছুটিতে যান বিভিন্ন ক্লাবের খেলোয়াড়েরা। এই ধারা ভাঙতে চান আনচেলত্তি।

রিয়াল মাদ্রিদের কোচ সংক্ষেপে নিজেদের পরিকল্পনার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে, 'আমরা মৌসুমের মধ্যে ছুটি দেওয়ার কথা ভাবছি। খেলোয়াড়েরা যাতে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে পারে, এ জন্য তাদের এক সপ্তাহর ছুটি দেওয়া যায়। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ফুটবলে খেলা খেলোয়াড়দের। কারণ, তারা আন্তর্জাতিক ফুটবলের বিরতির সময়ও এক দিনের ছুটিও পায় না।'

লেভার জোড়া গোল, বার্সার শুভসূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: লা লিগায় শুভসূচনা পেয়েছে বার্সেলোনা। রবার্ট লেভানডফস্কির জোড়া গোলে ভ্যালেন্সিয়াকে ২,১ গোলে হারিয়েছে তারা। প্রতিপক্ষের মাঠে বার্সা অবশ্য শুরুতে পিছিয়ে পড়েছিল। পরে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় তারা।

ভ্যালেন্সিয়ার মাঠে ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ং, গাভি ও রোনাল্‌দ আরাউহোদের ছাড়াই মাঠে নামে বার্সা। ম্যাচের শুরু থেকে দুই দলই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলার চেষ্টা করে। দুই দল সুযোগও পেয়েছিল কিছু। তবে কাছাকাছি গিয়ে বারবার ব্যর্থ হচ্ছিল তারা। শেষ পর্যন্ত ম্যাচে ৪৪ মিনিটে হুগো ডুরোর গোলে এগিয়ে যায় ভ্যালেন্সিয়া। বাঁ প্রান্ত দিয়ে দিয়েগো লোপেজের ক্রস থেকে বল পেয়ে দারুণ এক হেডে লক্ষ্য ভেদ করেন ডুরো।

এগিয়ে থেকে অবশ্য বিরতিতে যেতে পারেনি ভ্যালেন্সিয়া। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের দারুণ এক গোলে বার্সাকে সমতায় ফেরান লেভানডফস্কি। আলেহান্দ্রে বালদের ক্রস থেকে বল পেয়ে ইয়ামাল বাড়ান লেভার উদ্দেশ্যে। সঙ্গে লেগে থাকা ডিফেন্ডারের ফাঁদ এড়িয়ে দারুণভাবে বল জালে জড়িয়ে বার্সাকে ম্যাচে ফেরান এই পোলিশ স্ট্রাইকার।

বিরতির পর অবশ্য এগিয়ে যাওয়ার জন্য খুব বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি বার্সাকে। বক্সের ভেতর রাফিনিয়া ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পায় বার্সা। ৪৯ মিনিটে স্পট কিক থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন লেভা। এরপর দুই দলই চেষ্টা করেছিল গোল করার, সুযোগও পেয়েছিল তারা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো দলই আর গোল না পেলে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে বার্সা।

ম্যাচ শেষে দলের জয় নিয়ে লেভানডফস্কি বলেছেন, 'আমার ধারণা, তিন,চারজন তরুণ খেলোয়াড় নিয়ে আমরা প্রথমার্ধের চেয়ে দ্বিতীয়ার্ধে ভালো খেলেছি। মৌসুমের শুরুতে এই ম্যাচটাতে জয় পাওয়া আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিশেষ করে ভ্যালেন্সিয়ার মাঠে কাজটা অনেক কঠিন।'

নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে এ সময় কথা বলেছেন লেভা, 'আমার লক্ষ্য সব সময় গোল করা। আমি জানি না, মৌসুমে শেষ পর্যন্ত কত গোল করব। তবে প্রথম ম্যাচে গোল করাটা আমার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই গোল আমাকে আত্মবিশ্বাস দিচ্ছে।'

৮ সপ্তাহের বিশ্রামে যাচ্ছেন কামিন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি: সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ ক্রিকেটে (এমএলসি) খেলেছেন প্যাট কামিন্স। গত মাসে শেষ হওয়া এই টুর্নামেন্টে খেলা অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ও ওয়ানডে দলের অধিনায়ক আট সপ্তাহের জন্য বিশ্রামে যাচ্ছেন। অস্ট্রেলিয়া দলের হয়ে ইংল্যান্ডে সাদা বলের সিরিজ খেলতে যাবেন না তিনি।

হঠাৎ করে কেন লম্বা সময়ের জন্য মাঠের বাইরে চলে যাচ্ছেন কামিন্স? চোটটোট কিছু নেই, তাঁর বিশ্রামে যাওয়ার উদ্দেশ্য একটাই; আগামী নভেম্বরে ঘরের মাঠে ভারতের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের জন্য নিজেকে সতেজ রাখা।

ঘরের মাঠে ভারতের কাছে টানা দুটি বোর্ডার,গাভাস্কার ট্রফিতে হেরেছে অস্ট্রেলিয়া। ২০১৮,১৯ ও ২০২০,২১ সালে সিরিজ হারা অস্ট্রেলিয়া এবার আর যেকোনো মূল্যেই জিততে চায় এই সিরিজ। আর মহাগুরুত্বপূর্ণ সেই সিরিজের আগে নিজেকে পুরো ফিট আর সতেজ হিসেবে মাঠে চান কামিন্স।

ফক্স স্পোর্টসকে নিজের বিশ্রামে যাওয়ার বিষয় নিয়ে কামিন্স বলেছেন, 'বিশ্রাম কাটিয়ে ফেরা সবাই,ই একটু সতেজ থাকে। এটা

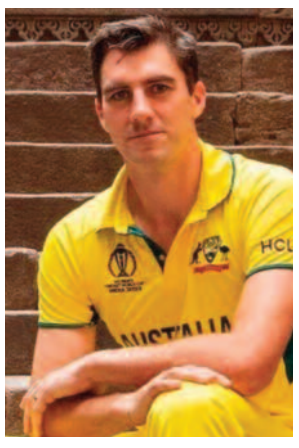

আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না।' কামিন্স এরপর যোগ করেন, 'প্রায় ১৮ মাস আগে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল থেকে আমি টানা বোলিং করে যাচ্ছি। তাই শরীরকে ঠিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সাত থেকে আট সপ্তাহের জন্য বোলিং থেকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম আমার জন্যই ভালোই হবে।'

এই বিশ্রামটা কীভাবে কাজে লাগবে, সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন কামিন্স, 'এর (বিশ্রামের) মানে এটাই যে আপনি একটু বেশি লম্বা সময় ধরে বোলিং করতে পারবেন। গতি নিয়ন্ত্রণ করতে সহজ হবে এবং এটা আপনার চোটের ঝুঁকি কমাবে।'

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক হিসেবে কামিন্সের সময়টা ভালোই যাচ্ছে। অধিনায়ক হওয়ার পর তিনি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ, ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতেছেন। এ ছাড়া দলের একজন সদস্য হিসেবে জিতেছেন টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। কিন্তু এখন পর্যন্ত বোর্ডার,গাভাস্কার ট্রফি জেতা হয়নি কামিন্সের। এবার অধরা সেই ট্রফিটাও পেতে চাইছেন তিনি।

আগামী মাসে ইংল্যান্ড সফরে অস্ট্রেলিয়া দলের তিনটি টি, টোয়েন্টি ও পাঁচটি ওয়ানডে খেলার কথা রয়েছে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**